ওঁ তৎসৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম

তাৎপর্য্য সহিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

সিমলা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট্ ১৩৮ নং ভবনে

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৭৯১ শক।

১লা অগ্রহায়ন।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ।

পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্।

ওঁ তৎসৎ।

১ ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বনিয়ন্তৃ-সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ-সর্ব্বশক্তিমদ্-ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অস্মিন ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বস্য ব্রাহ্মধর্ম্মং গৃহ্ণামি।

১ ওঁ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তরি মুক্তিকারণে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বব্যাপিনি পূর্ণানন্দমঙ্গলে নিরবয়বএকমাত্রাদ্বিতীয়ে পরব্রহ্মণি প্রীত্যা তৎপ্রিয়কার্য্যসাধনেন চ তদুপাসিষ্যামি।

২ সর্ব্বস্রষ্টৃ পরব্রহ্মেতি সৃষ্টং কিঞ্চিন্নারাধয়িষ্যামি।

৩ অক্লিষ্টোঽবিপন্নশ্চেৎ প্রতিদিনং যদা চিত্তৈকাগ্রতা তদা শ্রদ্ধয়া প্রীত্যা চ পরব্রহ্মণি মনঃ সমাধাস্যামি।

৪ সদনুষ্ঠানায় চ যতিষ্যে।

৫ দুষ্কৃতিভ্যো নিবৃত্তৌ যত্নবান্ ভবিষ্যামি।

৬ যদি মোহাৎ কুকর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতং স্যাৎ তদৈকান্ততস্তস্মান্মুক্তিমন্বিচ্ছন্ ন প্রমদিষ্যামি।

৭ বর্ষে বর্ষে মদীয়ে চ তাবৎ সাংসারিকশুভকর্ম্মণি ব্রাহ্মসমাজায় দাস্যামি।

হে পরমাত্মন্ মাং প্রতি এতৎ পরমধর্ম্মপ্রতিপালনসামর্থ্যমর্পয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ।

ওঁ তৎসৎ ॥

১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

আমি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।

১। ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল-দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমাত্মন্! সম্যক্ রূপে এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ।

যদস্য জগতো জন্মস্থিতিভঙ্গাদিকারণম্।

অদ্বৈতস্য চ যন্মূলমেকং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

প্রীত্যা পরময়া তস্য প্রিয়কার্য্যনিষেবয়া।

উপাস্যং তন্ময়া নান্যৎ সৃষ্টং কিঞ্চন তদ্ধিয়া॥

যদা কদা প্রতিদিনং নাপন্নশ্চেন্ন রোগবান্।

শ্রদ্ধাপ্রীতিযুতং চিত্তং সমাধাস্যে তদীশ্বরে॥

সদনুষ্ঠাননিরতোবিরতশ্চ তথাহসতঃ।

সর্ব্বদাহং ভবিষ্যামি প্রীণনায় পরাত্মনঃ॥

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ কুর্য্যাং কর্ম্ম বিগর্হিতম্।

তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ নাচরিষ্যামি তৎ পুনঃ॥

প্রতিবর্ষে তথা চৈব মঙ্গলাহে শুভকর্ম্মণি।

দেয়ং ব্রাহ্মসমাজায় প্রতিজ্ঞাতমিদং ময়া॥

প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব

মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।

হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং

সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে লোকেশ চৈতন্যময় অধিদেব! হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।

বৃক্ষোপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনা।

অর্চ্চনা।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না।

হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

প্রণামঃ।

ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধিষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধানম্।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ব-সুখ-দাতা—যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর—আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর, মন; যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি, বল; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি,—যিনি আমারদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী

বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

স্তোত্রম্।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।

মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্ ॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো-
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চপদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-স্বরূপ, আশ্রয়-স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই ॥

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ

তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসতোমা সদ্গময তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যো-র্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীযম্।

ধ্যানম্।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

সর্ব্বলোক প্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্বাধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

উপসংহারঃ।

ওঁ যএকোবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

উপনিষৎ।

ওঁ তৎসৎ।

প্রথমখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ১ ॥

ওঁ ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবাদিরা বলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের
াতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে।
-কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-
প ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-রূপ এই
ৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখি-
েন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মারা

তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ-বিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। অতএব ইহার প্রথমেই আছে, যে "ব্রহ্ম-বাদিরা বলেন ॥ ১ ॥

২

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

'যতঃ' যস্মাৎ 'বৈ' 'ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' 'যেন' চ তানি জাতানি 'জীবন্তি' প্রাণান্ ধারযন্তি অন্তে চ 'যৎ' ব্রহ্ম 'প্রযন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি 'অভিসংবিশন্তি' তমেব প্রতিপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'তৎ' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশেষণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব 'তৎ ব্রহ্ম' ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক কণামাত্রও থাকিতে পারে না; তিনি

ব্রহ্ম তিনিই সত্য, তিনিই আমারদের প্রভু। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সেই সমুদয় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমত শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি, অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংস করিতে পারি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে ॥ ২ ॥

৩

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ ৩ ॥

'আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি' ॥ ৩ ॥

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে ॥ ৩ ॥

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত মঙ্গলময় পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ-রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি॥ ৩॥

৪

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ৪॥

'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'॥ ৪

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না॥ ৪॥

সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিল, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে কেবল মনের মন বলিয়া, বাক্যের বাক্য বলিয়া, সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্ব ক্ষণ সাক্ষাৎ

পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্‌মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা পালন-জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণ-দাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্ব-সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না॥ ৪॥

৫

রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥৫॥

'রসঃ' আনন্দকরতৃপ্তিহেতুঃ 'বৈ' 'সঃ' পর আত্মা। 'রসং হি এব' 'অয়ং' জীবঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'আনন্দী' সুখী 'ভবতি'॥ ৫॥

সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন॥ ৫॥

যে মঙ্গলময়ের প্রেম-রস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ বলিয়া উঠে॥ ৫॥

৬

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দযাতি॥ ৬॥

'কঃ হি এব' লোকে 'অন্যাৎ' চেষ্টাং কুর্য্যাৎ 'কঃ' বা 'প্রাণ্যাৎ'

প্রাণনং কুর্য্যাৎ 'যৎ' যদি 'এষঃ' 'আকাশে' 'আনন্দঃ' আনন্দরূপঃ পরঃ আত্মা 'ন স্যাৎ'। 'এষঃ' পরমাত্মা 'হি এব' 'আনন্দযাতি' আনন্দয়তি সুখযতি লোকং ধর্ম্মানুরূপম ॥ ৬ ॥

কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা থাকাতেই এই অনুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীব-সকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা দ্যুলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণি-জঙ্গম, কোথায় বা তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ, কোথায় বা সুখ-সৌভাগ্য থাকিত, যদি সর্ব্ব-স্রষ্টা, সর্ব্বাশ্রয়, মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই জগৎ-সংসার সৃজন না করিয়া এ প্রকার সুনিয়মপ্রণালী সংস্থাপন না করি-তেন। তিনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্ব-পাতা আমারদিগের সকলের সুখ উদ্দেশ করিয়া যাহাতে যে প্রকার সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বা-দন, পিতামাতার স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান-শিক্ষা, ধর্ম্মানু-ষ্ঠান, ইত্যাদি যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যতপ্রকার সুখ লাভ করি, সক-লই তাঁহারই প্রসাদাৎ; আহা! তাঁহার কি করুণা! তিনি কেবল বিষয় দ্বারা নানাপ্রকার সুখ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমারদের প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। যে সকল শান্ত-প্রকৃতি ধীরেরা বিষয়-সুখে তৃপ্ত না হইয়া অনুক্ষণ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরাৎ হৃদয়-ধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারদের নয়ন-যুগলের শোক-সন্তপ্ত অশ্রু-সকল মার্জ্জন করেন, এবং প্রচুর অমৃত-বারি বর্ষণ করিয়া তাঁহারদের শুষ্ক হৃদয় পদ্মকে বিকসিত করেন। আহা! যিনি ক্ষণকালের

নিমিত্তেও সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ পাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমা জানিয়াছেন ॥৬॥

৭

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ ৭ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'হি এব' 'এষঃ' সাধকঃ 'এতস্মিন্' 'অদৃশ্যে' অবিষয়ভূতে 'অনাত্ম্যে' অশরীরে 'অনিরুক্তে' অবিশেষে বিশেষোহি নিরুচ্যতে অবিশেষঞ্চ ব্রহ্ম তস্মাদনিরুক্তম্ 'অনিলয়নে' অনাধারে ব্রহ্মণি 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিম্ 'অভয়ং' যথা স্যাৎ তথা 'বিন্দতে'। 'অথ' তদা 'সঃ' 'অভয়ং গতঃ ভবতি' অভয়ং প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন; তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, তদ্রূপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্ব্বত্র প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের স্রষ্টা, নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয়, পরমেশ্বরকে একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করি, এবং তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহত চিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকি ॥ ৭ ॥

৮

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥ ৮ ॥

'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' ॥ ৮ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটী শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধকারময় আগার-স্থিত ব্যক্তির ন্যায় নানা ভয়ে ভীত হন; কিন্তু যিনি পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি বিশ্ব-সংসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

৯

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমোলোকএষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৯ ॥

'অস্য' জীবস্য 'এষা' 'পরমা গতিঃ' আনন্দরূপঃ পরমাত্মৈব পরমা গতিঃ। সর্ব্বাসাং সম্পদাং বিভূতীনাং মধ্যে 'এষা অস্য পরমা সম্পৎ'। যেঽন্যে কর্ম্মফলাশ্রয়া লোকাস্তেঽস্যাপরমাঃ 'এষঃ' পরমাত্মা তু 'অস্য পরমঃ লোকঃ'। যান্যন্যানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিতানি আনন্দজাতানি

তানপেক্ষ্য 'এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ'। 'এতস্য এব' 'আনন্দস্য' আনন্দস্য 'মাত্রাং' কলাং অংশং 'অন্যানি ভূতানি' 'উপজীবন্তি' স্বস্তুবন্তি ॥ ৯ ॥

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব-সকল উপভোগ করে ॥ ৯ ॥

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ্ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদের পরম সম্পদ্; এ সম্পদ্ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন সম্পদ্‌কে সম্পদ্‌ই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয়স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর-লাভ আমারদিগের পরমানন্দের বিষয়; এই ব্রহ্ম-লাভ-জনিত পরমানন্দের তুলনায় জীবদিগের আর আর সমুদায় আনন্দ এক কণা-মাত্র, তথাপি সেই কণা-মাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১০

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সোম্য

দমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সবা এষ মহানজ

আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ॥ ১ ॥

'ইদং' জগৎ 'বৈ' 'অগ্রে' পুরা 'ন এব কিঞ্চিৎ আসীৎ'। 'সৎ' অস্তিতামাত্রং বস্তু নির্ব্বিশেষং নিরবযবং 'এব' হে 'সৌম্য' প্রিয়দর্শন 'ইদমগ্রে' অস্যাগ্রে জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ 'আসীৎ' 'একম্ এব' তস্য একস্য সতঃ সহকারিকারণং দ্বিতীয়ং অনাদিবস্তন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে 'অদ্বিতীয়ম্' ইতি। যত্তৎ সৎ 'সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ' ॥ ১ ॥

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয় ॥ ১ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎ পদার্থ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না; সৃষ্টির পরেও চেতনাচেতন সমুদয় বস্তু কেবল একমাত্র তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে; এনিমিত্তে তিনি এক-মাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি সৎ-স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি চেতন পদার্থ; তিনি আপনাকে আপনি জানিতেছেন; এই হেতু তিনি আত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মা আমারদের আত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন; ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাতে পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং যাবৎ তাঁহার সেই ইচ্ছা থাকিবেক, তাবৎ সে জীবিত রহিবে; পরমাত্মার স্বরূপ সে রূপ নহে; তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র এবং নিত্য ও পরিপূর্ণ ॥ ১ ॥

১১

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদꣳ সর্ব্বমসৃজত
যদিদং কিঞ্চ ॥ ২ ॥

'সঃ' অজ আত্মা 'তপঃ অতপ্যত' জগৎসৃষ্টিবিষয়মালোচনামকরোৎ।
'সঃ' আত্মা 'তপঃ তপ্ত্বা' এবমালোচ্য প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তম্, 'ইদং সর্ব্বং'
জগৎ দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ 'অসৃজত' সৃষ্টবান্ 'যৎ ইদং কিঞ্চ'
যৎকিঞ্চেদমনবশিষ্টম্ ॥ ২ ॥

তিনি বিশ্ব-সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি
আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন ॥ ২ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং তিনি
নির্ম্মাতার ন্যায় অন্য কোন বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।
তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়া-বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া
এই সমুদয় জগৎ-সংসার সৃষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎ-পাষাণ-লৌহাদি
দ্বারা দ্রব্য-বিশেষ নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না।
অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন
করার নাম সৃষ্টি। সুতরাং আমারদের কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার
শক্তি নাই। সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি
একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-শক্তি-ক্রিয়া দ্বারা চেতনাচেতন
সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

১২

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

'এতস্মাৎ' পুরুষাৎ 'জায়তে' উৎপদ্যতে 'প্রাণঃ' এবং 'মনঃ' 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' সর্ব্বাণি চ ইন্দ্রিয়াণি। তথা 'খং' আকাশঃ 'বায়ুঃ' 'জ্যোতিঃ' অগ্নিঃ 'আপঃ' উদকং 'পৃথিবী' 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'ধারিণী' ॥ ৩ ॥

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥

জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিশ্ব-নির্ম্মাণের সকল উপকরণ এবং প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, কেবল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষই আপন ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

১৩

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৪ ॥

'ভয়াৎ' ভীত্যা 'অস্য' পরমেশ্বরস্য 'অগ্নিঃ তপতি' 'ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ'। 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ' ॥ ৪ ॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, ও বায়ু, ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। কোন পদার্থ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শাসন, অতিক্রম করিতে পারে না; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, জল

বায়ু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ধাবমান হই-তেছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১৪

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বি-দ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনা-ক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম-বিদ্যাম্ ॥ ১ ॥

নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কূটস্থেনাচলেন ধ্রুবেণার্থী সন্ 'সঃ' ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুঃ অভয়ং শিবমমৃতং ব্রহ্ম যৎ 'তদ্বিজ্ঞানার্থং' তস্য বিশেষেণাধি-গমার্থং 'গুরুম্' আচার্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠং শমদমাদিসম্পন্নং 'এব' 'অভিগচ্ছেৎ'। তস্মৈ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসবে 'সঃ বিদ্বান্' গুরুর্ব্রহ্মবিৎ 'উপসন্নায়' উপগতায় সম্যক্' 'প্রশান্তচিত্তায়' উপরতকামক্রোধাদিদোষায় 'শমান্বিতায়' শমেন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিতেন চ যুক্তায় 'যেন' বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া পরয়া অক্ষরং' অক্ষয়ত্বাৎ 'পুরুষং' পূর্ণত্বাৎ 'সত্যং' পারমার্থস্বাভাব্যাৎ 'বেদ' জানাতি 'তাং' 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'তত্ত্বতঃ' যথাবৎ 'প্রোবাচ' প্রব্রূয়াৎ ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত-চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন ॥ ১ ॥

সকলের কর্ত্তব্য, মনকে সংযত করিয়া প্রশান্ত হইয়া পরব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন; এবং সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনি তাঁহাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন ॥ ১ ॥

১৫

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ২ ॥

'অপরা' অশ্রেষ্ঠা বিদ্যা 'ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ' ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। 'শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষম্ ইতি' অঙ্গানি ষট্। 'অথ' 'পরা' শ্রেষ্ঠা বিদ্যা 'যয়া' 'তদক্ষরং' ব্রহ্ম 'অধিগম্যতে' জ্ঞায়তে ॥ ২ ॥

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ্; এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ॥ ২ ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞানলাভ মনুষ্যের পর পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-র লাভ করা যায় তাহাই প্রকৃত বিদ্যা—তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; আর আ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এ কারণ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এব

অন্যান্য যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ করে; তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্ব্ব সাধারণের শিক্ষণীয় ॥ ২ ॥

১৬

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৩ ॥

তলক্ষণং নির্দিশতি 'যৎ তৎ' ইতি বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশতি ॥ 'অদ্রেশ্যম্' অদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং ন গম্যম্ 'অগ্রাহ্যং' কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ং 'অগোত্রং' অনন্বয়ং 'অবর্ণং' শুক্লাদয়ো বিদ্যমানা বর্ণা যস্য তৎ। চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তুনাং তে অবিদ্যমানে যস্য তৎ 'অচক্ষুঃশ্রোত্রম্'। 'তৎ' 'অপাণিপাদং' কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতং 'নিত্যং' অজন্মবিনাশি 'বিভুং' ব্যাপিনং 'সর্ব্বগতং' আকাশবৎ 'সুসূক্ষ্মং' রূপাদিরহিতত্বাৎ 'তৎ' ন ব্যেতীতি 'অব্যয়ং' ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব; নাপি সর্ব্বস্বভাবস্য গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবতি মনস ইব। 'যৎ' এবম্ভূতলক্ষণং 'ভূতযোনিং' ভূতানাং কারণং 'পরিপশ্যন্তি' সর্ব্বতঃ পশ্যন্তি 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ ॥ ৩ ॥

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপ-রহিত, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-বিহীন; সেই হস্ত-পদ-শূন্য, জন্ম-মৃত্যু-বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম-স্বভাব, হ্রাস-রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সৃষ্টির অতীত পদার্থ, চক্ষু দ্বারাও দৃশ্য হন না, হস্ত দ্বারাও গ্রাহ্য হন না, তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন; তথাপি ব্রহ্ম-পরায়ণ ধীরেরা সেই সর্ব্ব ভূতের কারণকে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করেন ॥ ৩ ॥

১৭

এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কম্ প্রাণমমুখমমাত্রম্ ॥ ৪ ॥

'এতৎ বৈ তৎ' ন ক্ষরতীতি 'অক্ষরং' হে 'গার্গি' গার্গী নাম কাচিৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ তস্যাঃ সম্বোধনং যৎ 'ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি'। 'অস্থূলং' তৎ স্থূলাদন্যৎ তর্হি অণু ন তৎ 'অনণু' অস্তু তর্হি হ্রস্বং ন 'অহ্রস্বং' এবং তর্হি দীর্ঘং নাপি দীর্ঘং 'অদীর্ঘং' এতৈশ্চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ পরিমাণং প্রতিষিদ্ধম্। অস্তু তর্হি লোহিতগুণবিশিষ্টং ততোঽপ্যন্যৎ 'অলোহিতং' ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনং ন 'অস্নেহং' অস্তু তর্হি ছায়া সর্ব্বথাপ্যনির্দ্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপ্যন্যৎ 'অচ্ছায়ং' অস্তু তর্হি তমঃ 'অতমঃ' ভবতু বায়ুস্তর্হি 'অবায়ুঃ' ভবেত্তর্হি আকাশঃ 'অনাকাশং' ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং 'অসঙ্গং' রসোঽস্তু তর্হি 'অরসং' তথা 'অগন্ধম্' অস্তু তর্হি চক্ষুষ্কং 'অচক্ষুষ্কং' ন হি চক্ষুরস্য করণং বিদ্যতে পশ্যত্যচক্ষুরিতি তথা 'অশ্রোত্রং' স শৃণোত্যকর্ণইতি। ভবতু তর্হি সবাক্ 'অবাক্' তথা 'অমনঃ' 'অতেজস্কম্' অবিদ্যমানং তেজোঽস্য ন হ্যগ্ন্যাদিতেজোবদস্য তদ্বিদ্যতে শারীরিকঃ প্রাণবায়ুঃ প্রতিষিধ্যতে 'অপ্রাণং' ন হ্যস্য মুখমিতি 'অমুখং'। মীয়তে যেন তন্মাত্রং ন তেন কিঞ্চিন্মীয়তে 'অমাত্রম্' ॥ ৪ ॥

হে গার্গি! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক-প্রাণবিহীন, মুখবিহীন, কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না ॥ ৪ ॥

তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু, বায়বীয় পদার্থও নহেন; তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এ সকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড় বস্তু নহেন, সেই রূপ আমারদিগের ন্যায় জড়-শরীর বিশিষ্টও নহেন, তাঁহাতে শারীরিক প্রাণ নাই এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমারদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর-মন-মিলিত কোন জীব নহেন, সুতরাং আমারদিগের ন্যায় তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না; তিনি অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন, তিনি দেহশূন্য মনও নহেন, তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই! তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না, তিনি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন; তিনি নিত্য সত্য বস্তু, তিনি অনন্তস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না। জড় হইতে

যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত-গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান, সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতি-শক্তি আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানি-তেছেন। আমারদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমারদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহার সেই মঙ্গ ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, প্রীতি, তাঁহা হইতে বহমান হইয় জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; তিনি আমারদিগের মানসিক বৃত্তি ন্যায়, দয় স্নেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন; আমারদিগের প্রেম অন প্রেমের কণামাত্র ॥ ৪ ॥

১৮

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ ৫ ॥

যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যমস্ফুটিতং নিয়তং বর্ত্ততে [illegible] এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' অহোরাত্রয়োর্লোকপ্রদীপৌ লোকপ্রয়োজনবিজ্ঞানবতা নির্ম্মিতৌ 'বিধৃতৌ' 'তিষ্ঠতঃ' বর্ত্তেতে ॥ ৫ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃ হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৫ ॥

তাঁহার শাসনে সূর্য্য সৌর জগতের মধ্য-স্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহা অনুবর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকা

করিতেছে, স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছেন। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া শূন্য-পথে বিচরণ করিতেছে এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে॥ ৫॥

১৯

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥ ৬॥

এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' 'বিধৃতে' 'তিষ্ঠতঃ'। এতদ্ধ্যক্ষরং সর্ব্বব্যবস্থাসেতুঃ সর্ব্বমর্যাদাবিধরণম্। অতোনাক্ষরস্য প্রশাসনং দ্যাবাপৃথিব্যাবতিক্রামিতুঃ [illegible]

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে॥ ৬॥

ভূলোক ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্যান্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক, সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমারদের পদতলে যে এই ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক, সকলই সেই মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বধাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণা-মাত্রও তাহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না॥ ৬॥

২০

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তা

অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরাইতি বিধৃতা-স্তিষ্ঠন্তি ॥ ৭ ॥

'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' 'নিমেষাঃ মুহূর্ত্তাঃ অহো-রাত্রাণি অর্দ্ধমাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ সংবৎসরাঃ ইতি' এতে কালাবয়বাঃ 'বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি' ॥ ৭ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৭ ॥

কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটি-তেছে, তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বল্প-মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না ॥ ৭ ॥

২১

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোন্যাঃ ॥ ৮ ॥

তথা 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' 'প্রাচ্যঃ' প্রাগঞ্চনাঃ পূর্ব্বদিগযনাঃ 'নদ্যঃ' 'স্যন্দন্তে' স্রবন্তি 'শ্বেতেভ্যঃ' হিমবদাদিভ্যঃ 'পর্ব্ব-তেভ্যঃ' গিরিভ্যঃ 'প্রতীচ্যঃ' প্রতীচিদিগযনাঃ 'অন্যাঃ' নদ্যঃ স্যন্দন্তে বহুভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ। তাস্তানদ্যোযথা প্রবর্ত্তিতা এবং নিয়তাঃ প্রব-র্ত্তন্তে ॥ ৮ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ব-

বাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত-সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৮ ॥

পরম মঙ্গল্য পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী-সকল তুষারাবৃত উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য জীব জন্তুদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি-বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জল-রাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি ॥ ৮ ॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি ॥ ৯ ॥

'যঃ বৈ' 'এতদক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বা' অবিজ্ঞায় 'অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে' যদ্যপি 'বহূনি বর্ষসহস্রাণি' তথাপি অন্তবৎ এব অস্য' 'তৎ' ফলং 'ভবতি' ॥ ৯ ॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ৯ ॥

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি-ভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফল লাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের

সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও, বা লোক-রঞ্জন বৃথা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মান মর্য্যাদা যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথা-সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছু-মাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত-ফল লাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ৯ ॥

২৩

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥

'যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি' 'সঃ' 'কৃপণঃ' পণক্রীতইব দাসঃ। 'অথ যঃ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি' 'সঃ ব্রাহ্মণঃ' ॥১০॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম

সমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে। যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? পরম প্রীতিভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার স্বাদ-গ্রহেও যিনি সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষায় দীন আর কোন্ ব্যক্তি! তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভার-বাহক পশু-জন্ম। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করেন; তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

২৪

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রে তস্মিন্নু খলূক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ॥ ১১ ॥

'তদ্বা এতদক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অদৃষ্টং' ন কেনচিদ্ দৃষ্টং অবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'দ্রষ্টৃ' তথা 'অশ্রুতং' শ্রোত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'শ্রোতৃ' তথা 'অমতং' মনসোঽবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'মন্তৃ' তথা 'অবিজ্ঞাতং' বুদ্ধেরবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'বিজ্ঞাতৃ'। 'এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে' হে 'গার্গি' 'আকাশঃ' 'ওতঃ চ প্রোতঃ চ' সর্ব্বতোব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হে গার্গি! এই অবিনাশী পুরুষকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি-গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই

জানেন! হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে॥ ১১ ॥

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা তিনি জানিতেছেন; এবং আমরা যাহা না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না; অনন্তস্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষর পুরুষের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই॥ ১১ ॥

২৫

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ১২ ॥

'ভীষা' ভয়েন 'অস্মাৎ' ব্রহ্মণঃ 'বাতঃ পবতে' 'ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ' 'ভীষা অস্মাৎ অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ'। নিয়ন্তুঃ ব্রহ্মণোমহার্হাঃ বাতাদয়ঃ পবনাদিকার্য্যেষু নিরন্তরং প্রবর্ত্তন্তে॥ ১২ ॥

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে॥ ১২ ॥

সেই মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার-সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে॥ ১২ ॥

২৬

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ সর্ব্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজতি' কম্পতে নিয়মেন চেষ্টতে অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতম্। যদেব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহদ্ভয়ং' মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ বিভেত্যস্মাদিতি 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিব বজ্রং। যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনমভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ত্তন্তে তথেদং চন্দ্রাদিত্যগ্রহনক্ষত্রাদিলক্ষণং জগৎ নিয়মেনাবিশ্রান্তং বর্ত্ততে ইত্যুক্তং ভবতি। যে' 'এতৎ' স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষিভূতং একং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' বিজানন্তি 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি' ॥ ১৩ ॥

এই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলেই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি পাপে আসক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসেতু লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ও অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

২৭

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহবাচম্
সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ॥ ১ ॥

'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং' অস্তি বিদ্বদ্বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং কূটস্থমজর
মমৃতমভয়মজং শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্রং তৎসামর্থ্যনিমিত্তমিতি তথা 'মনস
মনঃ' 'যৎ' ব্রহ্ম। 'বাচঃ হ' 'বাচং' বাক্ তথা 'সঃ উ প্রাণস্য প্রাণঃ' তথ
'চক্ষুষঃ চক্ষুঃ' ॥ ১ ॥

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য ; তিনি
প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ॥ ১ ॥

পরমেশ্বর হইতেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আপন
আপন শক্তি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহ
সেই সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিতেছে ; অত
তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ,
চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়
চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন
কিন্তু স্বয়ং মন নহেন। তিনি অপরিমিত-জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি সকলে
কারণ, ও আশ্রয় ॥ ১ ॥

২৮

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নোমনো ন
বিদ্মোন বিজানীমোযথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বি-

দিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে
নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২॥

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি ব্রহ্ম অতঃ 'ন' 'তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি
চক্ষুঃ গচ্ছতি' তথা 'ন বাক্ গচ্ছতি' অভিধেয়ং প্রতি বাগ্গচ্ছতি ব্রহ্ম
চ অনভিধেয়মতোন বাক্ গচ্ছতি 'নো মনঃ' গচ্ছতি। ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং
হ বস্তুনোবিজ্ঞানং তদগোচরত্বাৎ 'ন বিদ্মঃ' তৎ ব্রহ্ম। ইত্যতঃ 'ন
বজানীমঃ' 'যথা' যেন প্রকারেণ 'এতৎ' ব্রহ্ম 'অনুশিষ্যাৎ' উপদিশেৎ
শষ্যায়। 'অন্যৎ' পৃথক্ 'এব' 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'বিদিতাৎ' জ্ঞাতাৎ
স্তুনঃ 'অথো' অপি 'অবিদিতাৎ' অজ্ঞাতাৎ 'অধি' ইত্যুপর্য্যর্থে
মনাৎ, 'ইতি' 'শুশ্রুম' শ্রুতবন্তোবয়ং 'পূর্ব্বেষাং' আচার্য্যাণাং বচনং
যে' আচার্য্যাঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'তৎ' ব্রহ্ম 'ব্যাচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ
স্পষ্টং কথিতবন্তঃ ॥ ২ ॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও
নহেন। আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না ; এবং
জানি না, যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়।
বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল
পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমারদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া
াছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি ॥২॥

। চক্ষুর চক্ষু হইয়াও চক্ষুর অগোচর, বাক্যের বাক্য হইয়াও
অগোচর, মনের মন হইয়াও মনের অগোচর, তাঁহার বিষয়ে
এই মাত্র, যে তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন।
ার নিকটে যত বস্তু বিশেষ-রূপে বিদিত আছে, তিনি তাহার
ন এবং যত পরিমিত স্বল্প বস্তু অবিদিত আছে, তাহারও

তিনি কিছুই নহেন। তিনি বিদিত কি অবিদিত সমুদয় পরিমিত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, আশ্রয়-দাতা ও নির্ব্বাহিতা ও সকলের অন্তর্গত, এবং সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও এই উপদেশ॥ ২॥

২৯

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৩॥

'যৎ' ব্রহ্ম 'বাচা' 'অনভ্যুদিতং' অপ্রকাশিতং 'যেন' ব্রহ্মণা 'বাক্' বিবক্ষিতেঽর্থে 'অভ্যুদ্যতে' প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যতইত্যেতৎ। 'তৎ' এবং ভূমাখ্যং 'ব্রহ্ম' 'বিদ্ধি' বিজানীহি 'ত্বং'। 'ন ইদং' ব্রহ্ম 'যৎ' 'ইদম্' ইন্দ্রিয়মনোগ্রাহ্যং দেশকালপরিচ্ছিন্নং 'উপাসতে'॥ ৩॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে॥ ৩

বাক্য যাঁহা হইতে কহিবার শক্তি পাইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহা অধিষ্ঠানে বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি প্রকাশিত হ না। লোকে এই বলিয়া নির্দ্দেশ করত যে সকল পরিমিত পদার্থে উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন। কেহ কেহ জল বায়ু, অগ্নি শিল পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার উপাসনা করে, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রে উপাসনা করে, কেহ মনঃ-কল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির উপাসন করে, কত লোকে অসামান্য-ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বরাবতা জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে; কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহারদে উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না॥ ৩॥

৩০

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্ম
ং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

'যৎ' মনসোঽবভাসকং ব্রহ্ম 'মনসা' 'ন' 'মনুতে' সঙ্কল্পয়তি 'মনঃ'
ন' ব্রহ্মণা 'মতং' বিষয়ীকৃতং 'আহুঃ' কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। 'তৎ এব'
সামনঃ 'ব্রহ্ম' 'বিদ্ধি' 'ত্বং'। 'ন' 'ইদং' ব্রহ্ম 'যৎ ইদং' পরিচ্ছিন্নং
াসতে' ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন; লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে
নন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন,
াঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদা-
র্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে ॥ ৪ ॥

পরিমিত পদার্থকেই মন মনন করিতে পারে; কিন্তু অনন্ত-জ্ঞান-
রূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে মন কি প্রকারে মনন করিবে? তিনি মনের
ষয় নহেন; সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ মনন করিতে পারে না, কিন্তু
নি সকলকেই মনন করেন! তিনি আমারদিগের সমুদয় ভাব, সমুদয়
ছা, সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষি-স্বরূপ; তাঁহার নিকটে অন্ধকার কুকর্ম্মকে
চ্ছন্ন করিতে পারে না এবং অপবাদও সৎ কর্ম্মকে ম্লান করিতে
রে না ॥ ৪ ॥

৩১

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ
ণোরূপম্॥ ৫ ॥

অহং সুষ্ঠু বেদ ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তিঃ মিথ্যৈব তদেবেহ প্রতিপাদিতং

'যদি' কদাচিৎ 'মন্যসে' 'সুবেদ ইতি' অহং ব্রহ্ম সুষ্ঠু 'বেদেতি 'দভ্রং অল্পং 'এব অপি নূনং' 'ত্বং' 'বেত্থ' জানীসে 'ব্রহ্মণঃ রূপম্' ॥ ৫ ॥

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ ॥ ৫ ॥

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন; কারণ ইহা তাঁহার জানা হয় নাই, যে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানা যায় না। তিনি হয় তো ব্রহ্মকে কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ-তুল্য বোধ করিয়া তৃপ্ত আছেন; কিম্বা তাহা হইতে যদি সূক্ষ্ম বুঝিয়া থাকেন, তবে দেহ-শূন্য পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ করিয়া থাকিবেন। তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই, যে তাঁহার শরীরও নাই, এবং মনও নাই। তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন এবং মন থাকিলেও মনের গ্রাহ্য হইতেন। অনেক লোক এমন আছেন, যে ব্রহ্মের যে শরীর নাই তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যে মন নাই, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেই শুদ্ধ-মুক্ত-অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপে পরিমিত মনের বৃত্তি-সকল আরোপ করেন; তাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহার ক্রোধ আছে, তাঁহার দ্বেষ আছে, তাঁহার স্নেহ আছে, তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম থাকিলে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানা যাইত; সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম এবং তন্মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন। মন যে বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর অতি সূক্ষ্ম বস্তু; ইহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি, যাঁহাতে মনেরও কোন ধর্ম্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে সুন্দর-রূপে জানিতে পারি। এই

ময় জগৎ-কৌশলের কারণ যিনি, তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে, কিন্তু
জ্ঞান কি আমারদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত ? সেই অনন্ত
নকে আমরা আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি ?
নি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন,
রাং প্রতীতি হইতেছে, যে তাঁহার সৃজন ও রক্ষণের শক্তি আছে;
ন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির ন্যায় পরিমিত ? তাঁহার সেই
চন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণা করিতে পারি ? যিনি এই
টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার
ম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক প্রেমের ন্যায় ? সেই সত্য-
র-মঙ্গলস্বরূপের দুরবগাহ্য গম্ভীর প্রেমে কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধি নিবেশ
তে পারে ॥ ৫ ॥

৩২

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ৬ ॥

ন অহং মন্যে সুবেদ' ব্রহ্ম 'ইতি' নৈবং তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্মেত্যু
আহ 'নো ন বেদ ইতি' বেদৈবেতি 'বেদ চ' নো। 'যঃ' কশ্চিৎ 'নঃ'
ষ্যাকং মধ্যে 'তৎ' উক্তং বচনং তত্ত্বতঃ 'বেদ' সঃ 'তৎ' ব্রহ্ম 'বেদ'।
ং পুনস্তদ্বচনমিত্যাহ 'নো ন বেদেতি বেদ চ' ইতি ॥ ৬ ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না।
মি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো
হ। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে
নো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে
নেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন ॥ ৬ ॥

"আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে" অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মের ভাব একেবারে কিছুই জানিতে পারি নাই, এমত নহে; আমি জ্ঞান-প্রসাদে তাঁহার অনাদ্যনন্ত-পূর্ণ-ভাব, তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভা প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয় তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ-জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ-ভাব জানিয়াছেন, তিনি এই বচনের মর্ম্ম সম্যক্-রূপে বুঝিয়াছেন ॥ ৬ ॥

৩৩

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৭ ॥

'যস্য' ব্রহ্মবিদঃ 'অমতং' অবিজ্ঞাতং অবিদিতং ব্রহ্মেতি 'তস্য' মত জ্ঞাতং সম্যক্ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। 'যস্য' পুনঃ 'মতং' জ্ঞাতং বিদিত ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ 'ন' ব্রহ্ম 'বেদ' বিজানাতি 'সঃ'। 'অবিজ্ঞাতং' অম অবিদিতমেব ব্রহ্ম 'বিজানতাং' সম্যক্ বিদিতবতামিত্যেতৎ। 'বিজ্ঞা বিদিতং ব্রহ্ম 'অবিজানতাং' অসম্যগ্দর্শিনাং ॥ ৭ ॥

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি না তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাঁহার এরূপ নি হয় যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আ ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমারদের পরিমিত ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বা বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারিনা, ইহা বুঝিলেই তাঁহার অনাদ্যন

র্ণ-স্বরূপ জানা হইল। যে জ্ঞানবান্ পুরুষ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র
রা সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের পূর্ণ-ভাব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়া-
েন, তিনিই জানেন যে তাঁহার ভাবের অন্ত পাওয়া যায় না ॥ ৭ ॥

৩৪

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী
বনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মা
ল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ৮ ॥

'ইহ' এব 'চেৎ' যদি মনুষ্যঃ 'অবেদীৎ' বিদিতবান্ যথোক্তলক্ষণং
। 'অথ' তদা 'অস্তি' 'সত্যং' পরমার্থতঃ। 'ইহ' জীবন্ 'চেৎ' যদি 'ন'
বেদীৎ' বিদিতবান্ 'মহতী' দীর্ঘা 'বিনষ্টিঃ' বিনশনং। তস্মাদেবং
দোষৌ বিজানন্তঃ 'ভূতেষু ভূতেষু' স্থাবরেষু চরেষু চ একং ব্রহ্ম
ত্মিং' বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ 'প্রেত্য' উপরম্য 'অস্মাৎ
লোকাৎ' অমৃতাঃ ভবন্তি' ॥ ৮ ॥

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না
জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব ধীরেরা
স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি
করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন ॥ ৮ ॥

যদিও আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিমিত পাদর্থের
ন্যায় বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না, তথাপি আমরা বুদ্ধির ভূমি
সহজ জ্ঞান দ্বারা সকল কারণের কারণ ও সকল আধারের মূলাধার এবং
সকল মঙ্গলের নিদান-ভূত বলিয়া তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল-ভাবকে নিঃসংশয়-
রূপ প্রতীতি করিয়া থাকি। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া সেই অনন্ত-
রূপ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সকলের আশ্রয়-রূপে

সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারে এই পৃথিবীতেই থাকিয়া তাঁহাকে জানিতে পরিলে জন্ম সার্থক হয়। তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমারদিগের জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমারদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমারদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। জগৎ-কৌশল দেখিয়া কৌশল-কর্ত্তার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শুভোদ্দেশ্য নিয়ম-সকল দেখিয়া নিয়ন্তার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইতেছি, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া আত্মাকে উন্নত করিতেছি এবং আমারদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতেছি। তাঁহাকে যদি এখানে থাকিয়া না জানিলাম ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমারদের কি হইল। কতকগুলিন স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, কি বিপুল যশো-মান লাভ করিয়া, অথবা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিয়া কি মনুষ্যের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে? ভঙ্গুর মৃণ্ময় পদার্থে বা দোষ-গুণ-বিশিষ্ট অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া—তাঁহার সহবাসজনিত নিত্য ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর কোন মলিন সুখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্য-লোক হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানকে উদ্দীপন করিবেক এবং আত্ম-প্রত্যয়কে পোষণ করিবেক। স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল; তাহারা তাঁহারই মঙ্গল-ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। কি জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, কি চিকিৎসা-বিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি আত্মতত্ত্ব, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিদ্যাই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের উপদেশ দিতেছে। এই সমুদায় বিদ্যা হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পরিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ

করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে অমর হইবেক ॥ ৮ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

৩৫

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥ ১ ॥

ঈষ্টে ইতি ঈট্ তেন 'ঈশা' পরমেশ্বরেণ 'আবাস্যং' আচ্ছাদনীয়ং 'ইদং সর্ব্বং' 'যৎ কিঞ্চ' যৎ কিঞ্চিৎ 'জগত্যাং' ব্রহ্মাণ্ডে 'জগৎ' [illegible] সম্বং। 'তেন ত্যক্তেন' পাপৈষণাত্যাগেন 'ভুঞ্জীথাঃ' পরমাত্মানং [illegible] [illegible] গ্রহণাকাঙ্ক্ষাং মা কার্যীঃ ত্বং 'ধনং' 'কস্যস্বিৎ' কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না ॥ ১ ॥

যেমন পক্ষিরা আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিবিধ বিঘ্ন হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদায় জগৎ আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। তিনি জগতের রাজাধিরাজ, তিনি আমারদের পিতা, পাতা ও বন্ধু, তাঁহার শাসন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে,

তাঁহার প্রেম সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; পাপ-চিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেমাস্পদকে লাভ কর এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। যেমন শরীরের বিকার রোগ; তদ্রূপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না, তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে ব্রহ্মানন্দ উপভোগেরও ইচ্ছা হয় না; অতএব পাপ-চিন্তা পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধী ও অসৎ পুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না এবং আপনার প্রতি তাঁহার প্রেমও উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার শাসনেই সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্রূপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘন করিয়া, উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা ম্লানই থাকে; তাঁহার শান্ত-স্বরূপ, তাঁহার পবিত্র-স্বরূপ তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ, অনুভব করিয়া স্বীয় চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ ও অপবিত্র চিত্তকে কি প্রকারে তাঁহার প্রেম-রসে আর্দ্র করিবে! অতএব যাঁহার ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তিনি বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিবেন; তিনি সর্ব্বতোভাবে পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবেন—তিনি অন্যের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিবেন না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবেন না, অন্যের ধনে লোভ করিবেন না॥ ১॥

৩৬

অনেজদেকং মনসোজবীয়োনৈনদ্দেবাআপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি॥ ২॥

'অনেজৎ' ন এজৎ এজৃ কম্পনে কম্পনং চলনং স্থিরত্বপ্রচ্যুতি[illegible] তদ্বিবর্জ্জিতং। 'একং' প্রজ্ঞানঘনং 'মনসঃ' 'জবীয়ঃ' জববত্তরং মনসা তদপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ। দ্যোতনাৎ 'দেবাঃ' চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি 'এনৎ' এতৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বস্থং 'ন' 'আপ্নুবন্' প্রাপ্তবন্তঃ 'পূর্ব্ব

অসৎ' পূর্ব্বমেব গতং জবনাৎ মনসোঽপি। 'তৎ' ব্রহ্ম 'ধাবতঃ' দ্রুতং গচ্ছতঃ 'অন্যান্' মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন্ 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতীব 'তিষ্ঠৎ' স্বয়মবিক্রিয়মেব সৎ। 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি সতি 'মাতরিশ্বা' মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ 'অপঃ' কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি 'দধাতি' বিভজতীত্যর্থঃ। সর্ব্বাহি বিক্রিয়া সর্ব্বাস্পদভূতে নিত্যে ব্রহ্মণি সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পরব্রহ্ম এক-মাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতে বেগ-ন্; ইন্দ্রিয়-সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় কলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে য়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে ॥ ২ ॥

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নাম চলা। সেই এক-মাত্র পর-ম সর্ব্বত্র-সমান-রূপে ও পূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান আছেন, এমত স্থান নাই খানে তিনি নাই, সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনের াবনা নাই; অতএব তিনি অচল তিনি চলেন না। তিনি অচল য়াও মন হইতে বেগবান্ হয়েন; মন তাঁহাকে ধরিতে পারে না। ন্দ্রিয়-সকলও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। দ্রুতগামী মন ও ন্দ্রিয়-সকল তাঁহাকে ধরিবার জন্য যত চেষ্টা করে, তিনি স্থির থাকি-ও যেন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বায়ু প্রাণি-গের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে। বায়ুর অভাবে অতি অল্প ল মধ্যেই শরীর বিকল হইয়া পড়ে; কিন্তু বায়ু যাঁহা হইতে এই ক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি, বর্ত্তমান না থাকিলে সে আর কাহা তে শক্তি পাইয়া তদ্দ্বারা প্রাণিগণের শরীর রক্ষা করিতে পারিত; তএব উক্ত হইয়াছে, যে "তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের হ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে" ॥ ২ ॥

৩৭

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৩ ॥

'তৎ' ব্রহ্ম যৎ প্রকৃতম 'এজতি' চলতি 'তৎ' এব চ 'ন এজতি' নৈব চলতি অচলমেব সৎ চলতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তৎ দূরে' 'তৎ অন্তিকে' সমীপেঽত্যন্তমেব। ন কেবলমন্তিকে 'তৎ' 'অন্তঃ' অভ্যন্তরে 'অস্য সর্ব্বস্য' জগতঃ। 'তৎ' 'উ' অপি 'সর্ব্বস্য অস্য বাহ্যতঃ' ব্যাপকত্বাৎ আকাশবৎ ॥ ৩ ॥

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন ॥ ৩ ॥

লোকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে, তিনি সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; অতএব উক্ত হইয়াছে, "তিনি চলেন" অর্থাৎ তাঁহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি জড়ের ন্যায় অচল নহেন, তিনি মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট নহেন—তিনি অমৃত, তিনি প্রাণ-স্বরূপ, তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; তিনি মুক্তস্বভাব, মহানাত্মা। কি লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলে, তদ্রূপ তিনি চলে না; কারণ তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণ-রূপে বিদ্যমান আছেন—তিনি অপরি বর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য সনাতন। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, সেখানেও তি আছেন। তিনি কেবল দূরেতে নাই, তিনি আমারদিগের নিকটে আছেন, এত নিকটে যে আমারদের অন্তরে আছেন এবং যেম আমারদিগের সকলের অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন। যেমন কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া তথা হইতে আপনার রাজ্য

শাসন করেন; তদ্রূপ তিনি পরিমিত কোন এক-স্থান-স্থায়ী নহেন। ন একই সময়ে সর্ব্ব-স্থানে সমান-রূপে স্থায়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে নন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

৩৮

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৪ ॥

[illegible] তু' মুমুক্ষুঃ 'সর্ব্বাণি ভূতানি' পরমে 'আত্মনি' [illegible] 'এব অনুপ[illegible] চ' 'সর্ব্বভূতেষু চ' পরমম্ 'আত্মানং' নি[illegible] পশ্যতি। [illegible] 'ততঃ' [illegible] এব দর্শনাৎ 'ন বিজুগুপ্সতে' জুগুপ্সাং ঘৃণা[illegible] [illegible]তি ॥ ৪ ॥

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং ল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর হাকেও অবজ্ঞা করেন না ॥ ৪ ॥

পরমাত্মাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে; তিনি যাবতীয় বস্তুর শ্রয়-স্বরূপ, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ন পরমাত্মাকে সকলের আশ্রয়-স্বরূপ জানেন এবং সর্ব্ব-ভূতেতে হাকে বিদ্যমান দেখেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। ন দেখেন, যে আমরা সকলেই সেই অমৃত পুরুষের পুত্র; কেহই নিয়ন্তা বিশ্ব-পাতার অবজ্ঞেয় ও ত্যাজ্য নহে; অতএব তিনি কাহা- অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন না। উত্তমাধম গুণানুসারে যাহার প্রতি কার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাই তিনি করেন ॥ ৪ ॥

৩৯

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছা-
শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৫ ॥

'সঃ' পরমাত্মা 'পর্য্যগাৎ' পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশ-
ব্যাপীত্যর্থঃ 'শুক্রং' শুক্রঃ শুদ্ধঃ 'অকায়ম্' অকায়ঃ অশরীরঃ 'অব্রণং'
অব্রণঃ অক্ষতঃ 'অস্নাবিরম্' অস্নাবিরঃ স্নাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে তাঃ
'শুদ্ধং' শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ 'অপাপবিদ্ধম্' অপাপবিদ্ধঃ। 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী
সর্ব্বদৃক্ 'মনীষী' মনসঈষিতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরইত্যর্থঃ 'পরিভূঃ' সর্ব্বেষাম্
উপরি ভবতীতি। স্বয়মেব ভবতীতি 'স্বয়ম্ভূঃ'। সঃ নিত্যমুক্তঈশ্বরঃ
যথাতথাভাবোযাথাতথ্যং ততঃ 'যাথাতথ্যতঃ' যথাভূতকর্ম্মসাধন-
'অর্থান্' ফলানীত্যর্থঃ 'ব্যদধাৎ' বিহিতবান্ যথানুরূপং ব্যভজৎ ইত্যর্থঃ
'শাশ্বতীভ্যঃ' নিত্যাভ্যঃ 'সমাভ্যঃ' সংবৎসরাখ্যোভ্যঃ প্রজাভ্যঃ প্র-
পতিভ্যইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত,
শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি
সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে
যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানেতেই আছেন; তিনি নি-
তিনি নিষ্কলঙ্ক, তিনি নির্লিপ্ত, কোন কলঙ্ক কি গ্লানি তাঁহাকে স্প-
করিতে পারে না। তিনি নিরবয়ব, তাঁহার কোন অবয়ব নাই; সুত-
তিনি শিরারহিত, তাঁহার শিরা নাই; এবং ব্রণ ও ক্ষতরহিত, তাঁ-
শারীরিক কোন পীড়া বা যন্ত্রণা নাই। তিনি যেমন শরীরবিহী-
তদ্রূপ মনোবিহীন; সুতরাং মনঃপীড়া যে পাপ ও শোচনা, তা-
তাঁহায় নাই। আমরা যেমন রোগে আতুর, শোকে ব্যাকুল, প-
তাপিত, তদ্রূপ তিনি নহেন; তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই,

নাই; তিনি অব্রণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপ-বিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি কবি। কি সৌর জগতের পরিপাটি শৃঙ্খলা, কি সুধাকর পূর্ণ চন্দ্রের রমণীয় শোভা; কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম-রূপ রত্নের অপূর্ব্ব মনোরম ভাব; সকলই তাঁহার সুনিপুণ আশ্চর্য্য রচনা। তিনি মনীষী, তিনি মনের নিয়ন্তা। এই মনের নিয়ন্তা পরম পুরুষ, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তু-দিগের মনে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু অবিভাগে সেই সমুদায় নিয়ম স্থাপনের এই একই উদ্দেশ্য যে তাহারা সকলে সুখে থাকে। বিশেষতঃ তিনি মনুষ্যের মনকে এমত আশ্চর্য্য নিয়-মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির সহিত তাহার আত্মার উন্নতি হইতে পারে। মনুষ্যের আত্মা তাঁহার অতি যত্নের ধন; তিনি অতি নিপুণ-রূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। যাহাতে সে মোহ-তরঙ্গ হইতে—দুঃখ শোক হইতে—পাপ তাপ হইতে—মৃত্যু-মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান, ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, এমত ধর্ম্মনিয়ম-সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং দণ্ড পুরস্কার নিয়ত বিধান করিতেছেন। তিনি পরিভূ, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি স্বপ্রকাশ; যাবতীয় জন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি জন্ম রহিত, অনাদি, তিনি কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই এবং প্রকাশিত হন নাই; তিনি চির কালই স্বয়ং প্রকাশবান্ আছেন। তিনি সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। যে সকল কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা; মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর; পশু, পক্ষী, মনুষ্য; অনন্ত কোটি অদৃশ্য সুক্ষ্ম জীব দ্বারা জল, স্থল, আকাশ, বিবর গহ্বর, পরিপূর্ণ; তিনি সেই সকলকেই তাহার-দিগের স্বীয় স্বীয় অভিলষিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রী যথা-উপযুক্ত-রূপে অতি ন্যায্য-রূপে চির কাল বিধান করিতেছেন, তাহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

৪০

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ॥১॥

'তপসা' মনসএকাগ্রতয়া 'ব্রহ্ম' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব। 'ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি' 'পরং' ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের জ্ঞান-লাভার্থে অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলোচনা করিবেক; এবং শান্ত সমাহিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব প্রতীতি করিবেক; তবেই তাঁহাকে লাভ করিয়া তোমরা আপ্তকাম হইবে। পরব্রহ্ম অন্তর বাহিরে সর্ব্বত্র সমান-রূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। এ লোক হইতে লোকান্তরে যতই তাঁহাকে জানিতে পারি, ততই উৎকৃষ্টতর পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হই ॥ ১ ॥

৪১

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ ২ ॥

'সত্যং' ব্রহ্ম 'জ্ঞানং' ব্রহ্ম 'অনন্তং' ব্রহ্ম 'যঃ' 'বেদ' বিজানাতি 'নিহিতং' স্থিতং 'পরমে' 'ব্যোমন্' ব্যোম্নি দেহাকাশে 'গুহায়াং' আত্মনি। 'সঃ' এবং ব্রহ্ম বিজানন্ 'অশ্নুতে' ভুংক্তে 'সর্ব্বান্' 'কামান্' ভোগান্ 'ব্রহ্মণা' 'বিপশ্চিতা' মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন 'সহ'॥ ২॥

যিনি সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন॥ ২॥

পরমেশ্বর মূল সত্য, তাঁহা হইতে আর সকল সত্তা নিঃসৃত হইয়া তাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করিতেছে। তিনি আদি সত্য, অনাদি সত্য; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি জ্ঞান-পদার্থ। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু সে সকল জড় পদার্থ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং অন্যকে জানেন, এ হেতু তাঁহারা জ্ঞান-পদার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অপরিমেয় স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার পরিমিত ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। পরিমিত জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে এবং ভ্রম, প্রমাদ মোহ আছে, কিন্তু ভূমা পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞান নাই—তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ।

তিনি অনন্ত-স্বরূপ; তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, মঙ্গল-ভাবে অনন্ত,—দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত।

যিনি এই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রতীতি করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার

সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ দেন ; তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমু-দয় বিষয় উপভোগ করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার দৃষ্টিতে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলের মঙ্গল সঙ্কল্প করেন ; তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি ও ইচ্ছার অনুকরণ করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা এবং তাহাই তাঁহার কার্য্য। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার কামনাও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন, এবং আপ্তকাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

৫২

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিবো তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বি ভাতি ॥ ৩ ॥

'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' 'যস্য' 'এষঃ' প্রসিদ্ধঃ 'মহিমা' 'ভুবি' লো[illegible] 'দিবো' দ্যুলোকে। কোঽসৌ মহিমা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য প্রশাসনে [illegible] তমস্তি। তথার্ত্তবোঽয়নেঽব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি। তথা ক[illegible] কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে। 'তৎ' [illegible] 'বিজ্ঞানেন' বিশিষ্টেন জ্ঞানেন 'পরিপশ্যন্তি, সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্[illegible] উপলভন্তে 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'আনন্দরূপং' সুখস্বরূপং 'অমৃতং' 'য[illegible]' 'বিভাতি' বিশেষেণ অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বত্রৈব ভাতি ॥ ৩ ॥

যিনি সামান্য-রূপে ও বিশেষ-রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দ-রূপ,

তরূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞান দ্বারা ধীরেরা কাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ। তিনি সমুদায়ের বাস্তবিক স্বরূপ এবং র্থ তত্ত্ব জানিতেছেন, এবং আমরাও যে পদার্থকে যে রূপ প্রত্যক্ষ তেছি, তাহাও তিনি জানিতেছেন। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্র ক, এখানে এই আশ্চর্য্য ভূলোক; এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে তাঁহা- এই মহিমা। তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ-রূপে, অমৃত-রূপে, প্রকাশ তেছেন। ধীরেরা তাঁহাকে সমুদ্রের তরঙ্গে, নদীর লহরীতে, সূর্য্যের শে, চন্দ্রের সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, পতিব্রতা সতীর পবিত্র ম, অন্তর্ব্বাহ্যে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

৪৩

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
চ্ছ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৪॥

'হিরণ্ময়ে' জ্যোতির্ম্ময়ে বিজ্ঞানপ্রকাশে আত্মনি 'পরে' পরম্ অভ্য- াৎ তস্মিন্ 'কোষে' কোষইব অসেঃ ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানত্বাৎ তস্মিন্ জং' অবিদ্যাদ্যশেষরজোমলবর্জ্জিতং 'ব্রহ্ম' সর্ব্বমহত্ত্বাৎ 'নিষ্কলং' তাঃ কলাঃ যস্মাৎ তৎ নিরবয়বমিত্যর্থঃ। 'তৎ' 'শুভ্রং' শুদ্ধং াতিষাং' সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাং আদিত্যাদীনামপি 'জ্যোতিঃ' অবভা- ।। 'তৎ' হি পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম 'আত্মবিদঃ' আত্মানং নির্বিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুঃ জানন্তি তে 'তৎ' ং' জানন্তি ॥ ৪ ॥

হারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্ম-রূপ

উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতি
জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত মনুষ্যের যে আ
তাহাতে তিনি সুন্দর প্রকাশিত হয়েন ; এ নিমিত্তে আমারদের আ
পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ। তিনি নির্ম্মল ও শুভ্র। তিনি জ্যো
জ্যোতি, তিনি আত্মার জ্যোতি, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি পরব্রহ্ম।
জ্যোতির রূপও নাই এবং অবয়বও নাই। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা জ্ঞান-চ
দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সেই সত্যের জ্যোতি উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

৫৮

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যু
ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি স
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৫ ॥

'ন' 'তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি 'সূর্য্যঃ' 'ভাতি' ত
ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। 'ন চন্দ্রতারকং' 'ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি' 'কু
অগ্নিঃ'। অস্মদ্গোচরঃ যদিদং জগৎ ভাতি তৎ 'সর্ব্বং' 'তম্ এব'
শ্বরং 'ভান্তং' দীপ্যমানং 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে। 'তস্য' 'ভাসা' দী
'সর্ব্বম্ ইদং' সূর্য্যাদি জগৎ 'বিভাতি' ॥ ৫ ॥

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তার
তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ-সক
তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; তবে এই অগ্নি তাঁহা
কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যম

কীর্ত্তন।

(দয়াল বলনা ওরে রসনা—সুর।

দিন বয়ে গেল, দয়াল বল।
আর হেলায় জীবন হারা'ওনা (মহামোহে ভুলে)
জীবন আজ আছে রে, কাল রবে না।
তাঁরে এই বেলা কেন ডাক না ? (প্রাণ মনখুলে,
দয়াল পিতা বলে)।
মিছে বদ্ধ হয়ে মোহ-জালে।
ভুলে থেকনা সেই দীন-দয়ালে (বিষয় রসে মজে)
তোমার আপনার কেউ নাইকো হেথা।
তিনিই চিরদিন পিতা মাতা (ইহ পরকালে)।
তিনি প্রাণের প্রাণ হৃদয়-ধন।
তাঁরে হৃদে রাখ ক'রে যতন (কভু ছেড়নাক)।

উপাসনার সঙ্গীত।

কীর্ত্তন—লোফা।

এই তো জীবন ভাই,
জীবন কথন আছে, কথন নাই।
যেমন পদ্মপত্রের জল—জল সদাই চঞ্চল,
তেমনি কথন আছে কথন নাই।
(এই মানব জীবন)
কর দিবানিশি ব্রহ্মনাম সাধন,
(বৃথা মায়ায় ভুলে থেকে
নামে পাইবে অমূল্য জীবন

বিশ্বাস আলোক এবে কর হে উজ্জ্বল, দাও বল,
চরম সম্বল ;
খোল পরলোকদ্বার, দেখি দেখি হে একবার,
নিত্যানন্দ লীলাধাম, অমর আলয় ।
কে আমি, কোথায়, এবে গেল অহংজ্ঞান, অভিমান,
জাতিকুল নামধাম ;
চিদাকাশে চিদাভাস, মহাযোগে করে বাস,
বিন্দু যথা সিন্ধুনীরে নিমগন হয় ।

টোরী ভৈরবী—কাওয়ালী ।

তুমি কি গো পিতা আমাদের ।
ঐ যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের ।
ঐ যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ তলে ফুটে ফুল প্রভাতের ।
ঐ যে স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ;
হৃদয়ের ফুলগুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি প্রসাদ সলিল দিয়া ।

জয়জয়ন্তী—একতালা ।

জীবনে মরণে, ইহ পরকালে,
যখন যে ভাবে রাখ হে আমায়,
অটল হৃদয়ে, প্রাণ সমর্পিয়ে,
পড়ে থাকি যেন নাথ, তব পায় ।
কাঁদিব কার কাছে, কেবা আর আছে,
কালস্রোতে সব ভাসে বিশ্বপ্রায় ;
রোগ, শোক, দুখে, থাক হে সম্মুখে,
যা হয় তাই কর তোমার ইচ্ছায় ॥

মেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাই-
হ; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতে প্রকাশিত হই-
হ॥ ৫ ॥

র্য্য চন্দ্রের আলোকে পরমাত্মা প্রকাশিত হন না; আমাদের আত্মার
তেতে, অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি প্রকাশিত হয়েন। সমস্ত জগৎ সেই
ান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাই
তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইলে এ সকলই বিনষ্ট হয়॥ ৫ ॥

৪৫

াণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্
 নাতিবাদী। আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
হ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৬ ॥

ঃ হি' 'এষঃ' পরমেশ্বরঃ 'যঃ' 'সর্ব্বভূতৈঃ' সর্ব্বভূতস্থঃ 'বিভাতি'।
ানন্' বিদ্বান্ 'অতিবাদী' পরব্রহ্ম অতীত্য বদিতুং শীলমস্যেতি
ত' ভবতি। যএবং প্রাণস্য প্রাণং সাক্ষাৎ বেদ সোঽতিবাদী ন
ঃ। কিন্তু পরমাত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য সঃ 'আত্মক্রীড়ঃ'
াব রতিঃ রমণং যস্য সঃ 'আত্মরতিঃ' শুভক্রিয়া বিদ্যতে যস্য
াবান্'। যঃ এবং লক্ষণোঽনতিবাদ্যাত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়া-
নিষ্ঠঃ সঃ 'এষঃ' 'ব্রহ্মবিদাং' সর্ব্বেষাং 'বরিষ্ঠঃ' প্রধানঃ॥ ৬॥

ন প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্ব ভূতে প্রকাশ পাইতে-
জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা
না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে
রেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রাহ্মোপাসক-
মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ৬ ॥

সর্ব্ব-স্রষ্টা সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কি
থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। কি সচল চন্দ্র সূর্য্য, কি স
বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ-রূপে, সকলের আ
রূপে, সকলের প্রাণ-রূপে, সর্ব্ব ভূতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম
ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি সেই প্রিয় সু
দের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া সদাই আনন্দিত থাকেন। কেবল তাঁহারি ক
কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহার প্রসঙ্গ করি
তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে; অনন্যমনা হইয়া তাঁহার স্বরূপ-চি
করিতে যেমন তাঁহার আমোদ উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই
না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তি
পরম পূজনীয়; তাঁহারি আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন আর কি
কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হই
জন্য সততই যত্ন করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্র
পায় এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়; তাহার আ
লন করেন, তাহাই শিক্ষা করেন এবং তাহারই উপদেশ দেন; তি
তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁ
সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তাঁহাতেই তাঁহার নিত্য আমোদ; অতএব
হইয়াছে, ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ ক
কিন্তু ইহাঁরদের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে প্রী
করিয়া ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষান্ত থাকেন না;
তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ক
প্রবৃত্ত থাকেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। আমারদিগের মধ্যে তাঁ
প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত
করিতে যাঁহার যত যত্ন হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক এবং
তাঁহার মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদের কার্য্য
আমারদের লক্ষ্য ॥ ৬ ॥

৪৬

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং ভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ ৭॥

'বৃহৎ চ' মহৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'দিব্যং' স্বয়ম্প্রভং [illegible] সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামগোচরত্বাৎ 'সূক্ষ্মাৎ চ' মনসোপি 'তৎ [illegible] বিভাতি'। কিঞ্চ 'দূরাৎ সুদূরে' বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তাগম্যত্বাৎ [illegible] 'ইহ' 'অন্তিকে চ' সমীপে চ 'পশ্যৎসু' চেতনাবৎসু 'ইহ এব' [illegible] স্থিতং 'গুহায়াং' আত্মনি॥ ৭॥

তিনি মহৎ, প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য-স্বরূপ, এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান; তিনি এ খানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবীদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন॥ ৭॥

তিনিই বৃহৎ এবং তিনিই মহৎ; তাঁহার নিকটে আর কিছুই বৃহৎ আর কেহই মহৎ নহে; সেই দীপ্যমান পরমেশ্বর সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও তিনি দূরে আছেন এবং এই অতি নিকটেও আছেন; আমারদিগের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে তিনি স্থিতি করিতেছেন। তিনি সাক্ষি-স্বরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন॥ ৭॥

৪৭

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা

ঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম

দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ ১ ॥

'তম্' 'ঈশ্বরাণাং' প্রভূনাং 'পরমং মহেশ্বরং' 'তং' 'দেবতানাং' দেবা[illegible] [illegible]নাং 'পরমং চ দৈবতং' 'পতিং' 'পতীনাং' প্রজাপতীনাং 'পরস্তাৎ' [illegible] 'বিদাম' 'দেবং' দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরং 'ভুবনেশং' ভুবনানামীশং 'ঈড্যং' স্তুত্যং ॥ ১ ॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি ম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি ; সেই পরাৎপর, প্রকা- ন্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই ॥ ১ ॥

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর। তাঁহার র্য্যের সীমা নাই। জগতে যাহার যত ঐশ্বর্য্য আছে, সকলই তাঁহার র্য্য ; যত ঐশ্বর্য্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু ; সকলের তিনি শ্বর। তিনি এই পৃথিবীর রাজ্যেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর এবং এই লাক অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ-লোক-নিবাসী দেবতাদিগেরও অধী- জগতের যে ভাগে যে লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে যত উৎকৃষ্টতর জীব আছে, তাঁহারা সকলে দেব শব্দের বাচ্য ; সকল দেবতাদিগেরও তিনি পরম দেবতা, পরম পূজনীয়, এবং য়। তিনি সকল প্রতিপালকদিগের প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠ ত শ্রেষ্ঠ ; তাঁহার পর আর কেহ নাই। তিনি আমারদিগের সেব- তিনি আমারদিগের স্তবনীয়, তিনি আমারদিগের অতি শ্রদ্ধেয় পূজনীয় হয়েন ॥ ১ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধি

কশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভ
বিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ২ ॥

'ন তস্য' 'কার্য্যং' শরীরং 'করণঞ্চ' চক্ষুরাদি 'বিদ্যতে' 'ন' 'তৎস-
তেন সমঃ 'চ' ন ততঃ 'অভ্যধিকঃ' 'চ' 'দৃশ্যতে'। 'পরা অস্য শক্তি
'বিবিধা' বিচিত্রা 'এব শ্রূয়তে' অস্য জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া চ 'জ্ঞান-
ক্রিয়া চ' 'স্বাভাবিকী' ॥ ২ ॥

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহা
সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না; ইহাঁ
বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া
বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ॥ ২ ॥

শরীর এক যন্ত্র বিশেষ, এক কার্য্য বিশেষ; পরমেশ্বরের শরীর-র
যন্ত্র নাই; তিনি কোন শরীর-রূপ যন্ত্রের অধীন নহেন, তিনি কাহার
কার্য্যও নহেন। তাঁহারি কার্য্য সমুদায়, তিনি এক-মাত্র-কারণ-স্বরূ
তাঁহার শরীর নাই ও তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি সকল দেখিতে
ছেন এবং জানিতেছেন। তিনি এক মাত্র সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহ
কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই। তিনি এই সকলে
স্রষ্টা, আর সকল বস্তুই সৃষ্ট। তিনি এই বিশ্ব-রূপ মহারাজ্যের রা
আর সকলে তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদিগের পরম পিতা, আম
সকলে তাঁহার সন্তান। তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার আজ্ঞ
ধীন ভৃত্য। সকলি তাঁহার নিয়মাধীন; তাঁহার নিয়মানুসারে উৎ
হইতেছে এবং তাঁহারি নিয়মানুসারে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ড
পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বেত্তা, কি ভূগর্ভানুসন্ধানকারী ভূ-তত্ত্ব-বেত্ত
কি শারীরিক-নিয়ম-নিরূপক শারীর-বিধান-বেত্তা, কি ভৌতিক-পদার্
তত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধা

ত্মদর্শী সুধীগণ, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন করিচ্ছেন। তাঁহারদের সকলের নিকট হইতেই সর্ব্বত্র তাঁহার মহীয়সী ক্তির বিস্তারিত বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়।

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির ক্ত পরম্পরা ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া রূপ নহে। আমরা যেমন শরীরের মাংসপেশী দ্বারা বল প্রকাশ ই, তাঁহার বল-ক্রিয়া সেরূপ নহে। তিনি স্বভাবতঃ আপনারই ভাবে সমুদায় জানিতেছেন, এবং কেবল আপনার এক ইচ্ছার বলে য় মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিতেছেন। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্তে ন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না এবং স্বীয় ক্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তাঁহার অন্য কোন উপকরণও আবশ্যক য় না। তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহা তে জ্ঞান-বিশিষ্ট এই অসঙ্খ্য জীব-সকল উৎপন্ন হইয়াছে, কি শ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞান, এবং যাঁহা হইতে এই বস্তু-সকল সৃষ্ট হইয়া র স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি মহতী তাঁহার শক্তি॥ ২॥

৫০

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ স্য লিঙ্গম্। সকারণং করণাধিপাধিপোন চাস্য কশ্চি জ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ৩॥

'ন তস্য কশ্চিৎ পতিঃ অস্তি লোকে' অতএব 'নচ' তস্য 'ঈশিতা' যস্মা 'ন এব চ তস্য লিঙ্গং' যদ্দৃশ্যতে। 'সঃ' সর্ব্বস্য 'কারণং' 'করণাধিধিপঃ' করণানামধিপোমনঃ তস্যাধিপঃ পরমেশ্বরঃ 'ন চ অস্য কশ্চিৎ' নিতা' জনয়িতা 'ন চ অধিপঃ'॥ ৩॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এব
তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনে
অধিপতি; ইহাঁর কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই ॥ ৩

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম-রহিত, মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

৫১

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদ
সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এত
দমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥

'এষঃ' 'দেবঃ' দ্যোতনাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ। 'বিশ্বং' জগৎ ক্রিয়তে
যেনেতি 'বিশ্বকর্ম্মা' সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা আত্মেতি 'মহাত্মা' সদা সর্ব্বদা 'জনা
হৃদয়ে' 'সংনিবিষ্টঃ' সম্যক্ স্থিতঃ। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া 'মনীষা' মনস
...পাদিরূপসা ঈষ্টে নিয়ন্ত্রেনেতি মনীট্ তয়া বিকল্পবর্জ্জিতয়া
মনঃসঙ্কল্পেন সম্যগ্দর্শনেন 'অভিক্লৃপ্তঃ' জ্ঞাতুং শক্যত ইত্যেতৎ।
'এতৎ' ব্রহ্ম 'বিদুঃ' জানন্তি 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি' ॥ ৪

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদিগে
হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্-রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদ
সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহা
ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ৪ ॥

এই পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন, অ
এব ইনি বিশ্বকর্ম্মা। ইনি মহাত্মা, ইনি জীবাত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন
ইনি সকল লোকের হৃদয়ে প্রাণের প্রাণ-রূপে সদাই স্থিতি করিতেছেন
ইনি সংশয়-রহিত নির্ম্মল জ্ঞানে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁ

নুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহারা ইহাঁর সহবাস-জনিত ভূমা-ন্দ নিত্য কাল উপভোগ করেন ॥ ৪ ॥

৫২

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥ ৫ ॥

[illegible] দর্শনমস্যেতি দুর্দর্শং অতিসূক্ষ্মত্বাৎ [illegible] প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ 'গুহা [illegible] গহ্বরে স্থানে বিষমে অনেকান [illegible] 'পুরাণং' পুরাতনম্। 'অধ্যাত্মযোগাধি [illegible] আত্মনঃ পরমাত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্ম [illegible] 'মত্বা' 'দেবং' জ্যোতনাত্মকং 'ধীরঃ' হর্ষশোকৌ [illegible]

তিনি দুর্জ্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং নিত্য হয়েন ; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্ম-যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

তিনি দুর্জ্জ্ঞেয়, বিষয়-মোহে হত-চেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না ; তিনি দর্শন-শাস্ত্রই পড়ুন, আর তর্ক-শাস্ত্রই পড়ুন, তাঁহার মনের সংশয়চ্ছেদ কখনই হয় না, তাঁহার জ্ঞান কদাপি হয় না। সত্যের সত্য তাঁহার নিকটে ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতে

থাকে। কাষ্ঠেতে যেমন গূঢ়-রূপে অগ্নি আছে, সেই রূপ তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন; বিশুদ্ধ-সত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নির্ম্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধ-দারু-নিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, তিনি আমারদের আত্মাতে সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশেতেও ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তিনি পর্ব্বতের গুহা-গহ্বরে, তিনি হিমবৎ কৈলাস-শিখরে তিনি বিস্তীর্ণ দাবানলে, তিনি ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গে, তিনি নির্জ্জন, দুর্গম, সঙ্কট স্থানে স্থিতি করেন এবং নিত্য হয়েন। তিনি আমারদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমারদের পুরাতন পিতামহ। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা সেই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম যোগ কহে। অধ্যাত্ম যোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়; তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি-উপহার দিয়া আনন্দ-সাগরে লীন হয় এবং বিষয়-কামনা-জনিত হর্ষ-শোক হইতে মুক্ত হয়। যতই তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যতই তাঁহার জ্ঞানের সহিত আমার জ্ঞানের যোগ হয়, যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়; ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়, এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয়, ॥ ৫ ॥

৬

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনোবিদুঃ। তে নিচিক্যু র্ব্রহ্মপুরাণমগ্র্যম্॥ ৬

'প্রাণস্য প্রাণম্' 'উত' তথা 'চক্ষুষঃ চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং' মনসঃ' 'মনঃ' 'যে' 'বিদুঃ' জানন্তি 'তে' 'নিচিক্যুঃ' নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্তঃ ব্রহ্ম' 'পুরাণং' চিরন্তনম্ 'অগ্র্যং' শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৬ ।

তাঁহারা নিশ্চয় রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥

যাঁহারা ইহাঁকে সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা ইহাঁকে নিশ্চয় রূপে জানেন ॥ ৬ ॥

২২

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ৭ ॥

'একধা এব' একেনৈব প্রকারেণ বিজ্ঞানঘনৈকরসপ্রকারেণ আকাশ... [illegible] 'অনুদ্রষ্টব্যম্' 'এতৎ' ব্রহ্ম। অনেন হি অন্যৎ প্রমীয়... [illegible] 'অপ্রমেয়ং' 'ধ্রুবং' নিত্যং কূটস্থম্। 'বিরজঃ' বিগতরজঃ অধর্ম্মাদি [illegible] 'পরঃ' সূক্ষ্মঃ 'আকাশাৎ' অপি। 'অজঃ' ন জায়তে 'আত্মা' মহান্' মহত্তরঃ সর্ব্বস্মাৎ 'ধ্রুবঃ' অবিনাশী ॥ ৭ ॥

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা-রহিত এবং [illegible]। এই নির্ম্মল জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী ॥ ৭ ॥

ইনি একমাত্র এবং উপমা-রহিত; এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যায়। তিনি সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি আকাশের অতীত এবং আকাশের মধ্যে থাকিয়া তিনি সমস্ত ঘটনাকে [illegible]মিত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৫৫

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥৮

'যস্মাৎ' ঈশানাৎ 'অর্ব্বাক্ সংবৎসরঃ' সংবৎসরাবচ্ছিন্নঃ ক 'অহোভিঃ' সাবয়বৈরহোরাত্রৈঃ 'পরিবর্ত্ততে'। 'তৎ' জ্যোতি জ্যোতিঃ' 'আয়ুঃ' 'অমৃতং' ব্রহ্ম 'দেবাঃ' 'হি অা উপাসতে' ॥ ৮ ॥

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্ত হইয় আসিতেছে; সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলে আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন ॥৮॥

অন্য অন্য লোকে মনুষ্য অপেক্ষায় জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত সকল উৎকৃষ্ট জীব আছে, তাঁহারা পরব্রহ্মকে নিয়ত উপাসনা করেন যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহা উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা আমারদিগের সামান্য গৌর ও সামান্য সৌভাগ্য নহে ॥ ৮ ॥

৫৬

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স
সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্ ॥ ৯

'সর্ব্বস্য বশী' সর্ব্বমস্য বশে বর্ত্ততে 'সর্ব্বস্য ঈশানঃ' 'সর্ব্বস্য পতিঃ' 'সঃ' পুরুষোবিজ্ঞানময়ঃ 'ন সাধুনা কর্ম্মণা' 'ভূয়ান্' ভবতি 'নো এব অসাধুনা' কর্ম্মণা 'কনীয়ান্' অল্পতরোভবতি। সর্ব্বসংসা বর্জ্জিতঃ সঃ পুরুষঃ পূর্ব্বাবস্থাতোন হীয়তে ন চ বর্দ্ধতইত্যর্থঃ ॥ ৯

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা
ং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং
াধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না ॥ ৯ ॥

পরমেশ্বর যাহাকে যে নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, সে সেই
মেই রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না।
ন সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি। মনুষ্য যেমন সদসৎ কর্ম্মানু-
র উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সেরূপ অবস্থা
বর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্বরূপ এ রূপ উৎকৃষ্ট, যে
পেক্ষায় তাহা আর উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং এ প্রকার অপরি-
ণীয়, যে কদাপি তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া অপকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

এষসর্ব্বেশ্বরএষভূতাধিপতিরেষভূতপালএষসেতু-
র্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায় ॥ ১০ ॥

এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ' 'এষঃ' 'ভূতাধিপতিঃ' ভূতানামধিপতিঃ 'এষঃ' 'ভূত-
পালঃ' ভূতানাং পালয়িতা রক্ষিতা 'এষঃ সেতুঃ' 'বিধরণঃ' সর্ব্বসংসা
বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থানাং বিধারয়িতা 'এষাং লোকানাং' ভূরাদিলোকানাম 'অসম্ভে-
অসম্ভিন্নমর্য্যাদায়ৈ। লোকাঃ সর্ব্বে সম্ভিন্নমর্য্যাদাঃ স্যুরতোঽসম্-
ভেদায় সেতুভূতোঽয়ং পরমেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্ব
র প্রতিপালক, ইনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ
। সমুদয় ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকার দৃঢ়-বদ্ধ নিয়মপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর "লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন" ॥ ১০ ॥

৫৮

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ ॥ ১১ ॥

'অস্মিন্' অক্ষরে পুরুষে 'দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্' 'ওতং' সমর্পিতং 'মনঃ সহ' 'প্রাণৈঃ' করণৈঃ 'চ সর্ব্বৈঃ'। 'তম্ এব' সর্ব্বাশ্রয়ম্ 'একম্' অদ্বিতীয়ং 'জানথ' জানীত 'আত্মানম্' অজম্ একং ব্রহ্ম 'অন্যবাচঃ' 'বিমুঞ্চথ' বিমুঞ্চত পরিত্যজত। যতঃ 'অমৃতস্য' অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে 'এষঃ সেতুঃ' সংসারমহোদধেরুত্তরণহেতুত্বাৎ ॥ ১১ ॥

ইহাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু ॥ ১১ ॥

ইনি সকলেরি রক্ষক এবং সকলেরি আশ্রয়। ইহাঁকে জান এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্য করিবে না, সম্যক্ রূপে ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে; তবে পাপ, তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইবে, অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতু-স্বরূপ ॥ ১১ ॥

৫৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ॥ ১২ ॥

যপরমাত্মা 'ন জায়তে' নোৎপদ্যতে 'ম্রিয়তে বা' ন ম্রিয়তে 'বিপশ্চিৎ' মেধাবী সর্ব্বজ্ঞঃ অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ কিঞ্চ 'ন' 'অয়ম' 'কুতশ্চিৎ' কারণান্তরাৎ বভূব 'ন' অপি এষআত্মা 'বভূব কশ্চিৎ' অর্থান্তরভূতঃ ॥ ১২ ॥

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি ন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য ন বস্তু হয়েন নাই ॥ ১২ ॥

জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন না। দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হয়েন নাই এবং জীবও হন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক ॥ ১২ ॥

৬০

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকানিহিতালোকি-

নশ্চ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌম্য
বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

'যৎ' ব্রহ্ম 'অর্চিমৎ' দীপ্তিমৎ 'যৎ অণুভ্যঃ অণু' 'যস্মিন্' 'লো
ভূরাদয়ঃ 'নিহিতাঃ' স্থিতাঃ 'লোকিনঃ চ' লোকনিবাসিনোমনুষ্যা
তৎ এতৎ' সর্ব্বাশ্রয়ং 'সত্যং' 'তৎ' 'অমৃতম্' অবিনাশি 'তৎ বে
মনসা তাড়য়িতব্যং তস্মিন্ মনঃসমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তস্মা
তস্মাৎ হে 'সৌম্য' 'বিদ্ধি' ব্রহ্মণি মনঃ সমাধৎস্ব ॥ ১৩ ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এ
যাঁহাতে লোক-সকল ও লোকনিবাসী জীব-সকল স্থাপি
রহিয়াছে, তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বা
বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বা
তাঁহাকে বিদ্ধ কর ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়! তোমার আত্মাকে সর্ব্বান্তরতম পরমাত্মা হইতে অ
করিও না, তাঁহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীন-ভাবে মুহ্য
হইও না; কিন্তু তাহাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া য
একাগ্র-চিত্ত হইয়া তাহার দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর, এবং আধ্যা
যোগ-জনিত পরমানন্দ উপভোগ কর ॥ ১৩ ॥

৬১

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ ॥ ১৪

'প্রণবঃ' ওঙ্কারঃ 'ধনুঃ' 'শরঃ হি' 'আত্মা' জীবাত্মা 'ব্রহ্ম তৎ

[illegible]তে' 'অপ্রমত্তেন' প্রমাদবর্জ্জিতেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন [illegible] লক্ষ্যং 'বেদ্ধব্যং' তৎপ্রদেশধনাদূর্দ্ধং 'শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ' যথা [illegible] তথা সাধকস্য আত্মা ব্রহ্মময়োভবেৎ ॥ ১৪ ॥

প্রণব ধনুঃ-স্বরূপ, জীবাত্মা শর-স্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম -স্বরূপ ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে াত্মা-রূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া র দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ- আবৃত হইবেক ॥ ১৪ ॥

কারকে প্রণব বলে। ওঁকারের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ; ইহা ্মের প্রতিপাদক শব্দ। জীবাত্মাকে শর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া এবং শব্দকে ধনুঃ-স্বরূপ কল্পনা করিয়া জানান হইয়াছে যে, যেমন লক্ষ্যের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে অবলম্বন করা ক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে তাঁহার সমীপ র নিমিত্তে তৎপ্রতিপাদক শব্দ আশু উপকারী হয়। যাঁহার আত্মা প লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়া- ন যেমন তাঁহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সেই রূপ জগৎ তাঁহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

৬৭

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-

বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।

মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষু-পীড়নে

গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

'সমে' নিম্নোন্নতরহিতে দেশে 'শুচৌ' শুদ্ধে 'শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে' শর্করাঃ ক্ষুদ্রোপলাঃ বহ্নিবালুকাঃ তপ্তবালুকাঃ তাভ্যোবিবর্জিতে 'শব্দজ শ্রয়াদিভিঃ' বিহঙ্গাদীনাং শব্দঃ জলং আশ্রয়োমণ্ডপম্ ইত্যাদিভিঃ 'মনো নুকূলে' মনোরমে স্থানে 'ন তু' 'চক্ষুপীড়নে' চক্ষুঃপীড়নে প্রতিপক্ষ সম্ভিমুখে 'গুহানিবাতাশ্রয়ণে' গুহায়ামেকান্তে নিবাতে প্রচণ্ডবায়ুবর্জিতে আশ্রয়ণে আশ্রয়ে 'প্রযোজয়েৎ' প্রযুঞ্জীত চিত্তং পরমে ব্রহ্মণি ॥ ১৫ ॥

কঙ্করশূন্য, তপ্ত-বালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে; প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুন্দর বায়ু-সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক.॥ ১৫ ॥

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয়, এবং পবিত্র পুরুষেতে অনায়াসে আত্মার সংযোগ হয়, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করাই বিধেয়। দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত, অপরিষ্কৃত, অশুচি স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণে মালিন্য জন্মে এবং উপযুক্ত মত ঈশ্বরেতে আত্মার অভি নিবেশ হয় না। কিন্তু যে স্থান অতি বিরল, পবিত্র, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ও অবন্ধুর, যেখানে উত্তম জল, যেখানে বায়ুর উপদ্রব নাই, যেখানে বিহঙ্গমদিগের সুশ্রাব্য শব্দ শ্রুত হয়, এবং যেখানে বিপক্ষ প্রভৃতি চক্ষুঃপীড়ার কোন বিষয় নাই, সে স্থান অপেক্ষায় আর কোন স্থানে অধিক মনঃপূত হইতে পারে? এ প্রযুক্ত এই রূপ পবিত্র সুখকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করিতে ব্রহ্মবাদিদিগের অভিমত। যে স্থানে মন প্রশস্ত, পবিত্র ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, এমন স্থানেই উপাসনা কর্ত্তব্য; কারণ মন উদ্বিগ্ন ও উত্ত্যক্ত ও মলিন হইলে পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয় না॥ ১৫॥

৬৩

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ ১৬॥

ত্রীণি উরো গ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে তৎ 'ত্রিরুন্নতং' 'শরীরং' 'সমং' 'স্থাপ্য' সংস্থাপ্য 'হৃদি' 'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি 'মনসা' 'সংনিবেশ্য' সংনিযম্য 'ব্রহ্মোড়ুপেন' ব্রহ্মৈব উড়ুপং তরণসাধনং তেন 'প্রতরেত' অতিক্রমেৎ 'বিদ্বান্' 'স্রোতাংসি সর্ব্বাণি' সংসারসাগরস্য 'ভয়াবহানি'॥ ১৬॥

বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত রূপে সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-সকল হৃদয়েতে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত-সকলকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভেলকের দ্বারা অতিক্রম করিবেক॥ ১৬॥

পূর্ব্বে যে রূপ উপাসনার উপযুক্ত স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই রূপ উপাসনা-কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক, তাহাও এই বচনে প্রাপ্ত হইতেছে। বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া ঋজু হইয়া বসিলে শরীর ও মনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না; অতএব উপাসনা-কালে এই প্রকারে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও তাবৎ মনোবৃত্তিকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিবেক—তাহারদিগকে নানা প্রকার বাহ্য-বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে না দিয়া মনের সহিত আত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান করিবেক এবং হৃদয়ের প্রীতি তাঁহাতে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেক॥ ১৬॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

৬৪

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ॥ ১॥

সর্ব্বত্র চক্ষুংষি বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' 'উত' তথা সর্ব্বত্র মুখানি বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতোমুখঃ' সর্ব্বত্র বাহবো বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতোবাহুঃ' 'উত' সর্ব্বত্র পাদা বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতস্পাৎ'। সঃ পরমেশ্বরঃ 'বাহুভ্যাং' 'সং ধমতি' সংধমতি সংযোজয়তি মনুষ্যান্ 'পতত্রৈঃ' পতত্রৈঃ সংধমতি পক্ষিণঃ 'দ্যাবাভূমী' দ্যাবাপৃথিবী 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'দেবঃ একঃ'॥ ১॥

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১॥

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের অন্তর্ব্বাহ্য তিনি সমান-রূপে দৃষ্টি করিতেছেন; তামসী নিশার ঘোর অন্ধকারও তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ; পাপীরা তাঁহার রুদ্র মুখ দেখিতে পায়, পুণ্যাত্মারা তাঁহার উৎসাহ-জনন প্রসন্ন মুখ দর্শন করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু; এই বিশ্ব সংসারে সকল কার্য্যেতে তাঁহারই বল ও তাঁহারই কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্ব-

ত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণ-রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহ ও সুখ সাধনার্থে যাহার যে প্রকার অঙ্গের প্রয়োজন, তাহাকে সেই প্রকার অঙ্গ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১ ॥

৬৫

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥

সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য 'তৎ' 'সর্ব্বতঃপাণিপাদং' সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ 'সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং' 'সর্ব্বতঃ' শ্রুতিঃ শ্রবণমস্যেতি 'শ্রুতিমৎ' 'লোকে' প্রাণিনিকায়ে 'সর্ব্বমাবৃত্য' সংব্যাপ্য 'তিষ্ঠতি' ॥ ২ ॥

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক, সর্ব্বলোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥

তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া, হে মানবসকল! শুভ কর্ম্ম করিতে উৎসাহী হও এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর ॥ ২ ॥

৬৬

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী সভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্যেতি 'সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ'

সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং হৃদয়ে শেতে ইতি 'সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ' 'সর্ব্বব্যাপী' চ 'সঃ' 'ভগবান্' ঈশ্বরঃ যস্মাদেবং 'তস্মাৎ 'সর্ব্বগতঃ' 'শিবঃ' মঙ্গলঃ ॥ ৩ ॥

এই নানা-শিরো-মুখ-গ্রীবা-বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন ॥ ৩ ॥

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল-উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল লাভ করে, সে সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারদিগের জ্ঞান-দাতা, সুখ-দাতা, মুক্তিদাতা; তিনি আমারদিগের সকল মঙ্গলের নিদানভূত ॥ ৩ ॥

৬৭

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৪ ॥

'অপাণিপাদঃ' 'জবনঃ' দূরগামী 'গৃহীতা' সতুপাদেয়ং তস্য। 'পশ্যতি' সর্ব্বম্ 'অচক্ষুঃ' অপি সন্ 'সঃ শৃণোতি অকর্ণঃ' অপি। 'সঃ বেত্তি বেদ্যম্' অমনস্কোঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ 'ন চ তস্য অস্তি বেত্তা' 'তম্ আহুঃ' 'অগ্র্যং' প্রথমং সর্ব্বকারণত্বাৎ 'পুরুষং' পূর্ণং 'মহান্তম্' ॥ ৪ ॥

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন; এবং তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ

করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও হান্ করিয়া বলিয়াছেন॥ ৪॥

পরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় তাঁহার হস্ত পদাদি কোন অবয়ব নাই; থচ হস্ত পদাদির কার্য্য তাঁহার অচিন্ত্য ঐশী শক্তি দ্বারা সহজেই ম্পন্ন হইতেছে॥ ৪॥

৬৮

য এষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মি-ণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁ-ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন॥ ৫॥

'যঃ এষঃ' পুরুষঃ 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু 'জাগর্ত্তি' ন স্বপিতি কথং 'কামং াং' তত্তমভিপ্রেতং অন্নপানাদার্থং 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্। 'তৎ 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' নান্যৎ গুহাং ব্রহ্মাস্তি 'তৎ এব' ম্' অবিনাশি 'উচ্যতে' কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'তস্মিন্' শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ সর্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্য। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন' ত্যেতি' অতিবর্ত্ততে 'কশ্চন' কশ্চিদপি॥ ৫॥

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ ষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ রিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত-প উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক-সকল আশ্রিত হইয়া হিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না॥ ৫॥

আমরা জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, তিনি সর্ব্ব ক্ষণই জাগ্রত

থাকিয়া আমারদিগের নানাবিধ প্রয়োজনীয় অর্থ-সকল বিধান করি
থাকেন। যখন আমরা স্বকীয় মঙ্গল সাধানার্থে শ্রম হইতে বিরত হ
তখন তিনি বিরত হন না। তিনি আমারদিগের অবিশ্রান্ত হিত-সাধ
করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৬১

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৬ ॥

'অণোঃ' সূক্ষ্মাদপি 'অণীয়ান্' অণুতরঃ 'মহতঃ' 'মহীয়ান্' মহত্ত
সচ 'আত্মা' পরমেশ্বরঃ অস্য জন্তোঃ, প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' চ
'নিহিতঃ' স্থিতঃ। 'তম্' 'ঈশম্' 'অক্রতুং' বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিতং ম
চ 'মহিমানং' 'পশ্যতি' যঃ সঃ 'বীতশোকঃ' 'ধাতুঃ' ঈশ্বরস্য 'প্রসাদ
প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে তদ্দর্শনাত্মজ্ঞানমুপপদ্যতে ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ; এবং মহৎ হইতেও মহৎ
তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগত-শোক ব্যা
সেই ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমা
তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন ॥ ৬ ॥

আমারদের আত্মা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম এবং অসীম আকাশ হইতে
তিনি মহান্। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে ভ্রমণ করিতে হয়
তিনি আমারদের হৃদয় মন আত্মাতেই বাস করিতেছেন। তিনি ভোগা
ভিলাষ-বর্জিত, নিত্য পরিতৃপ্ত আনন্দময়; যে সাধক তাঁহাকে দর্শ

[illegible]ায়, তাহার আর শোক থাকে না; তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার
[illegible]ার কোন অভাব থাকে না ॥ ৬ ॥

৭০

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

[illegible] পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ 'একঃ' 'বশী' সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে
[illegible] 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা 'একং রূপং' 'বহুধা'
[illegible] 'যঃ করোতি' স্বাত্মসত্তামাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। 'তম্'
[illegible]স্থং' স্বকীয়ে আত্মনি স্থিতং 'যে' 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'অনুপশ্যন্তি'
[illegible]ন্তি 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখম্' আনন্দলক্ষণং ভবতি
ইতরেষাম্' অনেবংবিধানাম্ ॥ ৭ ॥

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা
: যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা
। আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদের নিত্য সুখ হয়,
র ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৭ ॥

সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা।
ন আমারদের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি
কী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন;
ন নিত্য স্বকীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া আপনার এক রূপকে বহু
ার করিয়াছেন; আপনি অন্য কোন বস্তু হন নাই। এই এক মাত্র

সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মাকে যিনি স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস লাভ করিয়াছেন; তাঁহার যে রূপ বিষয়াতীত শাশ্বত সুখ ভোগ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না॥ ৭॥

৭১

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ৮॥

'নিত্যঃ অনিত্যানাং' 'চেতনঃ' 'চেতনানাং' চেতয়িতা সর্ব্বজ্ঞঃ কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ 'একঃ' সন্ 'বহূনাং কামিনাং সংসারিণাং স্বরূপং 'কামান্' 'যঃ' অনায়াসেন 'বিদধাতি' দদাতি। 'তম্' 'আত্ম' 'যে অনুপশ্যন্তি' 'ধীরাঃ' 'তেষাং শান্তিঃ' 'শাশ্বতী' নিত্যা 'ন ইতরেষাম্'॥ ৮॥

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের কেবল এক মাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না॥ ৮॥

এই জগতের সমুদায় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি একমাত্র নিত্য। তিনি জীব-সকলকে চেতন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি তাঁহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন করিতেছেন; তিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের কামনা সকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন। এই এক পৃথিবী-লোকেতেই তাঁহার কত প্রজা এবং ইহার এক এক প্রজারই বা কত প্রয়োজন। তিনি এই স

লের প্রয়োজন যথা-উপযুক্ত-রূপে একাকী বিধান করিতেছেন; তিনি এক ক্ষুদ্রতম কীটের প্রয়োজনও বিস্মৃত নহেন। যাঁহারা এই সকলের সুহৃৎ কল্যাণ-রূপ পরম দেবতাকে স্বকীয় হৃদয়-মন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করেন; তাঁহারদিগের তৃপ্তি-সরোবর কদাপি শুষ্ক হয় না, সদাই পূর্ণ থাকে, তাঁহারদের নিত্য শান্তি লাভ হয়॥ ৮॥

৭ঃ

[illegible]দা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদযস্যেহ গ্রন্থযঃ।
[illegible]থ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ ৯॥

'[illegible] সর্ব্বে' 'প্রভিদ্যন্তে' ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি '[illegible]' [illegible]নসঃ [illegible]' [illegible] এব 'গ্রন্থযঃ' গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঃ অজ্ঞানপ্রত্য[illegible]। [illegible] মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি' 'এতাবৎ' এতাবন্মাত্রম্, '[illegible]' [illegible]শিষ্টিরুপদেশঃ॥ ৯॥

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে॥ ৯॥

অজ্ঞান ও মোহজাল আমারদের হৃদয়-গ্রন্থি। পাপাসক্তি ও কুসং-[illegible]ার-রূপ হৃদয়-গ্রন্থি-সকল বিনষ্ট না করিলে পরম পবিত্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই সকল দুশ্ছেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে; তখনই জানিবে যে, যে প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলে তাঁহার সমীপস্থ হওয়া যায় ও অকুতোভয়ে পরমানন্দে তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করা যায়, সেই পথের পথিক হইয়াছি—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরম পুরুষকে লাভ করিয়াছি। এই অনুশাসন, এই উপদেশ॥ ৯॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

৭৩

দ্বা। সুপর্ণা সযুজা সখাযা সমানং বৃক্ষং পরিষ
স্বজাতে। তযোরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি
চাকশীতি ॥ ১ ॥

'দ্বা' দ্বৌ 'সুপর্ণা' সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ পক্ষিণৌ 'সযু
জৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ 'সখাযা' সখাযৌ আত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞে
শ্বরৌ 'সমানম্' অবিশেষম্ অধিষ্ঠানতযা একং 'বৃক্ষম্' উচ্ছেদন
শরীরং 'পরিষস্বজাতে' পরিষ্বক্তবন্তৌ। 'তযোঃ' বৃক্ষং প
কযোঃ 'অন্যঃ' একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ 'পিপ্পলং' কর্ম্মনিষ্পন্নং ফলং
ভবতি তথা 'অত্তি' ভক্ষযতি উপভুংক্তে। 'অনশ্নন্' অ
ন্যঃ' ইতরঃ ঈশ্বরঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ
রযিতা 'অভিচাকশীতি' পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রং হি
প্রেরযিতৃত্বং রাজবৎ ॥ ১ ॥

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন,
তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা;
তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন
থাকিয়া কেবল দর্শন করেন ॥ ১ ॥

দুই সুন্দর পক্ষী, জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের
আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে। জীবাত্মা তাঁহার অন্তরতম
পরমাত্মার সহিত সর্ব্বদাই একত্র যুক্ত আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে
আকাশেরও ব্যবধান নাই; তাঁহারা উভয়েই এই শরীরে অবস্থিতি

করিতেছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। পরমাত্মা জীবাত্মাতে সাক্ষি-রূপে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে কর্ম্ম-ফল প্রদান করিতেছেন, জীবাত্মা তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা প্রেমদান করিয়া জীবাত্মাকে পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা নিয়ন্তা, জীবাত্মা তাঁহার অধীন; পরমাত্মা প্রদাতা, জীবাত্মা ভোক্তা; পরমাত্মা আমারদের একমাত্র সহায়, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ বিষয়-সুখ, আত্মপ্রসাদ, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি। জীবাত্মা এই শরীর-রূপ নীড়ে থাকিয়া অখিল-মাতার ক্রোড়ে পুষ্ট হই-তেছে, উপযুক্ত হইলে এই শরীর হইতে মুক্ত হইয়া এবং তাঁহার অনুচর হইয়া তাঁহার সহিত নিত্য কাল সঞ্চরণ করিবে ॥ ১ ॥

৭৪

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমান-মিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥

'সমানে বৃক্ষে' একস্মিন্ শরীরে 'পুরুষঃ' ভোক্তা জীবঃ কামকর্ম্ম[illegible] [illegible]গুরুভারাক্রান্তঃ 'নিমগ্নঃ'। অতঃ 'অনীশয়া' পুত্রোমম বিনষ্টো[illegible] [illegible] ভার্য্যা কিং মে জীবিতেন ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা তয়া 'শোচতি' [illegible]তে 'মুহ্যমানঃ' অনেকৈরনর্থপ্রকারৈরবিবেকতয়া চিন্তামাপদ্য-মানঃ। 'জুষ্টং' সেবিতমনেকৈঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'পশ্যতি' ধ্যায়মানঃ [illegible] ঈশং' সর্ব্বস্য জগতঃ অসংসারিণম্ অশনায়াপিপাসা শোক-[illegible]জরামৃত্যুধর্ম্মাতীতম্ 'অস্য চ পরমেশ্বরস্য' 'মহিমানং' বিভূতিম্ [illegible] [illegible]তিশোকঃ' তদা ভবতি ॥ ২ ॥

জীবাত্মা শরীর-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন-ভাবে মুহ্য-

মান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে ; কিন্তু যখন সর্ব্ব সেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহা আর শোক থাকে না॥ ২॥

যখন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কেবল বিষয়-সুখসাধনার্থে সংসারে নিম হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয় ; কিন্তু যখন প্রীতি পূর্ব্ব সর্ব্ব-সেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখি এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্ব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর শোক থাকে ন পরমানন্দ উদ্ভব হয়॥ ২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জন পরমং সাম্যমুপৈতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্ব ধীরোন শোচতি॥ ৩॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'পশ্যঃ' পশ্যতি যঃ সবিদ্বান্ সাধকঃ 'পশ্যতে পশ্যতি 'রুক্মবর্ণং' রুক্মস্যেব জ্যোতিরস্য স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবং নি চৈতন্যরূপং 'কর্ত্তারং' 'সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশং' 'পুরুষং' 'ব্রহ্মযোনিং' ব্র তদ্যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্মযোনিঃ তম্। 'তদা' সঃ 'বিদ্বান্' 'পুণ্যপাপে 'বিধূয়' নিরস্য 'নিরঞ্জনঃ' নির্লেপঃ বিগতক্লেশঃ 'পরমং' প্রকৃ 'সাম্যং' সমতাম্ 'উপৈতি' প্রপদ্যতে। 'মহান্তং' 'বিভুং' ব্যাপিন 'আত্মানম্' ঈশ্বরং 'মত্বা' 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'॥ ৩॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক সপ্রকাশ বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্ত এবং কারণ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পুণ্

পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন; ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না ॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক স্বীয় জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং পুণ্যের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আর কর্ম্ম করেন না। তিনি বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্তে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। যখন প্রভু হৃদয়ে আসীন হন, তখন মনোবৃত্তি-সকল সংযত হয়, তখন চিত্ত সাম্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া আর দীন-ভাবে হ্যমান হইয়া শোক করেন না ॥ ৩ ॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে সযোহ বৈ তদচ্ছায়ম্
শরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদযতে ॥ ৪ ॥

'পরম্ এব অক্ষরং' সত্যং পুরুষাখ্যং 'প্রতিপদ্যতে' প্রাপ্নোতি 'স যো হ বৈ' 'তৎ' 'অচ্ছায়ং' তমোবর্জ্জিতম্ 'অশরীরং' শরীরবর্জ্জিতম্ 'অলোহিতং' লোহিতাদিগুণবর্জ্জিতং 'শুভ্রং' শুক্লম্ 'অক্ষরং' ... 'বেদয়তে' বিজানাতি ॥ ৪ ॥

যিনি সেই ছায়া-রহিত, লোহিতাদি গুণ রহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই অক্ষয় পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমে
কাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিব
দ্বৈতম্॥ ৫॥

সত্যংজ্ঞানমক্ষরম্ 'অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্' 'অগ্রাহ্যং' কর্ম্মেন্দ্রি
'অলক্ষণম্' অলিঙ্গম্ 'অচিন্ত্যম্' 'অব্যপদেশ্যং' শব্দৈঃ। একঃ
কারণং ব্রহ্মাস্তীতি আত্মনঃ প্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্যাধিগমে
'একাত্মপ্রত্যয়সারং' প্রপঞ্চস্য সংসারস্য উপশমঃ উপরতিঃ নি
স্মিন্ তং 'প্রপঞ্চোপশমং' সংসারধর্ম্মাতীতং 'শান্তং' 'শিবম্' 'অদ্বৈ
তম্'॥ ৫॥

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্য
বহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি
কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্ম
প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি
সমুদয় সংসার-ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বি
তীয়॥ ৫॥

সেই অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাঁহাকে
হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যা
না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যা
না। কেবল নির্ম্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হন এবং এক আত্ম
প্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে
আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকা
করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য
প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমাদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএ

ই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের এক-াত্র হেতু। যখন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত ন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের রিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার ঙ্গল ভাব ব্যক্ত করে। যদিও পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া াষ করিতে পারে না, তথাপি সে সহজ জ্ঞানকে অতিমাত্র পোষণ রে। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎ-কার্য্যের অন্তর্ব্বাহ্যের ালোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করিবেন া। বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইলে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকার ও দ্দেশ্য আমরা বিশেষ-রূপে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।

সংসার যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইতেছে, তিনি সমুদায় ংসার-ধর্ম্মের অতীত। তাঁহার রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক কোন বৃত্তিই াই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তিনি সকলের মঙ্গলো-দ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহা ইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়॥ ৫॥

৭।৮

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽ-ন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ ৬॥

'তদেতৎ' ব্রহ্ম অক্ষরং 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'পুত্রাৎ' তথা 'প্রেয়ঃ ...াৎ' হিরণ্যরত্নাদেঃ তথা 'প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ' যৎ যৎ লোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধং তস্মাৎ 'সর্ব্বস্মাৎ' অন্তরতরাৎ 'অন্তরতরং' 'যৎ অয়ং আত্মা' তদেতৎ ব্রহ্ম। যোহি লোকে নিরতিশয়ঃ প্রিয়ঃ সর্ব্বযত্নেন লব্ধব্যোভবতি তদেতৎ ব্রহ্ম সর্ব্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমং তস্মাৎ তল্লাভে মহান্ যত্নঃ আস্থেয়ঃ॥ ৬॥

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে
প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়॥ ৬॥

তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমারদের আর কে
নাই॥ ৬॥

৭৯

স যোন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রো
স্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ॥ ৭॥

'স যঃ' কশ্চিৎ মুগ্ধপ্রিয়বাদী 'আত্মনঃ' ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ 'অন্য
...ত্রাদিকং 'প্রিয়ং ব্রুবাণং' 'ব্রূয়াৎ' কিং ব্রূয়াৎ তবাভিমতং পুত্র
...ক্ষণং 'প্রিয়ং' 'রোৎস্যতি' আবরণং প্রাণসংরোধনং প্রাপ্স্যতি [ই]
...তি 'ইতি'। স 'ঈশ্বরঃ' সমর্থঃ পর্য্যাপ্তোসাবেবং বক্তুং 'হ'। ...
...ব স্যাৎ যত্তেনোক্তং প্রাণসংরোধনং তৎ প্রাপ্স্যতি॥ ৭॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে
তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী বলেন, তোমার যে প্রিয়, সে বিনা
পাইবে; তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবি
ও তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয়॥ ৭॥

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য। এ সংসারের এই সকল প্রি
বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্য বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়ত
পরমাত্মার সহিত ইহ কালে কি পর কালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না
ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়
বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তি
দিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ উপদেশ দিবার অধিকা
আছে, এবং তাঁহারদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহা

। পায়। সকলের অন্তরতর মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর,
াকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সকলকেই প্রীতি করিতে হয়
. এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি যাহার প্রতি বিশেষ
ঃ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি
স্নহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি
য়া তাহাতে মুগ্ধ হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে॥ ৭॥

৮০

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। সযআত্মানমেব প্রিয়-
[illegible] ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥ ৮॥

[illegible] অন্যাৎ প্রিয়ম্ 'আত্মানম্ এব' ব্রহ্মৈব 'প্রিয়ম্ উপাসীত'।
[illegible] 'আত্মানম্ এব' ব্রহ্মৈব 'প্রিয়ম্ উপাস্তে' 'ন হ অস্য [illegible]'
[illegible] প্রমরণশীলং ভবতি॥ ৮॥

পরমাত্মাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি
মাত্মাকে প্রিয়-রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও
শীল হন না॥ ৮॥

যনি আমারদের মানস-ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল কলিকা
ন করিয়াছেন, যত্ন-পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার
না করিবেক। অবিনশ্বর পরমেশ্বর যাঁহার প্রিয়, তাঁহার প্রিয় কদাপি
শীল নহেন, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা
॥ ৮॥

৮১

আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যা-
বাঃ॥ ৯॥

শ্রোতিরাত্মনোব মুখ্য্যা ভক্ত্যাৎ 'আত্মা বৈ অরে' 'দ্রষ্টব্যঃ' দর্শনি কার্যোপকার্যাদ্বারেণ 'শ্রোতব্যঃ' আচার্যাত্তঃ 'মন্তব্যঃ'তর্কতঃ ততঃ 'নি ধ্যাসিতব্যঃ' নিশ্চযেন ধ্যাতব্যঃ ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক ॥৯

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই বিশ্ব-কার্য্যে তাঁহা জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক ও সকলের প্রাণ-রূপে তাঁহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিবেক এবং আচার্য্যের নিকটে তাঁহার মহিমা প্রতি পাদক উপদেশ বাক্য-সকল অতি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। জগ তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া এবং আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহা মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহা মনন করিবেক, এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, তাঁহার সত্তা নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করিবেক ॥ ৯ ॥

৮২

সবাঅযমাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ॥ ১০ ॥

'সঃ বৈ অযম্' সর্ব্বজ্ঞঃ 'আত্মা' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং আধপতি 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা' ॥ ১০ ॥

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এব সর্ব্ব ভূতের রাজা ॥ ১০ ॥

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিতেছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার চি কাল বিধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

৮৩

তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সম
িতাঃ। এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে
বাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বএতআত্মানঃ
র্পিতাঃ ॥ ১১ ॥

'তৎ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ'। 'এবম্
'অস্মিন্ আত্মনি' অস্মাদিবিক্রিয়া[illegible] 'সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে
ঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ' [illegible] 'আত্মানঃ' [illegible]
[illegible] জীবাঃ 'সমর্পিতাঃ' ॥ ১১ ॥

যেমন রথ চক্রের নাভি-দেশে ও নেমিদেশে সমুদয় অর
র্পিত থাকে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভুত ও সকল
তা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত
য়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

ল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভুত-সকল, লোকান্তরবাসী মনুষ্য অপেক্ষা
ষ্টতর ধর্ম্ম-জীবি জীবসকল, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পৃথিব্যাদি লোক-
, প্রাণীদিগের প্রাণন-ক্রিয়া-সকল, এবং অসংখ্যলোক-স্থিত
 জীবদিগের আত্মা-সকল, এই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহি-
॥ ১১ ॥

৮৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ। অনাদিমত্ত্বং
ত্বেন বর্ত্তসে যতোজাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১২ ।

'যুজে' অহং সমাদধে 'বাং' বঃ যুষ্মাকং কারণভূতং 'ব্রহ্ম' অস্মাকমপি 'পূর্ব্ব্যং' চিরন্তনং 'নমোভিঃ'। হে 'অনাদিমৎ' আদ্যন্তশূন্য পরমাত্মন্ 'ত্বং' 'বিভুত্বেন' ব্যাপকত্বেন 'বর্ত্তসে' 'যতঃ' ত্বত্তঃ 'জাতানি ভুবনানি' 'বিশ্বা' বিশ্বানি॥ ১২॥

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১২॥

ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি; তোমরাও আমার সহিত তাঁহার সমাধি কর॥ ১২॥

৮৫

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ ১৩॥

'অথ' 'ইহ এব সন্তঃ' অহো বযং কৃতার্থাঃ 'তৎ' ব্রহ্ম 'বিদ্মঃ' বিজানীমঃ। তৎ 'ন চেৎ' বেদিতবন্তো বযং ততোঽহম্ 'অবেদিঃ' স্যাং। বেদনং বেদঃ বেদোঽস্যাস্তীতি বেদী। বেদ্যেব বেদিঃ ন বেদিঃ অবেদিঃ যদ্যবেদিঃ স্যাং কোদোষঃ স্যাৎ? 'মহতী' 'বিনষ্টিঃ' বিনাশনম্। অতো বযমস্মান্মহতোবিনাশনান্নির্ম্মুক্তাঃ যতস্তৎ ব্রহ্ম বযং বিদিতবন্তঃ। 'যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি'। 'অথ' যে পুনর্নৈবং ব্রহ্ম বিদুঃ তে 'ইতরে' ব্রহ্মবিদোঽন্যে 'দুঃখম্ এব' 'অপিযন্তি' প্রতিপদ্যন্তে॥ ১৩॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি
আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হই-
তাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন
আর সকলেই দুঃখ পায়॥ ১৩॥

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি, এই
অন্ধকারময় সংসারে নিমগ্ন ও আচ্ছন্ন হইয়াও আমাদের জ্ঞান-চক্ষু সেই
সত্যজ্ঞান-জ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে এবং হৃদয় তাঁহাকে
শুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিয়া পাপ-তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে।
ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে! ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।
তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে
এ প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই, আমারদিগকে অতীব
কৃপা করিয়া এই সকল দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার
দ্বারা আমরা সকল সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহাকে এখানে
জানিতে না পারিতাম, ও তাঁহার সহিত অকাট্য নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ না
করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে এই
সংসারের বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া আর কোথায় আশ্রয় পাইতাম!
লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া আর কোথায় শীতল হই-
তাম! পাপ-তাপ হইতে, মৃত্যু-ভয় হইতে আমারদিগকে আর কে পরি-
ত্রাণ করিত!॥ ১৩॥

৮৬

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুর
অমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥ ১৪॥

'ততঃ' কার্য্যাৎ উত্তরং কারণং ততোপ্যুত্তরং 'উত্তরতরং' কারণস্য
কারণং 'যৎ' ব্রহ্ম 'তৎ' 'অরূপং' রূপরহিতং 'অনাময়ং' রোগশোক-

রহিতম্। 'যে এতৎ বিদুঃ' 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি' 'অথ ইতরে' যে তদ্ব্রহ্ম ন বিদুস্তে 'দুঃখম্ এব অপিযন্তি'॥ ১৪॥

যিনি কারণের কারণ, তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়॥ ১৪॥

এই সংসারে যে সকল কারণ হইতে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল কারণের কারণ পরব্রহ্ম। তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত ইহাঁর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিবন্ধ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। তদ্ভিন্ন কেহই আর সাংসারিক শোক-দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না॥ ১৪॥

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি॥ ১৫॥

'ততঃ' বিশ্বকার্য্যাৎ 'পরং' কারণং 'পরং' 'ব্রহ্ম' 'বৃহন্তং' মহান্তং 'যথানিকায়ং' যথাশরীরং 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্' অন্তর্ব্যাপ্তম্। 'বিশ্বস্য একং' 'পরিবেষ্টিতারং' স্বাত্মনা সর্ব্বং ব্যাপ্যাবস্থিতম্। 'তম্' 'ঈশং' পরমেশ্বরং 'জ্ঞাত্বা' 'অমৃতাঃ' 'ভবন্তি'॥ ১৫॥

বিশ্ব কার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; তিনি সর্ব্বভূতে শরীর-মধ্যে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন। সেই বিশ্বসংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোকসকল অমর হয়েন॥ ১৫॥

তাঁহা হইতে এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তিনি বিশ্ব-
র্য্যের কারণ এবং মহান্। তিনি অন্তর্ব্বাহ্যে সকল স্থানেই সর্ব্বদা
তি করিতেছেন, তথাপি কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না,
রণ তিনি জ্ঞান-স্বরূপ; জ্ঞান-স্বরূপকে জ্ঞান দ্বারাই জানা যায়।
হারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা ইহাঁর সহিত নিত্য সহবাস লাভ
রেন ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঃ আভাসন্তে প্রকাশন্তে যেন ব্রহ্মণা তৎ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং' অথচ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং' সর্ব্বকরণরহিতম্। 'সর্ব্বস্য' জগতঃ 'প্রভুম্ ঈশানং' 'সর্ব্বস্য' 'শরণং' রক্ষিতৃ 'সুহৃৎ' মিত্রম্ ॥ ১৬ ॥

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি
ং সকল-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের
র, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ ॥ ১৬ ॥

তিনি আমারদিগকে জ্ঞান, সুখ ও সামর্থ্য প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে
মারদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগী বিবিধ গুণে ভূষিত করিয়াছেন।
যে বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য শোভা অবলোকন করিয়া
তৃপ্ত হইতেছে, কর্ণ যে মনোহর বিহঙ্গ-রব, সুমধুর সঙ্গীত-স্বর ও
গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা যে নানা
মিলিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধপ্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদ-
করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যে অশেষ-প্রকার
ন্ধ পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপী স্পর্শে-
যে সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত-হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সুখ-সরো-
পূর্ণ করিতেছে; সকলমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের একমাত্র

কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যে রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদী
বিষয় সমুদায়কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমর
তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগকে হস্ত
প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি। তি
আমারদিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত করাতে আমরা সর্ব্বত্র গমনাগম
করিতে সমর্থ হইতেছি। তিনি আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দেওয়াতে আম
মনের ভাব-সকল প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগে
এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ-ভাণ্ডারের এক এক দ্বার-স্বরূপ করিয়াছেন
আমারদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণম
প্রস্রবণ তুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণ-বারি বিনির্গত করিতেছে, তদ্দ্বা
সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর-স্বরূপ বিশ্ব-বিধাতার অদ্ভুত মহি
প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়-সকল সৃজ
করিয়াছেন এবং তাঁহার অধিষ্ঠানেই এই ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকা
পাইতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তাঁহার জ্ঞানে
নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ে
প্রয়োজন নাই; তিনি চক্ষু-কর্ণ-বিহীন হইয়াও সমুদায় দেখিতেছেন
সকল শুনিতেছেন এবং পাণি-পাদ ব্যতীতও সর্ব্বত্র গমন করিতে
এবং সকল গ্রহণ করিতেছেন। ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ
সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ॥ ১৬॥

৮৯

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।

'মহান্' 'প্রভুঃ' সমর্থঃ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারে 'বৈ' 'পুরুষঃ'।
'ঈশানঃ' 'জ্যোতিঃ' পরিশুদ্ধোবিজ্ঞানপ্রকাশঃ 'অব্যয়ঃ' অবিনাশী

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্য-স্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদয় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন ॥ ১ ॥

জগতের এই অদ্বিতীয় কর্ত্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, সেই রূপ ওঁ শব্দেরো বাচ্য। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা; তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান্ পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোকনিবাসী দেবতারা নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। আমরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে আমারদেরো কর্ত্তব্য যে দেবতাদের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকি এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি-বৃত্তি উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি ॥ ১ ॥

১২

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ [illegible]

তমসঃ পরস্তাৎ। ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি [illegible]

[illegible]চ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ ॥ ২ ॥

[illegible] 'ধ্যায়থ' চিন্তয়ত [illegible]

জ্ঞানস্বরূপং পরং ব্রহ্ম 'স্বস্তি' নির্ব্বিঘ্নমস্তু 'বঃ' যুষ্মাকং 'পারা[illegible]

ফলায় 'তমসঃ' অজ্ঞানতমসঃ 'পরস্তাৎ' ব্রহ্মস্বরূপাবগমনায় [illegible]

'ওঙ্কারেণ এব' 'আয়তনেন' সাধনেন 'অন্বেতি' প্রাপ্নোতি 'বি[illegible]

[illegible]চ্ছান্তম্' 'অজরং' জরাবর্জ্জিতম্ 'অমৃতং' মৃত্যুবর্জ্জিতম্ [illegible]

'পরং' নিরতিশয়ং 'চ' ব্রহ্ম ওঙ্কারাখ্যম্ ॥ ২ ॥

ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা [অ]জ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধ-[না]র দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে [প্র]াপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সেই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পুরব্রহ্মকে ধ্যান [ক]র; তবে নিশ্চয় তোমরা সংসারের অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবে [এ]বং শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২ ॥

ওঁ।

ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো [যো] নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩ ॥

[illegible] সবিতুঃ' [illegible] সবিতুঃ জগদুৎপাদকস্য [illegible] প্রেরকস্য [illegible] 'দেবস্য' [illegible] 'বরেণ্যং' [illegible] 'ভর্গঃ' [illegible] 'ধীমহি' [illegible] 'ধিয়ঃ' [illegible] 'নঃ' [illegible] প্রেরয়তি [illegible] ॥ ৩ ॥

সেই জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি [ধ্য]ান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল প্রেরণ করি-ছেন ॥ ৩ ॥

যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতামাতার ন্যায় এই [জগৎ] পালন করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও মহতী শক্তি বিশ্ব-[ব]াসী অসংখ্য জীবের কল্যাণ-সাধনার্থেই তৎপর রহিয়াছে। তিনি [আম]ারদিগের ধর্ম্ম-পথে সহায়ার্থে বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল পুনঃপুনঃ প্রেরণ [কর]িতেছেন ॥ ৩ ॥

১৩

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনি

রাকরণমস্তু ॥ ৪ ॥

'অহং ব্রহ্ম' 'মা' 'নিরাকুর্য্যাং' ন ত্যজেয়ং 'মা' মাং উপাসকং '

'মা' 'নিরাকরোৎ' নাত্যাক্ষীৎ। মৎকর্তৃকং ব্রহ্মণঃ 'অনিরাকরণম্' অ

স্মরণম্ 'অস্তু' ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহা

পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্য

থাকুন ॥ ৪ ॥

করুণাময় বিশ্ব-পিতা কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হন না

আমরা প্রত্যেক নিমেষেই তাঁহার কৃপা-বারি প্রাপ্ত হইতেছি এবং প্র

বারের নিঃশ্বাস-ক্রিয়াতেই তাঁহার করুণা-সমীরণ সেবন করিতে

তিনি আমারদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই এবং কোন কা

কোন বিষয়ে বিস্মৃত হইবেনও না; তিনি আমারদিগকে নিয়ত প্রী

দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। অতএব আমরা যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না

যেন কৃতজ্ঞ হইয়া নিয়ত তাঁহার প্রীতি-সুধা পান করি ও তাঁহার কর

দত্ত অনুজ্ঞা-সকল সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিতে প্রবৃত্ত থাকি ॥ ৪ ॥

১৪

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরি

ব্যথাঃ ॥ ৫ ॥

'তং' 'বেদ্যং' বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ 'পুরুষং' পরং ব্রহ্ম 'বেদ' যথা

যুষ্মান্ 'মৃত্যুঃ মা' 'পরিব্যথাঃ' ন পরিব্যথয়তু। স চেৎ বিজ্ঞায়তে প

মৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্নাঃ স্থিন এব যূয়ং স্থঃ অতস্তস্মাৎ জুহুয়্যাক-
অভিপ্রায়ঃ॥ ৫॥

তোমারদের মৃত্যু-পীড়া না হউক, এ প্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান॥ ৫॥

সেই অমৃত পুরুষকে জান এবং তাঁহাকে সকল হইতে, আপনা হইতেও অধিক প্রীতি কর, তবে তোমারদের মৃত্যু-পীড়ার অবসান হইবে। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত যাঁহার নিত্য সহবাস হইয়াছে; তিনি এখানে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করেন এবং মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পান, তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হয়, বিপদ্ মঙ্গলের আধার হয় এবং মৃত্যু, অমৃতের সোপান হয়॥ ৫॥

১১

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ ৬॥

'যঃ দেবঃ অগ্নৌ যঃ অপ্সু' 'যঃ' 'বিশ্বং ভুবনং' যেন সমিচ্ছং সংসারং 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবান্। 'যঃ' 'ওষধীষু' ওষধিষু 'যঃ বনস্পতিষু' 'তস্মৈ' 'দেবায়' পরমেশ্বরায় 'নমঃ নমঃ' দ্বির্বচনমাদরার্থম্॥ ৬॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি॥ ৬॥

যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, ও অসীম সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার করুণা নিদাঘ-কালের তৃপ্তি-কর বারি-ধারাতে ও প্রাণদ ওষধি বনস্পতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যিনি ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষে, সকল স্থানেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি॥ ৬॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

১৬

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

[illegible]
বিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, যাঁহার ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যু-মুখ হইতে প্রমুক্ত হয় ॥ ১ ॥

সৃষ্টির অতীত জ্ঞানময় পরমেশ্বর কদাপি শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য ও মহান্। তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যু-মুখ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ধামে উন্নত হইতে থাকে ॥ ১ ॥

১৭

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ২ ॥

[illegible] সর্ব্বেষু ভূতেষু' 'এষঃ' 'গূঢ়োত্মা' গূঢ়ঃ আত্মা প্রচ্ছন্নঃ [illegible] 'ন প্রকা-শতে' [illegible]। 'দৃশ্যতে তু' সংস্কৃতয়া 'বুদ্ধ্যা' [illegible] অগ্র্যা তয়া [illegible] 'সূক্ষ্ময়া' [illegible] শীলৈঃ মেধাবিভিঃ [illegible] ॥ ২ ॥

এই পরমাত্মা সর্ব্ব ভূতেতে গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা এক-ষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন॥ ২ ॥

পরমাত্মা সকলের শক্তির শক্তিতে, সকলের প্রাণের প্রাণেতে, সক-লের আত্মার আত্মাতে গূঢ়-রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন; বিষয়-মোহে মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকটে তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্ম-দর্শী ধীরেরা এক-নিষ্ঠ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞানালোকে দেখিতে পান॥ ২ ॥

১৮

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥ ৩ ॥

'ন অয়ম্ আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'প্রবচনেন' প্রকৃষ্টবচনেন 'লভ্যঃ' জ্ঞেয়ঃ [illegible]
ন চ 'মেধয়া' গ্রন্থার্থধারণাশক্ত্যা 'ন বহুনা' 'শ্রুতেন' শ্রবণেন। [illegible]
[illegible] লভ্য ইত্যুচ্যতে। 'যম্ এব' ব্রহ্মাত্মানম্ 'এষঃ' সাধকঃ 'বৃণুতে'
প্রার্থয়তে 'তেন' সাধকেন 'লভ্যঃ'। তস্য 'এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা [illegible]
আত্মস্বরূপং 'বিবৃণুতে' প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং 'স্বাং' স্বকীয়াং
'তনুং'॥ ৩॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন॥ ৩॥

যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে অনুরাগ ও যত্ন না থাকে; তবে প্রকৃ[illegible] মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশ-বাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতে[illegible] তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকু[illegible] হইয়া একান্ত তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমা[illegible] আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন সেই সাধক আপ্তকাম হইয়া পবি[illegible] ও পরিতৃপ্ত হয়েন॥ ৩॥

১১

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধা[illegible]
নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥ ৪॥

'উত্তিষ্ঠত' হে জন্তবঃ ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত 'জাগ্রত' [illegible]
[illegible]নিদ্রায়াঃ ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথং প্রা[illegible]
উপগম্য 'বরান্' প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ ব্রহ্মবিদঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বান্[illegible]
ব্রহ্মাত্মানং 'নিবোধত' অবগচ্ছত। যথা 'ক্ষুরস্য' 'ধারা' অগ্রং 'নিশি[illegible]

পিস্তাকৃতা দুঃখেনাত্যযো যস্যাঃ সা 'দুরত্যয়া' পন্থাঃ দুর্গমনীয়া তথা দুর্গং' দুঃসম্পাদ্যং 'পথঃ' পন্থানং ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণং মার্গং 'তৎ' বয়ঃ' মেধাবিনঃ 'বদন্তি' ॥ ৪ ॥

হে জীব-সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ ও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। ণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া লয়াছেন ॥ ৪ ॥

হে জীব-সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও; ার কত কাল তাহাতে অভিভূত থাকিবে, আর কত দিন পরম ধনকে লিয়া রহিবে। কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, জড়তা ও দীর্ঘ-সূত্রতা রিত্যাগ কর; উত্তম জ্ঞানবান্ আচার্য্যের নিকট যাইয়া সকল আশার ষ্টি-স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান; সহস্র গ্রন্থ পাঠে যাহা না ইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন রিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত রিতে হয়, তিতিক্ষাকে অভ্যাস করিতে হয়, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সকলকে উন্নত রিতে হয় এবং ঈশ্বর-প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয়; অতএব এ পথ তি দুর্গম পথ। তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগে এ র্গম পথও সুগম হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥

১১

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত ॥৫॥

'তৎ এতৎ ব্রহ্ম' নাস্য পূর্ব্বং কারণং বিদ্যতইতি 'অপূর্ব্বম্' 'এতৎ মৃতম্ অভয়ং' 'শান্তঃ' সন্ লোকঃ 'উপাসীত' ॥ ৫ ॥

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইঁহার পূর্ব্বে আর কেহ নাই, ইনি ত ও অভয়। শান্ত হইয়া ইঁহার উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

যিনি এই বিশ্বের কারণ, তাঁহার আর পূর্ব্ব-কারণ নাই; তি
অনাদি অনন্ত, অমৃত ও পরিপূর্ণ। সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইলে আ
কোন ভয় থাকে না। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক। শা
ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি। যখন মন নির্ম্মল ও স্থির হ্রদের ন্যায় শা
হয়, তখন আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয়; নতুবা প্রবল বিত্ত
যণা ও মানৈষণা দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে ও ইন্দ্রিয়-লৌল্য জন্য ম
অশুচি হইলে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগে সামর্থ্য থাকে না। অত
এব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক॥ ৫॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

১০১

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥ ১॥

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ' নিশ্চলঃ 'দিবি' দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। 'তেন' অদ্বিতীয়েন 'পুরুষেণ' পূর্ণেন 'ইদং সর্ব্বং' 'পূর্ণং' নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তম্॥ ১॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার
স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের
দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে॥ ১॥

বিশ্ব-পতির আশ্রয়ে এই বিশ্ব-চক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত ও উত্তরোত্তর
উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়-সকল সম্পাদন করিতেছে।
তিনি সাক্ষী-স্বরূপে, নিয়ন্তা-রূপে, নিরন্তর নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি
করিয়া স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদনে নিঃশঙ্ক রহিয়াছেন। প্রবাহ-বলে

নদী-তীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, জল-প্লাবনে দেশ প্রদেশ প্লাবিত হইতেছে, প্রলয়-প্রবাত ও ভীষণ ভূমি-কম্প উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ জীব-শ্রেণী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এই সমস্ত আপাততঃ দুঃখ-জনক ব্যাপারকে উত্তর-কালীন উন্নতি-সাধনের অনুকূল করিয়া দিয়া অব্যাকুলিত নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন অতি ঘোর শিলা-বর্ষণ ও মেঘগর্জ্জন-সহকৃত মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডলের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত বোধ হয়, অতি ভয়ানক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পশুপক্ষি-মনুষ্য-সম্বলিত গ্রাম নগর দগ্ধ করিতে থাকে এবং রাজ-বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নর-কণ্ঠ-নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহ পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতে থাকে; তখনো তিনি আপনার চিরাভিপ্রেত চরম-কল্যাণ-সম্পাদন-বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া সমান-রূপ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

তিনি স্বকীয় স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। আর সকলে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তিনি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া নাই; তিনি স্বকীয় মহিমাতেই স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ১ ॥

১০২

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনি সংপ্রতিষ্ঠন্তে ॥ ২ ॥

'যথা' যেন প্রকারেণ হে 'সৌম্য' প্রিয়দর্শন 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'বাসোবৃক্ষং' বাসার্থং বৃক্ষং 'সংপ্রতিষ্ঠন্তে' এবং 'হ বৈ তৎ সর্ব্বং' সমস্তজগৎ 'পরে আত্মনি' অক্ষরে পুরুষে 'সংপ্রতিষ্ঠতে' ॥ ২ ॥

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি-সকল তাহারদিগের বাস-স্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে ॥ ২ ॥

সকল বস্তুই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জড় জগতের সঙ্গে তাঁহার যে প্রকার সম্বন্ধ, আমারদের সঙ্গে ইহা অপে- ক্ষাও তাঁহার আর এক উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁহার সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত ॥ ২ ॥

১০৩

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ ॥ ৩ ॥

'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ 'সর্ব্বে[illegible] 'গূঢ়ঃ' প্রচ্ছন্নঃ 'সর্ব্বব্যাপী' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানাং [illegible] অন্তর্যামী। 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ' সর্ব্বপ্রাণিকৃতবিচিত্রকর্ম্মণামধ্যক্ষঃ। সর্ব্বা[illegible] অধিবাসয়তীতি 'সর্ব্বভূতাধিবাসঃ' প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ 'সাক্ষী' [illegible] দ্রষ্টা 'চেতা কেবলঃ' অসঙ্গঃ 'নির্গুণঃ চ' সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ [illegible]

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব ভূততে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়, তিনি জ্ঞান- স্বরূপ, সকলের সাক্ষী, ও সঙ্গ-রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই ॥ ৩ ॥

যিনি এই ভূলোকের ঈশ্বর, তিনি গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকেরই ঈশ্বর। যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং আমার প্রভু তিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং সকলেরই প্রভু। সেই এক দেবতা সর্ব্ব ভূতে গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অসীম. চরাচর শাসন

রতেছেন। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী এবং সকলেরই অন্তরাত্মা, আমারদি-
র যে এই জীবাত্মা-সকল, তাহারদিগেরও প্রত্যেকের মধ্যে তিনি পূর্ণ-
পে রহিয়াছেন। তিনি সকলের সাক্ষী এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনি সর্ব্ব
নে থাকিয়া সকলকে দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি যে কেবল সাক্ষী মাত্র
য়া আমারদিগকে নিরপেক্ষ-ভাবে দৃষ্টি করিতেছেন, এমত নহে; কিন্তু
ধ্যক্ষ হইয়া উপযুক্ত দণ্ড ও পুরস্কার বিধান দ্বারা আমারদের উত্তরো-
উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী ও সকলের প্রভু
রাও কিছুতেই আসক্ত নহেন, তিনি সঙ্গ-রহিত। স্বষ্ট পদার্থ শরীর
নের ধর্ম্ম কিছুই তাঁহাতে নাই, তিনি শুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ ॥ ৩ ॥

১০৪

সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ ॥

'সর্ব্বা দিশঃ ঊর্দ্ধং অধঃ চ' 'তির্য্যক্' পার্শ্বদিশঃ 'প্রকাশয়ন্' 'ভ্রাজতে'
প্যতে 'যৎ' যথা 'উ' 'অনড্বান্' আদিত্যঃ। 'এবং সঃ দেবঃ' দ্যোতন-
ভাবঃ পরমেশ্বরঃ 'ভগবান্' ঐশ্বর্য্যসমন্বিতঃ 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভ-
নীয়ঃ 'যোনিঃ' কারণং কৃৎস্নস্য জগতঃ পৃথিব্যাদীনাং। 'স্বভাবান্'
ভাবান্ গুণান্ 'অধিতিষ্ঠতি' নিযময়তি 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ॥৪॥

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্ সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া
শ পান, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব-প্রকাশক জগৎ-কারণ
য় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী
নি সর্ব্ব ভূতে তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন
তেছেন ॥ ৪ ॥

সূর্য্য যেমন সকলকে প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশ পান, অদ্বিতী[illegible] পরমেশ্বরও সেই রূপ তাঁহার এই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার কেহ প্রকাশক নাই, তাঁহার কেহ স্রষ্টা নাই; তিনি স্বয়ম্ভূ[illegible] তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি বায়ুতে শব্দ, অগ্নিতে ঔষ্ণ্য, জলে শৈত্য, ব[illegible] বল, পদে গতি, বৃষ্টিতে তৃপ্তি, নক্ষত্রে জ্যোতিঃ, সকল ভূতেতে তাহা[illegible] দের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

১০৫

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ৫ ॥

'এনং' প্রস্তাবিতম্ 'ঊর্দ্ধং' ঊর্দ্ধদিশি কশ্চিদপি ন [illegible] ন পরিগৃহীতবান্ 'তির্য্যঞ্চম্' ন পার্শ্বে 'ন' চ 'মধ্যে' ঊর্দ্ধাধিয় [illegible] কেনাপি পরিগ্রাহ্যঃ। 'ন' 'তস্য' ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য [illegible] সদৃশাভাবাৎ 'প্রতিমা' উপমা 'অস্তি' 'যস্য' ঈশ্বরস্য 'নাম' [illegible] 'মহদ্‌যশঃ' মহদ্দিগাদ্যনবচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ কীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

কি ঊর্দ্ধ দেশে, কি তির্য্যক্, কি মধ্য-দেশে, ইহাঁকে কোথা[illegible] কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহা[illegible] নাম মহদ্‌ যশঃ ॥ ৫ ॥

অত্যুন্নত-মানসিক-বৃত্তি-সমন্বিত শ্রেষ্ঠ জীবেরাও সেই অসীম-জ্ঞা[illegible] সমুদ্র, অমৃতময়, মঙ্গলময়ের গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না[illegible] তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার অনুরূপ কোন পদা[illegible] নাই। সূর্য্য তাঁহার জ্যোতির আভাসও প্রকাশ করিতে পারে না, ব[illegible] তাঁহারবলের মাত্রাও প্রদর্শন করিতে পারে না—পিতা মাতার অকৃ[illegible] স্নেহ, হৃদয়-বন্ধুর নিঃস্বার্থ প্রীতি, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, তাঁহ[illegible] প্রেমের ছায়া মাত্র। তাঁহার শরীর নাই, তিনি শরীরের নির্ম্মাতা; তাঁ[illegible]

ন নাই, তিনি মনের স্রষ্টা ; তাঁহার যশঃ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার মহিমা ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দেদীপ্য- ান রহিয়াছে ; অতএব তাঁহার নাম মহদ্ যশঃ ॥ ৫ ॥

১০৬

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৬ ॥

[illegible] ইহাঁ [illegible] 'রূপং' স্বরূপং রূপাদিবর্জ্জিতং [illegible] 'সংদৃশে' [illegible] 'ন তিষ্ঠতি'। ইন্দ্রিয়াগোচরত্বাদেব 'ন চক্ষুষা পশ্যতি' [illegible] 'এনম্' ঈশ্বরং চক্ষুরিন্দ্রিয়োপলক্ষণং সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্ন [illegible] গোচরীভূতং [illegible]। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া মনসা [illegible] 'মনীষা' বুদ্ধ্যা বিকল্পবর্জ্জিতয়া 'মনসা' মননরূপেণ [illegible] 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিসমর্থিতঃ অভিপ্রকাশিতঃ ঈশ্বরো- [illegible] 'য এনং' ব্রহ্ম 'এবং বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি' ॥ ৬ ॥

ইহাঁর স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইহাঁকে কেহ ুর দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত দ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন ; যাঁহারা ইহাঁকে এই কারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ৬ ॥

পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞান-নেত্রের গোচর। ন তাঁহার অনুরাগে একাগ্রচিত্ত হইয়া যুক্তি-যোগে স্বীয় বুদ্ধিকে জ্জিত ও সংশয়-বর্জ্জিত করেন ; তিনি সেই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর া পুরুষকে প্রত্যক্ষ দেখেন এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া অমর

হয়েন—তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ৬ ॥

১০৭

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

'শ্রবণায়' শ্রবণার্থং 'অপি বহুভিঃ' [illegible] 'ন লভ্যঃ' [illegible] শৃণ্বন্তঃ অপি বহবঃ' অনেকে অন্যে 'যং' [illegible] ন বিদ্যুঃ অভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ুঃ [illegible] আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতবদনেকেষু কশ্চিদেব ভবতি। তথা [illegible] লব্ধা [illegible] 'লব্ধা কুশলঃ' নিপুণ এব ভবতি। তথা [illegible] 'আশ্চর্য্যঃ' কশ্চিদেব ভবতি 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন নিপুণেন [illegible] অনুশিষ্টঃ সম্যক্‌শিক্ষিতঃ সন্ ॥ ৭ ॥

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না ; তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে, এমত বক্তা অতি দুর্লভ ; ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে । নিপুণ-রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ ॥ ৭ ॥

অনেকে পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত অভিপ্রায় বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয় না। অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও সমুচিত শ্রদ্ধার অভাবে

তাঁহাকে জানিতে পারে না। বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায় না। এ নিমিত্তে পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানী সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব জাতি-মধ্যে অতি অল্প। সদ্বুদ্ধি-শালী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যে তাঁহাকে জানিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ-চিত্ত পরমাত্মজ্ঞানী ব্যতিরেকে তাঁহার বিষয় উপদেশ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। তাঁহার বক্তাও দুর্ল্লভ, তাঁহার লব্ধাও দুর্ল্লভ; অতএব পরমাত্ম-জ্ঞান সাতিশয় যত্ন-সাধ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যে মনোগত স্পৃহা ও একান্ত যত্ন না থাকিলে তাঁহাকে জানা যায় না এবং তাহাঁর সমাধি-সাধনেও সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৭ ॥

১০৮

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা

স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ৮ ॥

'পরাচঃ' বহির্গতানেব 'কামান্' বিষয়ান্ 'অনুযন্তি' [illegible] 'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ 'তে' তেন কারণেন 'মৃত্যোঃ' 'বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য [illegible] 'পাশং' পাশ্যতে বধ্যতে যেন তং 'যন্তি' গচ্ছন্তি। [illegible] 'অথ' তস্মাৎ 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'অমৃতত্বং' 'ধ্রুবং' 'বিদিত্বা' 'অধ্রুবেষু' অনিত্যেষু সর্ব্বপদার্থেষু 'ইহ' সংসারে 'ন প্রার্থয়ন্তে' [illegible] ॥ ৮ ॥

অল্প-বুদ্ধি লোক-সকল বহির্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়, ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥ ৮ ॥

যাহারা বহির্ব্বিষয়ই দেখে, যাহারা স্বীয় আত্মাকে এবং আত্মার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না; তাহারা বহির্ব্বিষয়ে আসক্ত হইয়া, স্বীয় প্রবৃত্তিরই দাস হইয়া, বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপ এই জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি এবং মৃত্যুর পাশ এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে, মৃত্যু-পাশে, বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমত উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম লাভ করিয়াও যাহারা সংসারের বিষয়-কামনাতে অভিভূত হইয়া স্বেচ্ছাচার বালকের ন্যায় ব্যবহার করে; তাহারাও মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয়, এবং স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পরম পদ ও চরম গতি হইতে বহু দূরে স্থিতি করে। ধীর ব্যক্তিরা অমৃত-স্বরূপের সহিত আত্মার নিত্য যোগ জানিয়া এই অনিত্য সংসারের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম-নিয়মানুসারে স্বীয় প্রবৃত্তির উপরে আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া জগৎ-পিতার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারিলেই সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত হয়েন॥ ৮॥

১০৯

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ৯॥

'যেন অহং ন অমৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্।' 'অসতঃ' সংসারাৎ 'মা' মাং 'সৎ' ব্রহ্ম 'গময়'। 'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ 'মা' মাং 'জ্যোতিঃ' ব্রহ্মাধিগমং 'গময়'। 'মৃত্যোঃ' 'মা' মাং 'অমৃতং গময়'। হে 'আবিঃ' স্বপ্রকাশব্রহ্মচৈতন্য 'মে' মদর্থং 'আবীঃ এধি' আবীরেব অজ্ঞানাবরণাপনয়েন প্রকটীভব। হে 'রুদ্র' পরমেশ্বর 'যৎ' 'তে' তব 'দক্ষিণং

মুখম্ উৎসাহজনকম্ আহ্লাদকরং 'তেন' অশনায়াপিপাসাশোকমোহ-রহিতং 'মাং' 'পাহি' রক্ষস্ব 'নিত্যং' সর্ব্বদা ॥ ৯ ॥

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব। অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর ॥ ৯ ॥

যাহার দ্বারা অমৃত পুরুষের সহিত সহবাস লাভ না হইয়া অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? বিষয় বিভব, মান যশঃ, আমোদ প্রমোদ, সমুদায়ই অস্থায়ী;, ইহারা স্থায়ী হইলেও প্রিয়তম ঈশ্বরকে না পাইলে এ সকল লইয়া কি করিব? অতএব, হে পরমেশ্বর! যাহাতে তোমাকে পাইতে পারি, আমাকে এমন উপযুক্ত কর। অসৎ সংসার হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার সৎ পথে প্রবৃত্ত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার আত্মাতে তোমার জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ কর এবং অমৃতস্বরূপ যে তুমি আমাকে তোমাতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট নিত্য প্রকাশিত থাক, যেন বিপদে পড়িয়া তোমার রুদ্র মুখ দেখিতে না হয়; যেহেতু যখন আমি তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে না পাই, তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি। তুমি আমার অন্ধকারের প্রদীপ, পিপাসার জল এবং আরামের স্থল ॥ ৯ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

১১০

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ১ ॥

'সত্যম্ এব' 'জয়তে' জয়তি 'ন অনৃতম্'। 'সত্যেন' অনৃতত্যাগেন মৃষাবচনত্যাগেন 'লভ্যঃ' প্রাপ্তব্যঃ 'তপসা' মনস একাগ্রতয়া 'হি এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'সম্যক্ জ্ঞানেন' যথাভূতব্রহ্মদর্শনেন। 'যেন' সত্যেন তপসা জ্ঞানেন 'আক্রমন্তি' আক্রামন্তে 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ 'হি' 'আপ্তকামাঃ' বিগততৃষ্ণাঃ 'যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্' তৎ পরব্রহ্ম ॥ ১ ॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য-কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। ঋষিরা এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্তচিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১ ॥

শান্ত-চিত্ত হইয়া সত্যকে জান, এবং সত্যকে জানিয়া সত্যের পথে চল; তবে সত্যের জয়ে তুমি জয়যুক্ত হইবে। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে; তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর, মিথ্যা ও কপটতা পরিহার কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক জ্ঞান দ্বারা, সেই সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আপ্তকাম নির্দ্দোষ ঋষিরা কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১১১

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজোঽ-
প্রাণোহ্যমনাঃ। যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ২ ॥

'দিব্যঃ' দ্যোতনবান্ 'হি' 'অমূর্ত্তঃ' সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ 'পুরুষঃ' পূর্ণঃ
হ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্ততইতি 'সবাহ্যাভ্যন্তরঃ' 'হি' ন জায়তে কুতশ্চি-
ৎ 'অজঃ' অবিদ্যমানঃ প্রাণবায়ুর্যস্মিন্ অসৌ 'অপ্রাণঃ' 'হি' অবিদ্য-
মনো যস্মিন্ সোঽয়ম্ 'অমনাঃ' 'যং' ব্রহ্মাত্মানং 'পশ্যন্তি' উপ-
ন্তে 'যতয়ঃ' যত্নশীলাঃ 'ক্ষীণদোষাঃ' ক্ষীণপাপাঃ ॥ ২ ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ পুরুষ, সকলের বাহিরেও
াছেন, এবং সকলের অন্তরেও আছেন, এবং জন্মরহিত;
াহার শারীরিক প্রাণও নাই এবং মনও নাই; যাঁহাকে
ীণদোষ যত্নশীল ধীরেরা দৃষ্টি করেন ॥ ২ ॥

তিনি প্রকাশবান্, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই অপরি-
ম বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার সত্তার প্রমাণ দিতেছে, ইহার
ত্যেক শক্তি সেই মূল-শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার কোন
র্ত্ত নাই, তিনি পূর্ণ পুরুষ; তিনি সকল বস্তুর বাহিরেও আছেন এবং
ল বস্তুর অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্মরহিত, তিনি
কালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর-স্বভাব। তিনি মনুষ্যাদির ন্যায় প্রাণ-
অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না; তিনি স্বয়ং প্রাণ, তিনি
ণের প্রাণ। মন তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট পরিমিত পদার্থ-বিশেষ, অতএব
ার এতাদৃশ মন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জ্ঞান আমারদের
নের ন্যায় মনের বৃত্তি নহে, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহারা
াচরণ হইতে বিরত থাকিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহাকে অম্বেষণ করেন.
ারা তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

১১২

যোদেবানামধিপোযস্মিন্ লোকাঅধিশ্রিতাঃ ।
যঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পাদঃ সবাএষমহানজআত্মা ॥৩

'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'দেবানাম্' 'অধিপঃ' স্বামী 'যস্মিন্' পরমেশ্বরে কারণে 'লোকাঃ' 'অধিশ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'যঃ' পরমেশ্বরঃ অস্য 'দ্বিপদঃ' মনুষ্যস্য 'চতুষ্পাদঃ' গবাদেঃ 'ঈশে' ঈষ্টে 'সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ' 'আত্মা' পরমাত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি, লোকান্তর-নিবাসী দেবগণ পর্য্যন্ত, সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন ও অধিপতি, যাঁহার শাসনের অধীন থাকিয়া কি মনুষ্য কি পশু সকলই চিরকাল প্রতিপালিত হইতেছে; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

১১৩

অদৃষ্টোদ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতো
বিজ্ঞাতা ॥ ৪ ॥

'অদৃষ্টঃ' ন দৃষ্টঃ চক্ষুর্গোচরত্বমনাপন্নঃ কস্যচিৎ স্বযন্তু 'দ্রষ্টা' 'অশ্রুতঃ' শ্রোত্রগোচরত্বমনাপন্নঃ স্বযন্তু 'শ্রোতা' তথা 'অমতঃ' মনোবিষয়ত্বমনাপন্নঃ স্বযন্তু 'মন্তা' যতঃ সোঽদৃষ্টোঽশ্রুতোঽমতোঽতএব 'অবিজ্ঞাতঃ' স্বযন্তু 'বিজ্ঞাতা' ॥ ৪ ॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সক-
ঃ দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি-গোচর করে নাই,
ন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে
রে নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে
ত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন ॥ ৪ ॥

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের চক্ষু-কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই; কিন্তু আমরা
কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, সেই স্বয়ম্ভু সর্ব্বজ্ঞ
র তাহার সমুদায়ই জানেন এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে
া, তাহাও তিনি জানেন। তিনি নিঃশেষ-রূপে সকলের সকলই
নন, কিন্তু কেহই তাঁহার স্বরূপের অন্ত জানিতে পারে না ॥ ৪ ॥

১১৪

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ॥ ৫ ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার
র্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ
াহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সৃষ্টির অতীত বস্তু; এই
। তাঁহার নির্দ্দেশ। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায়, মন দ্বারা যাহাকে মনন
তে পায়া যায়, তাহা তিনি নহেন; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য।
ল বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে দর্শন করা যায় ॥ ৫ ॥

১১৫

সএবসর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্র
শাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৬ ॥

'সঃ এবঃ' ব্রহ্মাত্মা 'সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ' 'সর্ব্বম্' প
জগৎ 'যৎ ইদং কিঞ্চ' অনবশিষ্টং 'প্রশাস্তি' নিয়ময়তি ॥ ৬ ॥

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি
তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়েরই শাস
করেন ॥ ৬ ॥

দেব মনুষ্য, পশু পক্ষী, সকলই তাঁহার শাসনে রহিয়াছে; (
তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

১১৬

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি
পঞ্চাগ্নয়োযে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ৭ ॥

'ঋতং' সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং 'পিবন্তৌ' একস্তত্র কর্ম
পিবতি ভুংক্তে নেতরঃ তথাপি পাতৃসম্বন্ধেন পিবন্তাবিত্যুচ্যতে
'সুকৃতস্য' স্বয়ংকৃতস্য কর্ম্মণঃ 'লোকে' শরীরে 'গুহাং' গুহায়াং
'প্রবিষ্টৌ' 'পরমে পরার্দ্ধে' প্রকৃষ্টস্থানে। তৌ চ 'ছায়াতপৌ' এব
ক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বদন্তি' কথয়ন্তি। ন কে

ব্রহ্মবিদঃএব বদন্তি 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' গৃহস্থাঃ 'যে চ' 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিঃকৃত্বো-নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যৈস্তে ॥ ৭ ॥

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন স্বকৃত কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন, আর এক জন সেই ফল প্রদান করেন, ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহারদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

জীবাত্মা এবং তাহার আশ্রয় সর্ব্ব-ব্যাপী পরমাত্মা উভয়েই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমরা উভয়কেই সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি। ছায়া এবং আতপ যে রূপ পরস্পর বিলক্ষণ ও ভিন্ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেই রূপ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, জীবাত্মা সেই ফল ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কেবল তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদেরা এই উভয়কে এরূপ বিলক্ষণ-স্বভাব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এমত নহে; অগ্নিহোত্রী কর্ম্মিরাও এই রূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

১১।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ ১ ॥

যো বৈ 'ভূমা' মহৎ নিরতিশয়ং ব্রহ্ম 'তৎ সুখং' 'ন অল্পে' সু-তিরিক্তে কস্মিংশ্চিদপি বস্তুনি 'সুখং' সম্পূর্ণম্ 'অস্তি'। 'ভূমৈব সুখম্' অতঃ 'ভূমা তু এব' 'বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' ॥ ১ ॥

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

মনুষ্যের মন পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। সেই ভূমাতেই আমাদের সুখ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-সুখে আমারদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়-সুখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র—কখনো বা ধর্ম্মের অনুকূল, কখনো বা প্রতিকূল ; কখনো বা সেব্য, কখনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমারদের তৃপ্তির স্থল, আমারদের পবিত্র শান্তি-নিকেতন। অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

১১৮

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি ॥ ২ ॥

হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'সঃ' ভূমা ব্রহ্মাত্মা, 'কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ' ইতি উক্তবন্তং শিষ্যং প্রতি আহ আচার্য্যঃ 'স্বে মহিম্নি' আত্মীয়ে প্রতিষ্ঠিতো ভূমা ॥ ২ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেম, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর নিরালম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করি-

তেছে; তিনি তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্ব-রূপ-শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি এক মাত্র শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন; কিন্তু তিনি কিছু-তেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রহে নাই। সেই নিরব-লম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাতে আপ-নিই নিত্য রহিয়াছেন; তাঁহার কেহ জনকও নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই ॥ ২ ॥

১১৬

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দ-[illegible] স উত্তরতঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য [illegible] ॥ ৩ ॥

[illegible]

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে; তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে; তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন ॥ ৩ ॥

কি ঊর্দ্ধে, কি অধোতে; কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে; কি দক্ষিণে, কি উত্তরে; আমারদিগের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দীপ্যমান রহিয়া-ছেন। আমরা যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান; যদি গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্ত-মান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহি-

য়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়া- ছেন। সকল স্থানই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি। যেমন তিনি সর্ব্ব-দেশ-ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব্ব-কাল-বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহ কালের নিয়ন্তা, তেমনি পর কালেরও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন ॥ ৩ ॥

১২০

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

যঃ 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা 'অবর্ণঃ' নির্বিশেষঃ [illegible] 'শক্তিযোগাৎ' 'নিহিতার্থঃ' গৃহীতপ্রয়োজনঃ প্রজানাং 'বর্ণান্' [illegible] পদার্থান্ 'অনেকান্' 'দধাতি' বিদধাতি প্রজাভ্যঃ। 'আদৌ' [illegible] মধ্যে চ 'বিশ্বং' যস্মিন্ 'বি এতি' ব্যাপ্নোতি 'সঃ' 'দেবঃ' [illegible] স্বভাবঃ বিজ্ঞানৈকরসঃ পরমেশ্বরঃ। 'সঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'শুভয়া' [illegible] 'সংযুনক্তু' সংযোজয়তু ॥ ৪ ॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়ো- জন জানিয়া বহু-প্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধা- করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত-মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয় রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

নানা বর্ণের সৃজন-কর্ত্তা সেই যে এক পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং বর্ণহী হইয়াও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানিদিগের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়

হেন। তাঁহারা সেই সত্য পুরুষকে, ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ-সৌভাগ্যের প্রেরয়িতা-রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন এবং নিষ্কাম হইয়া মনের প্রীতিতে তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহারদিগের কিছুই প্রার্থনা নাই, কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা ॥ ৪ ॥

১২১

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো-
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৫ ॥

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ' বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ বৃক্ষাৎ সংসা-রাৎ কালাৎ আকৃতেশ্চ 'পরঃ' 'অন্যঃ' প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টঃ 'যস্মাৎ' ঈশ্ব-রাৎ 'অয়ং' 'প্রপঞ্চঃ' সংসারঃ 'পরিবর্ত্ততে।' জ্ঞাত্বা তং 'ধর্ম্মাবহং' ধর্ম্মাবহন্তং 'পাপনুদং' পাপস্য নাশয়িতারং 'ভগেশং' ভগস্য ঐশ্ব-র্য্যস্য ঈশং স্বামিনম্ 'আত্মস্থং' সর্ব্বেষামাত্মনি স্থিতম্ 'অমৃতম্' অমরণ-ধর্ম্মাণং 'বিশ্বধাম' বিশ্বস্যাধারভূতম্। 'জ্ঞাত্বা' চ 'বিশ্বস্য একং পরিবে-ষ্টিতারং' 'শিবম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি 'শান্তিম্ অত্যন্তম্' ॥ ৫ ॥

তিনি সংসার, কাল ও সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং সুতরাং ভিন্ন; যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে,

সেই মঙ্গল-স্বরূপ একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৫ ॥

এই জগৎ সংসারে যে কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহার মত তিনি কিছুই নহেন; না তিনি বাহ্য বিষয়ের মত, না তিনি অন্তরস্থ মনেরই মত। তিনি বিষয় ও মন সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে ভিন্ন। তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। তিনি যেমন এই আকাশে থাকিয়া নিয়ন্তা-রূপে সমুদায় জড় জগৎকে ও পশুপ্রকৃতিকে নিয়মে রাখিতেছেন, সেইরূপ তিনি মনুষ্যের আত্মাতে ধর্ম্মাবহ-রূপে অবস্থিতি করিয়া অহরহ ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। জড় জগৎ ও পশু পক্ষীরা নিয়ম না জানিয়া নিয়মের বলে বদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতেছে, আত্মা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোকে ধর্ম্মের নিয়ম অবগত হইয়া স্বাধীন-ভাবে ধর্ম্ম-কার্য্য সাধন করিতেছে। যখন আত্মা মানসিক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং ধর্ম্ম-নিয়মের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আদেশ অবহেলা করিয়া পাপ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে আপনার স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয় ও আন্তরিক দুঃসহ গ্লানি ভোগ করিতে থাকে। পাপ-মোচয়িতা ঈশ্বর ভিন্ন তখন তাহার আর গতি নাই। যখন সেই পাপাক্রান্ত আত্মা অকৃত্রিম অনুতাপে দগ্ধ হইয়া এমন আর করিব না বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখনই তিনি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আপনার সৎপথে সমন্নত করেন। এই তাঁহার মহিমা, এই তাঁহার করুণা। এই পাপময় দুঃখময় সংসারে সেই এক মাত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অমৃত ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতেই প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তিদাতা জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়॥৫॥

১২২

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-

র্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ

সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ৬ ॥

'স' পরমেশ্বরঃ 'বিশ্বকৃৎ' বিশ্বস্য কর্তা [illegible] আত্মনশ্চাসৌ যোনিশ্চেতি 'আত্মযোনিঃ' [illegible] 'কালকালঃ' [illegible] 'গুণী' বিচিত্রশক্তিমান্ 'সর্ববিদ্ যঃ'। [illegible] [illegible] ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা তয়োশ্চ পালয়িতা 'গুণেশঃ' [illegible] 'সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ' সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধানাং হেতুঃ [illegible] ॥ ৬ ॥

তিনি বিশ্ব-কর্ত্তা, বিশ্ব-বেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞা-
ন্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব
বিতের প্রতিপালক, সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর এবং সংসারের
স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের হেতু ॥ ৬ ॥

তিনি সকলের স্রষ্টা, সকলের পাতা, সকলের সুহৃৎ, সকলের প্রভু।
ন বস্তু তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তাঁহারই নিয়মে
আত্মা শরীরে বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে স্বাধীন হইয়া মুক্তির অধি-
রী হইয়াছে এবং পরিশেষে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া
সার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৬ ॥

১২৩

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো-
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়।

অনুরোধে মানসিক প্রবৃত্তির, ইন্দ্রিয়াশ্রিত কামনার, প্রতিকূলে গিয়া আত্ম-প্রসাদে যত উন্নত হই, যত পবিত্র হই; ততই সেই পবিত্র-স্বরূপে আমারদের অনুরাগ যায় এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সংসারের মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

১২৪

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ৮ ॥

তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ 'নাম' অভিধানং 'সত্যম্'। ব্রহ্মণঃ স্বরূপং [illegible]। 'নিষ্কলং' কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তৎ নিষ্কলম্। 'নিষ্ক্রিয়ং' [illegible] স্বয়ং নিয়মেন সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্তি 'শান্তম্' উপসংহৃতসর্ব্ব-[illegible] 'নিরবদ্যম্' [illegible] 'নিরঞ্জনং' নির্লেপম্। অমৃতস্য মোক্ষস্য [illegible] 'পরং সেতুং' সংসারমহোদধেঃ উত্তরণোপায়ত্বাৎ। 'দগ্ধেন্ধনম্' 'অনলম্' 'ইব' দেদীপ্যমানম্ ॥ ৮ ॥

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধ-দারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ॥ ৮ ॥

সেই এই অতি দূরস্থ এবং অতি নিকটস্থ সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মের নাম সত্য; যে হেতু তিনি সত্য-স্বরূপ। সেই সত্য-স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া এই সমুদায় জগৎ সত্য হইয়াছে। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, আত্মার আত্মা।

তিনি একমাত্র, প্রজ্ঞানঘন; তাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম-

সকল স্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্তে যাহাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণ-পণে বহন করিতেছে; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্তৃরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া যথা-কালে সূর্য্য উদয় হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষ ফলবান্ হইতেছে; এবং তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়মের শাসনে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া বিপথগামী হইলে ধর্ম্মদণ্ড পাপ-গ্লানি সহ্য করিতেছে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে, পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মের পুরস্কারে আত্ম-প্রসাদে পবিত্র হইতেছে, পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র-স্বরূপকে লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত হইতেছে। তাঁহার স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁহার স্বয়ং কোন আয়াস লইতে হয় না; তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সকলে মিলিয়া, কেহ বা বদ্ধ-ভাবে কেহ বা স্বাধীন-ভাবে, তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। তিনি সংসারের কর্ত্তা, অথচ সংসার হইতে অতীত; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন; তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপে দোষ নাই, তিনি নিরবদ্য, অনিন্দনীয়। সেই অমৃতের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে পাইয়া আর মৃত্যু-ভয় থাকে না, তিনি অমৃতের পরম সেতু। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশবান্ দেখেন॥ ৮॥

১২৩

সসেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ॥ ১॥

"স" আত্মা সেতুরিব 'সেতুঃ' 'বিধৃতিঃ' বিধরণঃ অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বিধৃতং। অধিষ্ঠানং হীশ্বরেণেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যতস্তস্মা

সেতুর্বিধৃতিঃ। 'এষাং' ভূরাদীনাং 'লোকানাম্' 'অসম্ভেদায়' অবিদা[illegible] নাষ অবিনাশায়েত্যেতৎ। 'ন এনং সেতুং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'অহোরাত্রে' ঽসো অনিমিত্তঃ পরিচ্ছেদকে 'তরতঃ'। যথা অন্যে সংসারিণঃ [illegible] [illegible] [illegible] ন তথা অয়ং কালপরিচ্ছেদ্যঃ। [illegible] [illegible] প্রাপ্নোতি তথা 'ন মৃত্যুঃ' 'ন' চ 'শোকঃ'॥ ৯॥

তিনি এই লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। এই সেতু-স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না॥ ৯॥

সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি এই সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য বস্তু; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এত দিন বর্ত্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্য্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকার অহোরাত্র দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকার; সুতরাং জরা-শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের স্রষ্টা ও আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, কাল তাঁহাকে কি প্রকারে অতিক্রম করিবেক। যাঁহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত-স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক॥ ৯॥

১০

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানা-

প্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজা-
নাতি ॥ ১০ ॥

'সঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'অপহতপাপ্মা' 'বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ'
'বিজিঘৎসঃ' জিঘৎসা অত্তুমিচ্ছা তদ্রহিতঃ 'অপিপাসঃ' পিপাসাবর্জ্জিতঃ
'সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ'। 'সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'। কিং
তস্যান্বেষণাৎ বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে 'সঃ' 'সর্ব্বান্ চ লোকান্
আপ্নোতি' 'সর্ব্বান্ চ কামান্ যঃ তম্' 'আত্মানং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'অনু'
অন্বিষ্য 'বিজানাতি' ॥ ১০ ॥

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও
ক্ষুৎ-পিপাসা-বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে
অন্বেষণ করিবেক এবং তাঁহাকেই বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা
করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন,
তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ
হয় ॥ ১০ ॥

আমরা অপূর্ণ, ভ্রান্ত, পাপাক্রান্ত জীব হইয়া যে সেই পাপশূন্য,
পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সত্য অক্ষয় পুরুষকে জানিতে পারি; ইহা আমারদের
সামান্য সৌভাগ্য নহে। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে আমারদের
একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক করে। তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বে-
ষণ করে, তদ্রূপ সেই ধ্রুব সত্য অক্ষত অমৃতের প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে
অন্বেষণ করিবেক এবং করতল-ন্যস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ
তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয়-রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া
জানিতে ইচ্ছা করিবেক। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বহু অন্বেষণ পরে তাঁহাকে
আপনার নির্দ্দোষ জ্যোতির্ম্ময় আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার আত্মা প্রাণের
প্রাণ, সকলের কারণ ও আশ্রয়-রূপে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলে তৃষ্ণার্ত

মৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন; তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও ভূরাদি সকল লোকের সুখ প্রাপ্তি হয়; তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সকল আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ১০ ॥

১২৭

আকাশোবৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা।
তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতম্ ॥ ১১ ॥

'আকাশঃ বৈ' ব্রহ্মণঃ 'নাম' অভিধানম্ আকাশইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ পরমাত্মা আকাশাখ্যঃ। 'নামরূপয়োঃ' 'নির্ব্বহিতা' নির্ব্বোঢ়া 'তে' নামরূপে 'যদন্তরা' যস্য অন্তরা বিলক্ষণে 'তৎ ব্রহ্ম' যদি তদ্‌ব্রহ্ম নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণং অস্পৃষ্টং তথাপি তয়োর্নির্ব্বোঢ়া। 'তৎ অমৃতম্' ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মের নাম আকাশ। তিনি নাম রূপের নির্ব্বহিতা; াবং সেই নাম রূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি ামৃত ॥ ১১ ॥

মন যখন ব্রহ্মের সেই অনন্ত ভাব অনুভব করে, বাক্য তখন তাহা ক্ত করিতে গিয়া তাঁহার নাম আকাশ দেয়। বাস্তবিক তাঁহার কোন ন নাই এবং রূপও নাই; নাম-রূপ-বিশিষ্ট যাবতীয় পদার্থ তাঁহা ইতে সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে পালিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

১২৮

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

'ন এব বাচা ন মনসা' 'ন চক্ষুষা' নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ 'প্রাপ্তুং শক্যঃ' শক্যতে কেনচিৎ। তস্মাৎ 'অস্তি ইতি ব্রুবতঃ' আস্তিকবাদিনঃ আগমার্থানু-সারিণঃ শ্রদ্দধানাৎ 'অন্যত্র' নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতো মূলং বুদ্ধ নিরন্বয়মেবেদং কার্যমিতি মন্যমানে বিপরীতদর্শিনি 'কথং' 'তৎ' ব্র 'উপলভ্যতে' ন কথঞ্চন উপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

তিনি বাক্য দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষু দ্বারা কাহার কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি বলে যে, তি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপল হইবেন ॥ ১২ ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য। তাঁহাকে চ দ্বারা, অথবা বাক্য দ্বারা, অথবা মন দ্বারা, উপলব্ধি করা যায় ন তাঁহাকে কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আম আপনারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া যে বিশ্বাস করিতেছি, তাহ অন্তর্ভূত এই বিশ্বাস আছে যে এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন; হেতু যদি এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকেন, তবে আমারদিগ অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন ভূমি নাই। পরতন্ত্র অপূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব দ্বারা এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পদার্থের অস্তি বুঝায়। এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে। স লের আত্মাতে এই স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় আছে যে পরতন্ত্র ও অপূ পদার্থের স্রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। পরে য এ বিষয়ে সংশয় হয়, তখনই যুক্তি ও বিচার উপস্থিত হয়; কিন্তু সে বিচারের পরেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে বাক্য মনের অতীত, জ্ঞান-গোচ এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষ আছেন; যে হেতু যখন আমারদের নির্ম্মল জ্ঞা সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ প্রকাশ পান, তখন আত্ম-প্রত্যয় তাঁহা অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপিত করে। এই আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করি গেলে একেবারে যুক্তির মূল ছেদন করা হয় এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হই

।। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে, এবং কার্য্য-রণের অস্তিত্বে, সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি ত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কখনো জ্ঞান-গোচর নিত্য য় মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষকে সংশয়-রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি স্থির হন এবং ঈশ্বর-সহবাস-জনিত সুনির্ম্মলা শান্তি তিনি কদাপি ভ করিতে পারেন না। আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি ন যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কখনই উপলব্ধ য়ন না ॥ ১২ ॥

[illegible]

[illegible] ॥ ১৩ ॥

[illegible] ॥ ১৩ ॥

যিনি যখন প্রকাশবান্, ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, পরমা-কে সাক্ষাৎ দেখেন; তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা তে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সেই আপনাকে গোপন রাখিতে া করে; কিন্তু যদিও আপনাকে অন্যের নিকটে অত্যন্ত গোপন যায়, তথাপি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বদৃক্ পুরুষের নিকটে কখনই ন করিতে পারা যায় না। যিনি প্রকাশবান্, ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা

পরমাত্মাকে করতল-ন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় সহজে সাক্ষাৎ দেখে
তিনি আর কোন দোষে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না; সুতরাং আ
ন্যকেও তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না। মোহ-বশ
যদি তিনি কখনো কোন দোষে লিপ্ত হয়েন, তবে তিনি তাঁহার নি
হইতে তাহা গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু সেই দোষ হই
উদ্ধার হইবার জন্য সরল হৃদয়ে, সন্তাপিত চিত্তে, তাঁহার নিক
প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে মুক্ত করেন ॥ ১৩ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

১৩০

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১।

'ন' 'দুশ্চরিতাৎ' পাপকর্ম্মণঃ 'অবিরতঃ' অনুপরতঃ 'ন' অপি ই
লৌল্যাৎ 'অশান্তঃ' 'ন' অপি 'অসমাহিতঃ' 'অনেকাগ্রমনাঃ' বি
চিত্তঃ। 'ন বা অপি' 'অশান্তমানসঃ' কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ কেবলং 'প্র
নেন' 'এনং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'আপ্নুয়াৎ'। যস্তু দুশ্চরিতাৎ বিরতঃ ই
লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্ সঃ প্র
নেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চ
হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এব
কর্ম্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই; সে ব্যা
কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ১ ॥

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃ সমাধানের এবং তাহার সহিত অধ্যাত্ম যোগের বিমল আনন্দ কখনো আস্বাদ করিলাম না; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না; তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য-পথে কখনো বিচরণ করিলাম না; কেবল স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্ম কাল যুক্ত রহিলাম; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল? ১॥

১৩১

[illegible] ধীরঃ।
[illegible] বৃণীতে ॥ ২ ॥

[illegible] ॥ ২ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়; তিনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন ॥ ২ ॥

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের সুখে নিমগ্ন হওয়া প্রেয়। কখনো ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়, কখনো সাংসারিক সুখ মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয়; আর যিনি সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি সাংসারিক সুখের উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত কদাপি এ বাক্য বলিতে পারেন না যে "হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।" যখন উৎসাহ-পূর্ব্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে এবং তোমার সমুদয় কার্য্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্ রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে ॥ ২ ॥

১৫২

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ॥ ৩ ॥

যথা কর্ত্তুং যথা চরিতুং শীলমস্য সোঽয়ং মনুষ্যঃ 'যথাকারী যথাচারী' স 'তথা ভবতি'। 'সাধুকারী সাধুঃ ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি'। 'পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন' ॥ ৩ ॥

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন আর যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেই রূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম্ম করেন, তিনি সাধু হয়েন,

[আ]র যিনি পাপ কর্ম্ম করেন, তিনি পাপী হয়েন ; পুণ্যকর্ম্ম-[ফ]লে আত্মা পবিত্র হয়, আর পাপ-কর্ম্ম-ফলে আত্মা পাপময় [হ]য় ॥ ৩ ॥

পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে [প]বিত্র করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিবেক ॥ ৩ ॥

১৩৩

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৪ ॥

[illegible] 'অবিজ্ঞানবান্' অবিবেকী 'ভবতি' 'অযুক্তেন' [illegible] 'তস্য' অকুশলস্য 'ইন্দ্রিয়াণি' [illegible] 'দুষ্টাশ্বাঃ' [illegible] 'ইব' 'সারথেঃ' [illegible]

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত ; তাহার [ই]ন্দ্রিয়-সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না ॥ ৪ ॥

মন স্বীয় বশে না থাকিলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্ম্ম-পথ হইতে [কু]পথগামী করে এবং কন্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া তাহাকে [বি]শেষ-যন্ত্রণাগ্রস্ত করে। অতএব কোন প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয় যেন [বু]দ্ধি-বৃত্তির অবশীভূত ও ধর্ম্ম-শাসনের বহির্ভূত না হয় ॥ ৪ ॥

১৩৪

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ' তু পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ 'ভবতি' 'বিজ্ঞানবান্' বিবেকবান্

'যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'সমনস্কঃ' যুক্তমনাঃ 'সদা শুচিঃ'। 'সঃ তু তৎপদম্ আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ ন 'জায়তে' সংসারে ॥ ৭ ॥

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না ॥ ৭ ॥

যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়েন, ধর্ম্ম তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে লইয়া যান; যেখান হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হইয়া অধোগতি হয় না, কিন্তু অনন্ত উন্নতিই তিনি লাভ করিতে থাকেন ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮ ॥

'যঃ তু' 'বিজ্ঞানসারথিঃ' বিজ্ঞানং সারথির্যস্যেতি 'মনঃপ্রগ্রহবান্' প্রগৃহীতমনাঃ 'নরঃ' বিদ্বান্। 'সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারং' পরমেব অধিগন্তব্যম্ 'আপ্নোতি' 'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'পদং' স্থানম্ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার-পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসার দুর্জ্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৮ ॥

১৩৮

আনন্দানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধোজনাঃ॥

'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ অসুখাঃ 'নাম তে লোকাঃ' 'অন্ধেন' [illegible] [illegible]রূপেণ 'তমসা আবৃতাঃ' তমসা অজ্ঞানেন আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ। [illegible] লোকান্ 'তে' 'প্রেত্য' মৃত্বা 'অভিগচ্ছন্তি' অভিযান্তি। কে তে? [illegible] [illegible]বর্জ্জিতাঃ 'অবুধঃ' অবুধাঃ [illegible] 'জনাঃ' [illegible]

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দ-শূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত॥ ৯॥

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিল, মৃত্যুর পরে তাহারদের জ্ঞানময় আনন্দময় লোক হইতে বহু দূরে থাকিতে হইবে। যে অনুসারে যে লোকে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সহকারে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইবেক, সেই অনুসারে উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে থাকিয়াই যুক্তমনা ও পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধ করিবেক; উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই॥ ৯॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

১৩৯

শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি॥ ১॥

[illegible]' ইন্দ্রিয়চৌল্যাৎ উপশান্তঃ 'দান্তঃ' মুক্তমনাঃ 'উপরতঃ' বিনি-[illegible] 'তিতিক্ষুঃ' দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ একাগ্ররূপেণ 'সমাহিতঃ ভূত্বা' আত্মনি [illegible] 'আত্মানং' পরমাত্মানং স্বয়ম্ভুবং 'পশ্যতি' ব্রহ্মবিৎ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন ॥ ১ ॥

এক দিকে সাংসারিক সুখের কামনা, আর দিকে ঈশ্বর-লাভের স্পৃহা। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখের কামনা খর্ব্ব হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরলাভের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতে থাকে। ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইলে বুদ্ধি তখন তাঁহাকে অনুসন্ধান করে এবং অনুসন্ধান করিয়া যখন সেই পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়া সেই সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গলস্বরূপকে আপনার অন্তরে স্বীয় আত্মাতেই দৃষ্টি করেন এবং কৃতার্থ হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। সেই পূর্ণ পুরুষ আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে নহেন, যেখানে আমারদিগের জীবাত্মা, সেই খানেই তিনি স্থিতি করিতেছেন; সকল বস্তু, সকল লোক, সকল জীব, তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যত দিন জ্ঞান-নেত্র না প্রস্ফুটিত হয়, তত দিন লোকে তাঁহাকে অতি দূরস্থ করিয়া জানে; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতেই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ১ ॥

নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো-বিরজোঽবিচিকিৎসোব্রাহ্মণোভবতি ॥ ২ ॥

'ন' 'এনম্' সাধকং 'পাপ্মা' পাপং 'তরতি' প্রাপ্নোতি অয়ন্তু 'সর্ব্বং পাপ্মানং' 'তরতি' অতিক্রামতি। 'ন' চ 'এনং পাপ্মা' 'তপতি' সন্তাপয়তি অয়ন্তু 'সর্ব্বং পাপ্মানং' 'তপতি' তাপয়তি। সঃ 'বিপাপঃ' বিগতপাপঃ 'বিরজঃ' বিগতচিত্তমলঃ 'অবিচিকিৎসঃ' ... অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেবাস্মীতি নিশ্চিতমতিঃ 'ব্রাহ্মণঃ' 'ভবতি' ॥ ২ ॥

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন॥২॥

যিনি জ্ঞান-নেত্রকে সেই ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যের প্রতি এক ভাবে রাখিয়া ধর্ম্ম-পথে পদ-চারণা করিতেছেন, তাঁহাকে পাপ আসিয়া আশ্রয় করিতে পারে না। তিনি পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণ হয়েন ॥ ২ ॥

১৫১

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥

'সঃ' বিদ্বান্ 'মোদতে' 'মোদনীয়ং' হর্ষণীয়ং ব্রহ্ম 'হি লব্ধ্বা'। 'তরতি শোকং' মানসং সন্তাপং অতিক্রান্তো ভবতি 'তরতি পাপ্মানং'। 'গুহা-গ্রন্থিভ্যঃ' হৃদয়াজ্ঞানমোহগ্রন্থিভ্যঃ 'বিমুক্তঃ' সন্ 'অমৃতঃ ভবতি'॥

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন॥৩॥

সকলের শ্রেষ্ঠ, মনের এক মাত্র তৃপ্তিকর পদার্থ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া তদ্গত-প্রাণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করেন। যিনি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহারি ইচ্ছানুসারে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, ফল-কামনা-শূন্য হইয়া তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতে থাকেন এবং স্বার্থ-পরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই যত্নশীল থাকেন। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কাল অবস্থিতি করেন ॥ ৩ ॥

১৪২

[illegible] ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ৪ ॥

[illegible] ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ৪ ॥

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জীবন। যাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কদাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ সদ্ভাবে সাধুভাবে সর্ব্বদা সেই ধর্ম্মাবহ মঙ্গলালয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত হৃদয় পবিত্র হয় না, ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয় না, ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশ পায় না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছার যোগ দিয়া তাঁহার আদিষ্ট সংসারের হিত-সাধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত না থাকিলে তাঁহার মঙ্গল

ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

১৪৩

সত্যং বদ। সমূলোবা এষপরিশুষ্যতি যোঽনৃত-মভিবদতি ॥ ৫ ॥

'সত্যং' যথার্থবচনং 'বদ'। 'সমূলঃ' সহ মূলেন 'বৈ' 'এষঃ' 'পরিশুষ্যতি' শোষমুপৈতি 'যঃ' 'অনৃতম্' অযথাভূতার্থম্ 'অভিবদতি' ॥ ৫ ॥

সত্য কথা কহ; যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয় ॥ ৫ ॥

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্মের মূল; অতএব ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি সত্য-ব্রত হইয়া সত্য কথা কহিবেন এবং সত্য ব্যবহার করিবেন ॥ ৫ ॥

১৪৪

ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ॥ ৬ ॥

'ধর্ম্মং' 'চর' আচর। 'ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি' ধর্ম্মেণ হি সর্ব্বে [illegible]ন্তে। 'ধর্ম্মঃ' সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা প্রাণিভিরনুষ্ঠীয়মানরূপশ্চ 'সর্ব্বেষাং' 'ভূতানাম্' উপকারকত্বেন 'মধু' ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই প[illegible] মধু-স্বরূপ ॥ ৬ ॥

কর্ত্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম্ম। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই সকল কর্ত্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম্ম। যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে, যে কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে, সেই কর্ম্ম করিবার আদেশ আমাদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিতে তিনি অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন; আমরা তাঁহার সেই সকল আদেশের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সত্য-পথে, ধর্ম্ম-পথে, কল্যাণ-পথে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিলে ছিন্নশিরা হইলেও তাঁহার অমৃত নিকেতনে জীবন লইয়া উপনীত হইতে পারি॥ ৬॥

১৪২

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ ॥ ৭ ।

[illegible] 'শ্রদ্ধয়া' [illegible] 'দেয়ং' [illegible] ॥ ৭ ॥

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না॥ ৭॥

শোকাবিষ্ট হইয়া দান করিবেক না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক॥ ৭॥

১৪৩

[illegible]দেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব॥ ৮॥

মাতা দেবো যস্য সঃ মাতৃদেবঃ ত্বং 'মাতৃদেবঃ' 'ভব'। এবং 'পিতৃদেবঃ ভব' 'আচার্য্যদেবঃ ভব' ॥ ৮ ॥

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জান ॥ ৮ ॥

যে পিতা মাতা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের মঙ্গলরূপের প্রতিরূপ হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে স্নেহ-পূর্ব্বক রক্ষণ ও পালন করিতেছেন এবং যে সদ্‌গুরুর উপদেশে আমরা অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অজর অমর অভয় নিরতিশয় ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তাঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেক ॥ ৮ ॥

১৪৭

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥ ৯ ॥

যানি 'অনবদ্যানি' অনিন্দিতানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি 'নো' 'ইতরাণি' নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি ॥ ৯ ॥

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না ॥ ৯ ॥

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক; অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না ॥ ৯ ॥

১৪৮

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি ॥ ১০ ॥

[illegible]নি' 'অস্মাকম্' আচার্য্যাণাং 'সুচরিতানি' শোভনানি আচরিতা[illegible] [illegible]নি' এব 'ত্বয়া' 'উপাস্যানি' নিয়মেন কর্ত্তব্যানি 'নো ইতরানি' বিপ-[illegible]তানি ॥ ১০ ॥

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎ-সমুদায়ের অনুষ্ঠান কর; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য উপদেশ করিতেছেন, আমরা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করি এবং যে সকল সদাচার অনুষ্ঠান করি, তাহার অনুবর্ত্তী হও; অসৎ লোকদিগের কুদৃষ্টান্তে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ১০ ॥

[illegible]

[illegible]যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে [illegible] ॥ ১১ ॥

[illegible] উপায়ৈঃ' পূর্ব্বোক্ত [illegible] 'যততে' [illegible] 'যঃ' [illegible] 'বিদ্বান্' ব্রহ্মবিৎ । 'তস্য' [illegible] 'আত্মা' [illegible] ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্য্যকে ভক্তি করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন; তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়। তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১১ ॥

১৩০

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ১২ ॥

'শৃণ্বন্তু' 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'অমৃতস্য' ব্রহ্মণঃ 'পুত্রাঃ' যে 'ধামানি দিব্যানি' রমণীয়ানি 'আতস্থুঃ' অধিতিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

হে দিব্য-ধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

প্রাতঃ কালের সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় অকৃত অমৃত ব্রহ্মকে অন্তরে লাভ করিয়া নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মবাদী কহিতেছেন যে, হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা! দ্যুলোক ও ভূলোকবাসী দেব ও মনুষ্যেরা! শ্রবণ কর; আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি ॥ ১২ ॥

১৩১

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৩ ॥

'বেদ' জানে 'অহম্' 'এতং' 'পুরুষং' পূর্ণং 'মহান্তম্' 'আদিত্যবর্ণং' প্রকাশরূপং 'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ 'পরস্তাৎ'। 'তম্ এব বিদিত্বা' 'মৃত্যুম্' 'অতি-এতি' অত্যেতি অতিক্রামতি অস্মাৎ 'ন অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে' 'অয়নায়' পরমপদপ্রাপ্তয়ে ॥ ১৩ ॥

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই ॥ ১৩ ॥

এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়া সাধক মৃত্যুকে ্মতিক্রম করেন, তিনি অনন্ত কাল সেই জ্ঞানময় প্রেমময় পুরুষের সহ- ্র অনুচর থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই ॥ ১৩ ॥

১৫২

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥ ১৪ ॥

[illegible] ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ তস্মাৎ 'এতৎ' [illegible] [illegible] জ্ঞেয়ম্। আত্মনি সংতিষ্ঠতীতি 'আত্মসংস্থং' [illegible] [illegible] কিঞ্চিৎ' অস্তি ॥ ১৪ ॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই ্জানিবার যোগ্য; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন ্দার্থ নাই ॥ ১৪ ॥

যিনি সকলের আশ্রয়, তিনি চিরকাল আপনাতেই আপনি স্থিতি ্রিতেছেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবেক এবং তাঁহাকেই জানিবেক; ্াহাকে জানিলে সকল জানার সমাপ্তি হয়, তাঁহার উপরে জানিবার ্য আর কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

১৫৩

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।

তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ১৫ ॥

'সংপ্রাপ্য' সমবগম্য 'এনং' পরমেশ্বরম্ 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ [illegible] তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ 'কৃতাত্মানঃ' সংস্কৃতাত্মানঃ 'বীতরাগাঃ' রাগাদিদোষাঃ 'প্রশান্তাঃ' ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবর্জ্জিতাঃ 'তে' এবং [illegible] [illegible] সর্ব্বব্যাপিনং 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বত্র 'প্রাপ্য' 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ [illegible] [illegible] 'সর্ব্বং এব' 'আবিশন্তি' প্রবিশন্তি [illegible] ॥ ১৫ ॥

ঋষিরা ইহাঁকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্ত চিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ১৫ ॥

যে ধীরেরা জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে জানিয়াছেন, প্রীতি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অর্চ্চনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছাকে যুক্ত করিয়া যুক্তাত্মা হইয়াছেন; তাঁহারা সেই সর্ব্বগত সকল-মঙ্গলালয়ের সহবাস লাভ করিয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন এবং সকলের মধ্যে সেই প্রেমময় অমৃতময়কে দেখিতে পান ॥ ১৫ ॥

১৫৩

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র ।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ ॥ ১৬ ॥

'বিজ্ঞানাত্মা' 'সহ দেবৈঃ চ' ইন্দ্রিয়ৈঃ 'সর্ব্বৈঃ' 'প্রাণাঃ' 'ভূতানি' পৃথিব্যাদীনি 'সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র' যস্মিন্ অক্ষরে ব্রহ্মণি। 'তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম 'বেদয়তে' জানাতি 'যঃ তু সোম্য' 'সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বং এব' 'আবিবেশ' আবিশতি জানেন ॥ ১৬ ॥

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত-সকল যাঁহাতে স্থিতি করে; সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন ॥ ১৬ ॥

জীব, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সমুদায় বস্তু যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে স্থিতি করিতেছে, সেই অবিনাশী পুরুষকে যিনি জানেন; তাঁহার সকল সংশয় ছেদ হয় এবং তিনি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেতেই মঙ্গলময় অমৃত পুরুষকে দেখেন ॥ ১৬ ॥

১৫৫

[illegible] অস্মিন্নাকাশে [illegible]তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ [illegible] ॥

'যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আকাশে' 'তেজোময়ঃ' চিন্মাত্রপ্রকাশময়ঃ 'অমৃতময়ঃ' অমরণধর্ম্মা 'পুরুষঃ' সর্ব্বমাপূরয়তীতি 'সর্ব্বানুভূঃ' 'যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ [illegible] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ [illegible] 'তম্ এব বিদিত্বা' [illegible] 'অতি মৃত্যুম্ এতি' [illegible] অতিক্রামতি। 'ন অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়' ॥ ১৭ ॥

এই অসীম আকাশে যে 'অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যি
সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোম
পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন ; সাধক কেবল তাঁহাকেই
জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন,—তদ্ভিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর
অন্য পথ নাই ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরের দুই কার্য্য মহান্ ; এক, আমাবদের সম্মুখে অগণ্য নক্ষত্র-
মণ্ডিত অসীম আকাশ ; দ্বিতীয়, আমারদের অন্তরে উন্নতিশীল এই
চিরজীবী আত্মা। আত্মা স্থূলও নহে অণুও নহে, কিন্তু সে কি সারবান্
বস্তু! এক বিন্দু আত্মা অসীম আকাশ দর্শন করিতেছে, এক বিন্দু
আত্মার উপর যেন সমুদয় আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে। আত্মা না
থাকিলে আর কিছুই থাকে না—আত্মার অভাবে শত শত সূর্য্য অন্ধ-
কারময় ; আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান হয়। বাহিরে আকাশ,
অন্তরে আত্মা ; দুইই সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অনন্ত
পুরুষের আদর্শ, এ দুয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি
বর্ত্তমান, আবার হিরণ্ময় আত্মাতেও তাঁর সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে
তিনি প্রাণ রূপে রহিয়াছেন। যখন নিভৃতালয়ে যাই, সেখানে
সাক্ষী-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই ; যখন কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করি
তখন দেখি তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ-রূপে সকল ঘটনাকেই নিয়মিত করিতে-
ছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমনি আত্মারও অধী-
শ্বর। তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যে আত্ম-সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন
করিয়া ও পুণ্যের পুরস্কার দিয়া, আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ
করিতেছেন। তাঁর করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁর করুণা নিভৃত
আত্মাতে,—তিনি বৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি
অমৃত সিঞ্চন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন
হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি এবং অমৃত হইয়া তাঁহার
সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

১৫৬

উক্তা তউপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব তউপনিষদ-
মব্রূমেত্যুপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

উপনিষদং শ্রুতবতি শিষ্যে আচার্য্যআহ উক্তেতি। 'উক্তা' অভিহিতা 'তে' তব সম্বন্ধে 'উপনিষৎ'। কা পুনঃ সেত্যাহ 'ব্রাহ্মীং' ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ইয়ং 'বাব' এব 'তে' তব 'উপনিষদং' 'অব্রূম'। 'ইতি উপনিষৎ' অবধারণার্থঃ ॥ ১৮ ॥

তোমার নিকটে উপনিষদ্ উক্ত হইল, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় উপনিষদই আমি তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

যে বিদ্যা আমারদিগকে ব্রহ্মেতে লইয়া যায়, তাহাই এই উপনিষৎ। উপনিষৎই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে উক্ত হইল; ইহার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রদ্ধাবান্ মুমুক্ষুরা পরম পদ লাভ করিবেন ॥১৮॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ
নিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে
য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

আবরণপাপবিবর্জ্জনায় ব্রাহ্মৌপনিষদধর্ম্মানুষ্ঠিতসিদ্ধার্থং মন্ত্রমাহ। 'বাক প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং অথো বলং ইন্দ্রিয়াণি চ' এতানি সর্ব্বাণি 'মম' উপাসকস্য 'অঙ্গানি' 'ঔপনিষদং' উপনিষৎপ্রতিপাদ্যং

'সর্ব্বং' সর্ব্বান্তর্যামি 'ব্রহ্ম' 'আপ্যায়ন্তু'; 'অহং' 'ব্রহ্ম' 'মা' 'নিরা' কুর্য্যাং' ন ত্যজেয়ং। 'ব্রহ্ম' 'মা' মামপি [illegible] 'মা' 'নিরাকরোৎ' ন ত্যজতু। ব্রহ্মণঃ 'অনিরাকরণং' [illegible] 'অস্তু' 'মে' [illegible] 'অনিরাকরণং' 'অস্তু'। কিঞ্চ 'তদাত্মনি' [illegible] নিরতে [illegible] 'মা' [illegible] 'যে উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ' 'তে ময়ি' [illegible] 'তে ময়ি সন্তু' ইতি [illegible]।

উপনিষৎবেদ্য সর্ব্বান্তর্যামি পরব্রহ্ম আমার বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল, ইন্দ্রিয়, সমুদায় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। তিনি সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। আমি পরমাত্মাতে নিয়ত রত; অতএব উপনিষদে যে সকল ধর্ম্ম তাহা আমাতে হউক, তাহা আমাতে হউক॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অনুশাসনম্ ।

ওঁ তৎ সৎ

দ্বিতীয়খণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[illegible] ॥ ১ ॥

[illegible] ॥ ১ ॥

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার
প্রয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়, অধর্ম্ম তাঁহার
প্রিয়; অতএব ধর্ম্মই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও উপাদেয় এবং অধর্ম্মই মনু-
্যের অকর্ত্তব্য ও পরিত্যাজ্য হইয়াছে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে
হ্মজ্ঞান নিষ্ফল হয় এবং অধর্ম্মের আচরণে আত্মা মলিন হইয়া অধো-
তি প্রাপ্ত হয়। তিনি মনুষ্যকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবার যে শক্তি
য়াছেন, তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞান কহে; মনুষ্য তাহা দ্বারা উভয়কে পৃথক্
রিয়া অধর্ম্মাচরণ পরিহারপূর্ব্বক নিষ্পাপ থাকিয়া ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠান-
র্ব্বক পবিত্র হইয়া পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকি-
ন। আচার্য্য শিষ্যের সেই ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও পরিমার্জিত করি-
র নিমিত্ত কোন্ কর্ম্ম বিহিত ও কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ, তাহা প্রদর্শন
রিতেছেন ॥ ১ ॥

২

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ ২॥

[illegible]

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন॥ ২॥

মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের স[illegible] সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলম[illegible] ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে; তাহার উচ্ছেদ করা কর্তব্য ন[illegible] গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক।

কিন্তু যিনি সেই শুভাবহ সম্বন্ধের যোজয়িতা, তাঁহাকে বিস্মৃত হ[illegible] মোহপাশে আবদ্ধ হইবেক না। তাঁহাতেই যোজিত-চিত্ত হইয়া সংস[illegible] ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চ[illegible] বেক; বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চ[illegible] করিবে; কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। কর্ম্মের স[illegible] তাঁহাতে থাকিয়াই কর্ম্ম করিবে; বিশ্রামের সময় তাঁহাতে থাকি[illegible] বিশ্রাম করিবে। অন্তরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে, এবং বহিরি[illegible] আত্মার অধীন হইবে; আত্মা পরমাত্মার অধীন থাকিয়া তাহাদি[illegible] স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানি[illegible] তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে; যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ব[illegible]

জানিবে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।

স্বরূপতঃ বস্তু সকলকে অবগত হওয়ার নাম তত্ত্বজ্ঞান। সৃষ্ট বস্তুকে যেন স্রষ্টা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন না হয়; সত্য ও অসত্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যেন পৃথক্ করিতে সামর্থ্য থাকে; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিবে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

ফলের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের প্রীতি-কামনায় তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সুখই হউক, দুঃখই হউক; সম্পদই হউক, বিপদই হউক; সম্মানই হউক, অপমানই হউক; তাঁহার আদেশ প্রতিপালনই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে। আমি তাঁহার কর্ম্ম করিবার আদেশ পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ; যদি সেই আদেশ প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহাই আমার পরম লাভ; আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার আজ্ঞাপালনই আমার ধর্ম্ম; সুখ হয় হউক, দুঃখ হয় হউক, তাহা গণনা না করিয়া তাহাতেই নিযুক্ত থাকিব; এই রূপে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করুন, অভিমান-শূন্য হইয়া তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ॥ ২ ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোপাসক পিতামাতাকে স্নেহদানে ও প্রতিপালনে ঈশ্বরের প্র
নিধি বলিয়া মানিবেন এবং সেই আন্তরিক সম্মান তাঁহাদের সেব
প্রদর্শন করিবেন। কদাপি তাহাতে যত্নের শৈথিল্য করিবেন
পিতামাতার সেবাতে পুণ্য লাভ হয়; তাহা না করিলে প্রত্যবায় জ
বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর পিতামাতা দ্বারা আপনার পিতৃ
ও মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পিতৃ-মাতৃ
অতি মহৎ ও অতি পবিত্র কর্ম্ম। শরীর দিয়া তাঁহাদের সেবা করি
মন দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে; বাক্যদ্বারা তাঁহাদের সেবা ক
এবং উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে॥ ৩॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্ব
তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক॥

কদাপি পিতামাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিবেক না। কো
বচনে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেক; বিনীত বেশে তাঁহাদি
সম্মুখে উপস্থিত হইবেক, ভক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করি
এবং আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের আদেশ-বাক্যের প্রতীক্ষা করিবে
অহরহঃ তাঁহাদিগের শুভানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। তাঁহ
যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা সম্
দন করিবেক। যদি তাঁহাদের কোন আজ্ঞা অন্যায় বোধ হয়, ত

সম্বীকার করিবার সময় সমধিক নম্রতা, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করিবেক। আপনার সুখ-ভোগের কামনা খর্ব্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেক। ইহাই সৎপুত্রের লক্ষণ। এইরূপ পুত্রই পরম পিতা ঈশ্বরের সৎপুত্র হন। ইহাঁ দ্বারা কুল পবিত্র হয় ॥ ৪ ॥

গুরূণামপি সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা ॥ ৫ ॥

[illegible]

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর ॥ ৫ ॥

সকল মনুষ্যের মধ্যে পিতামাতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেক। পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্বান্ ও ক্ষমতাবান্ অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু এরূপ গুরুতর ও মাননীয় সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। পুত্র যদি পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্যা, ধন ও ক্ষমতাতে শ্রেষ্ঠ হন, তথাপি সেই গুরুতর সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে চিরকাল গুরুতর ও পূজ্যতর করিয়া রাখিবেক। বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে মত্ত হইয়া কদাপি পিতামাতাকে অবহেলা করিবেক না। ॥ ৫ ॥

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৬ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাস-বর্গ আপনার ছায়া-স্বরূপ, আর দুহিতা অতি-কৃপা-পাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক ॥ ৭ ॥

পরম-প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় পরিবারগণকে প্রতি-পালন করিবেক; সমুদায় পরিবারকে তাঁহারই পরিবার বিবেচনা করি-বেক। অতএব ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও দাস দাসীগণ হইতে যদি ক্রোধ ও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ক্রোধ ও বিরাগ সম্বরণ করিয়া, যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তদনুসারে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখিবেক; কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবেক, ভার্য্যা ও সন্তানগণকে আপনার অঙ্গ সদৃশ জানিবেক এবং দাস দাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেক। কাহারও দোষ দেখিলে ক্রোধান্ধ হইয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেক না, প্রত্যুত ক্ষমাশীল হইয়া সকলকে সংশোধন করিবেক। ঈশ্বর যে অটল স্নেহে সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার অনু-সরণ করিয়া পরিবারগণের ভরণ পোষণ এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥ ৮ ॥

'অতিবাদান্' অতিক্রমবাদান্ [illegible] 'তিতিক্ষেত' [illegible] 'কঞ্চন' কস্মিন্নপি 'ন' 'অবমন্যেত'। 'ন চ ইমং' দেহং' [illegible] 'আশ্রিত্য' অবলম্ব্য তদর্থং 'কেনচিৎ' সহ 'বৈরং' বিরোধং 'কুর্বীত' [illegible] ॥ ৮ ॥

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান-সমান ॥ ১ ॥

প্রজাকাম পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার শুভ সংকল্প লক্ষ্য করিয়া পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে পরস্পর সম্মিলিত হইবেক; তাহা তাঁহার অনভিপ্রেত বিবেচনা করিবেক না। বালক বালিকা পিতা মাতার হৃদয়ের আনন্দ ও গৃহের ভূষণ—বিবাহ-বন্ধনের এই পবিত্র পুরস্কার ॥ ১ ॥

[illegible]
[illegible] বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ ২ ॥

[illegible] ২ ॥

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী-সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই ॥ ২ ॥

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই পরম পিতা পরমেশ্বরের তুল্যরূপ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। কিন্তু সংসারে আসিয়া যাঁহাকে যেরূপ কার্য্য-ভার বহন করিতে হইবে, সর্ব্বদর্শী মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহাকে

তদনুযায়ী শরীর ও মন, জ্ঞান ও ভাব, ধর্ম্ম ও ভূষণ প্রদান করিয়াছে
স্ত্রীরা গর্ভধারণ, শিশুদিগকে পোষণ ও প্রতিপালন করিবেন, এই জ
সেই অখিলমাতা পরমেশ্বর আপনার সুকোমল মাতৃভাবে তাঁহাদিগ
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের শ্রী-স্বরূপা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদি
প্রতি যত্ন, সমাদর ও সন্তোষ প্রদর্শন করিবেক ॥ ২ ॥

১১

সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুশীলামুদ্বহেন্নরঃ ।
শুল্কক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে ॥

[illegible]

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিব
করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি-সম
পত্নী নহে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্না ও সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। রুগ্না বা অ
হীনা অথবা দুশ্চরিত্রার পাণিগ্রহণ করিবেক না। যে সকল স্ত্রী
পুরুষ চির-রুগ্ন অথবা বিকলাঙ্গ, তাঁহারা সেই মঙ্গল-সংকল্প প্রজাপ
প্রজা বর্দ্ধনে আপনাদিগকে অনধিকারী বিবেচনা করিবেন এবং তাঁ
অন্যান্য সহস্র প্রকার প্রিয় কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক
সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন; অসংযত হইয়া সংসারে রোগ ও
বিস্তার করিবেন না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চারিত্রহীন হই
অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়; অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা
গত হইয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেক। পুরুষ মূল্য দ্বারা পত্নী
করিবেন না, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে ॥ ৩ ॥

১২

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

[illegible]

স্ত্রী-পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ
্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম
ানিবে ॥ ৪ ॥

পতি ও পত্নী কি ধর্ম্মে, কি সাংসারিক কার্য্যে, কি ভোগে পরস্পরকে
তিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী
ইবেন ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্ম্মকার্য্যে পরস্পর পৃথক হওয়াকে
র্ম-বিষয়ক ব্যভিচার কহে; ইহা স্ত্রীপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন
ৎপাদন করে। সাংসারিক কার্য্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থ বিষয়ক
ভিচার কহে; তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যদি
তি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে
াহারা ভোগবিষয়ে ব্যভিচারী হইলেন; ভোগবিষয়ক ব্যভিচারই
র্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ; কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা
ৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে। যদি পুরুষ
ন্য স্ত্রীকে ও স্ত্রী অন্য পুরুষকে আসক্ত চিত্তে দর্শন বা ধ্যান করেন,
াহা হইলে তাঁহারা মানসিক ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলেন। অতএব
ী ও পুরুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে, ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে
াহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না; কায়মনোবাক্যে দাম্পত্য
ন্ধ প্রতিপালন করিবেন ॥ ৪ ॥

১৩

তথা নিত্যং যতেযাতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ

যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্॥ ৫॥

[illegible]

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কে কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন ; এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্ব করিবেন॥ ৫॥

পতি ও পত্নী উভয়েই ব্যভিচার হইতে আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্ব রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর কি শুভ অভিপ্রায়ে পরস্পরকে কির গুরুতর সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা অন্তরে জাগর রাখিবেন। স্ত্রীপুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বরের প্রিয় ও সমুদায় জগতে প্রিয়, এবং দম্পতীর কল্যাণ-কর, বংশের কল্যাণ কর ও সমু সংসারের কল্যাণ-কর ; পরস্পর যত্নবান্ হইয়া তাহা পরিবর্দ্ধিত কি বেন ; মনে মনেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। উভয়ের হৃদয় এ হইবে, উভয়ের লক্ষ্য এক হইবে, উভয়ের সুখ দুঃখ এক হইবে, এ উভয়ে আপনাদিগকে সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের সম্মিলিত দাস-দা বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আজ্ঞা পালনে চিরব্রতী থাকি বেন। ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষুদ্র বোধ করিবেন, সামান্য আলাপ পরিত্য করিবেন ; যাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহার আলোচ করিবেন। কার্য্যবশতঃ কখন পরস্পর বিযুক্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক এই পবি দাম্পত্য ব্রত প্রতিপালন করিবেন॥ ৫॥

১৪

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥

[illegible] কুলে' 'নিত্যং' 'ভর্ত্তা' 'ভার্য্যয়া' 'সন্তুষ্টঃ' [illegible] 'ভর্ত্রা' সন্তুষ্টা [illegible] নিশ্চিতং [illegible] কল্যাণং ভবতি ॥ ৬ ॥

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ ॥ ৬ ॥

ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পরকে সম্প্রীত ও সন্তুষ্ট রাখিতে ও পরস্পরের উপর প্রীত ও প্রসন্ন থাকিতে যত্নশীল হইবেন। যাহাতে পরস্পরের আলাপ ও আচরণ পরস্পরের বিরক্তিজনক না হয়, তাহার নিমিত্ত চেষ্টাবান্ থাকিবেন। কেহ কাহারও প্রতি উগ্রতা প্রদর্শন করিবেন না, কেহ কাহাকে হীন বোধ করিবেন না, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করিবেন না। পরস্পর প্রিয়াচরণ করিবেন, পরস্পর হিতানুষ্ঠান করিবেন, পরস্পর ক্ষমা-শীল হইবেন। উভয়ে মিলিত হইয়া সংসারের হিত চিন্তা ও উন্নতি সাধন করিবেন। একের মাতা পিতাকে উভয়েই মাতা পিতা বলিয়া বোধ করিবেন, একের ভ্রাতা ভগিনীকে উভয়েই ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, একের সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ উভয়েই বিভাগ করিয়া লইবেন; এবং উভয়েই পবিত্রতা, শান্তি, শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বলের জন্য সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেন। যে পরিবারে এরূপ দম্পতী থাকেন, তথায় সুখ শান্তি ও কল্যাণ প্রচুর রূপে বর্দ্ধিত হয় ॥ ৬ ॥

১২

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।

মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী ॥ ৭ ॥

সা ভার্য্যা' 'যা' 'পতিপ্রাণা' পতিরেব প্রাণো যস্যা ইতি 'সা ভা[illegible] 'যা' 'প্রজাবতী' সাপত্যা সা ভার্য্যা যা 'মনোবাক্কর্ম্মভিঃ' 'শুদ্ধা' [illegible] [illegible]' 'পতিদেশানুবর্ত্তিনী' পত্যুরাজ্ঞানুসারিণী ॥ ৭ ॥

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যি[illegible] পতির আজ্ঞানুসারিণী ॥ ৭ ॥

স্ত্রী স্বামীকে প্রাণ তুল্য দেখিবেন, বংশের প্রতিষ্ঠার্থ সন্তান কামন[illegible] করিবেন; চিন্তাতে পবিত্র থাকিবেন, বাক্যেতে ভদ্র হইবেন, বিশু[illegible] কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; স্বামী যাহা বলিবেন, তাহা প্রীতি ও প্রফুল্ল[illegible] তার সহিত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৭ ॥

১৮

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া ॥ ৮ ॥

'ছায়া ইব অনুগতা' 'স্বচ্ছা' বিশুদ্ধা 'সখী ইব হিতকর্ম্মসু'। '[illegible] 'প্রহৃষ্টয়া' হর্ষযুক্তয়া 'গৃহকার্য্যেষু' 'দক্ষয়া' কুশলয়া স্ত্রিয়া 'ভাব্যং' ভবিতব্যম্ ॥ ৮ ॥

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ-কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন ॥ ৮ ॥

স্ত্রী ধর্ম্মার্থভোগ-বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্ত্রীর কোমল-স্বভাব বিপত্তি

হইতে রক্ষা পাইবে; অতএব তিনি স্বামীকে আশ্রয়-তরু ও আপনাকে আশ্রিত লতা বিবেচনা করিবেন; কিন্তু স্বামীর ভ্রম-প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকেও যথেষ্ট বিবেচনা-শক্তি দিয়াছেন। অতএব হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন ও সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন; এবং তাঁহার শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে যত্নবতী থাকিবেন। স্বয়ং শরীর, পরিচ্ছদ, ও অন্তঃকরণে নির্ম্মলা হইবেন। প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন ॥ ৮ ॥

ন কেনচিৎ বিবদেত অপ্রলাপবিলাপিনী।
ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী ॥ [illegible] ॥

[illegible]

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ-বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না ॥ ৯ ॥

যে পরিবারে দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও বিবাদ-বিসংবাদ প্রবিষ্ট হয়, সুখ ও সন্তোষ তথা হইতে পলায়ন করে এবং সে পরিবার শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব গৃহিণী তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন; যাহাতে সমুদায় পরিবারের মধ্যে শান্তি থাকে, তাহার উপায় বিধান করিবেন; সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করিবেন। অসার কথা পরিত্যাগ করিয়া মিতভাষিণী হইবেন; যে সকল বাক্যে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মে, অথবা যাহা দ্বারা অন্যের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়, এই ত্রিবিধ

অশ্লীল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন; সারবৎ মধুর বাক্যে সকলের সা
সম্ভাষণ করিবেন। কোন বিষয়ে অনাবশ্যক ব্যয় করিবেন না এবং আ
শ্যক ব্যয়ে সংকুচিত হইবেন না। যাহাতে ধর্ম্মের বা সাংসারিক কা
ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, তাদৃশ আচরণে ও তাদৃশ আমোদ-প্রমোদে আ
হইবেন না॥ ৯॥

১০

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥

"পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা" পত্যুঃ প্রিয়ে হিতে চ কার্য্যে নিযুক্তা [illegible] সদাচারা "সংযতেন্দ্রিয়া" নিয়তেন্দ্রিয়া [illegible] কীর্ত্তিং যশঃ "অবাপ্নোতি" প্রাপ্নোতি [illegible] [illegible] "সুখং" [illegible] ॥ ১০ ॥

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এব
সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি
পর লোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন॥ ১০॥

স্বামীর প্রিয়কারিণী ও হিতকারিণী সদাচারা এবং জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রী
প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর প্রসন্ন থাকে
তিনি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং তাঁহ
কীর্ত্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সাধু কর্ম্মে উৎসাহ দা
করে॥ ১০॥

১১

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যম্ এষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।

সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ ॥ ১১ ॥

'স্ত্রীভিঃ' সাধ্বীভিঃ 'ভর্ত্তৃবচঃ' পতিবাক্যং 'কার্য্যং' 'এষঃ' 'স্ত্রিয়াঃ' ...ঃ' প্রকৃষ্টঃ 'ধর্ম্মঃ'। 'সদ্বৃত্তচারিণীং' সদাচারশীলাং 'পত্নীং ত্যক্ত্বা' ... 'পততি' পতিতোভবতি ॥ ১১ ॥

স্ত্রীরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচার-শীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন ॥ ১১ ॥

স্ত্রী স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন। স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃদুতার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে কঠোর অনুরোধ করিবেন না। তাঁহার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। সদুপদেশ প্রদান ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। প্রীতি ও সমাদরের সহিত পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন এবং আপনার ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগ-বিষয়ে তাঁহাকে সহভাগিনী করিবেন। যিনি সাধ্বী স্ত্রী প্রার্থনা করেন, তিনি স্বয়ং সৎপতি হইতে চেষ্টা করুন। সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়; অতএব পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ ॥ ১২ ॥

'সূক্ষ্মেভ্যঃ অপি' স্বল্পেভ্যোঽপি 'প্রসঙ্গেভ্যঃ' দুঃসঙ্গেভ্যঃ 'বিশেষতঃ' বিশেষেণ 'স্ত্রিয়ঃ' 'রক্ষ্যাঃ' রক্ষণীয়াঃ কিং পুনর্মহদ্ভ্যঃ। 'হি' যস্মাৎ 'অরক্ষিতাঃ' সত্যঃ 'দ্বয়োঃ' 'কুলয়োঃ' পিতৃভর্ত্তৃকুলয়োঃ 'শোকং' সন্তাপং 'আবহেয়ুঃ' প্রাপয়েয়ুঃ ॥ ১২ ॥

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যে হেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃ-কুল ও ভর্তৃ-কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন ॥ ১২ ॥

যে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ-প্রমোদে ধর্ম্ম-ভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ-প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। যাহা-দিগকে অপবিত্রতা ভাল লাগে ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য; পাতিব্রত্য ধর্ম্মে যাহাদের অনুরাগ নাই, তাহাদের স্বভাব অতি ভয়ানক; এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবেক। পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে ॥ ১২ ॥

১

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।

আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥

[illegible] 'আপ্তকারিভিঃ' [illegible] আজ্ঞাকারিণ. [illegible] তে কারিণশ্চেতি আপ্তকারি[illegible] 'পুরুষৈঃ' 'গৃহে রুদ্ধাঃ' অপি 'অরক্ষিতাঃ ভবন্তি'। 'যাঃ তু' [illegible] 'আত্মানং আত্মনা' 'রক্ষেয়ুঃ' রক্ষন্তি 'তাঃ' এব 'সুরক্ষিতাঃ' [illegible] অতঃ স্ত্রীণাং ধর্মমুপদিশেদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকি-লেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন তাঁহারাই সুরক্ষিতা ॥ ১৩ ॥

অন্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে কার্য্যও পাপময় হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই কার্য্য পবিত্র হয়। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিবেক; তাহা হইলে তাহাদিগের মন ধর্ম্মরূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই রক্ষা পান ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা ॥ ১৪ ॥

[illegible] 'ভ্রাতুঃ' যা ভার্য্যা 'সা' 'অনুজস্য' ভ্রাতুঃ 'গুরুপত্নী' [illegible] 'যবীয়সঃ' কনিষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ তু যা ভার্য্যা 'সা' 'জ্যেষ্ঠস্য' 'স্নুষা' [illegible] মুনিভিঃ স্মৃতা ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু-পত্নীস্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র-বধূস্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পিতৃ-তুল্য দেখিবেক, সেইরূপ তাঁহার ভার্য্যার প্রতি মাতৃ-সমুচিত সম্মান করিবেক; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পুত্র-সদৃশ দেখিবেক, সেই রূপ তাঁহার পত্নীর প্রতি পুত্রবধূ-সমুচিত স্নেহ করিবেক। যাঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাঁহার ভার্য্যার প্রতি তদনুরূপ ভাব প্রদর্শন করিবেক ॥ ১৪ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

২৩

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যাম্ অভ্যাসয়েৎ সুতান্। গোপ-
য়েৎ স্বজনান্ বন্ধূন্ 'এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ' ॥ ১ ॥

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রাদি
বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করি
এই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ১ ॥

পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষা দান এবং স্বজন ও
গণের সহায়তা করা গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম জানিবে। সন্তানগণকে
অন্ন বস্ত্র প্রদান করিলেই পিতামাতার সমুদায় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয়
যাহাতে পুত্রগণ সাধুভাব ও সদ্ভাব সহকারে ঈশ্বরের প্রতি ও স
মনুষ্যের প্রতি সদ্ব্যহার করিয়া ইহ লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক
ও পর লোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, পিতামাতা সন্তানগ
সেই রূপ শিক্ষা দান করিবেন। গৃহস্থ সাধ্যানুসারে স্বজন ও বন্ধু
আনুকুল্য করিবেন; অন্যের হিত সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ
বেন না ॥ ১ ॥

২৪

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ২ ॥

'কন্যাপি' 'এবম্' ঈদৃশেন প্রকারেণ 'পালনীয়া' 'শিক্ষণীয়া' চ 'অতিযত্নতঃ' 'বিদুষে' পণ্ডিতায় 'বরায়' ধনরত্নসমন্বিতা' সা দেয়া' ॥২॥

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক ॥ ২ ॥

কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ও জ্ঞান-ধর্ম্মে শিক্ষা দান করিবেক। কন্যা পতিকুলে অবস্থান করিয়া যে সকল গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে, তাহা জনকের উপদেশ ও জননীর দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অধিক শিক্ষা করে। অতএব জনক জননী যত্ন পূর্ব্বক কন্যাদিগের সেই শিক্ষা সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তি উজ্জ্বল হয় এবং মহানুভাবতা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে পুত্র ও কন্যাকে নির্বিশেষে সুশিক্ষিত করিবেন। পরে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিবেন ॥ ২ ॥

যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ৩ ॥

'যাদৃগ্গুণেন' 'ভর্ত্রা' সাধুনাঽসাধুনা বা 'যথাবিধি' 'স্ত্রী' সংযুক্তা, 'সা' 'তাদৃগ্গুণা' 'ভবতি' 'সমুদ্রেণ ইব' যথা সমুদ্রেণ সংযুক্তা 'নিম্নগা' নদী স্বাদূদকাপি ক্ষারজলা জায়তে তথা ॥ ৩ ॥

যে স্ত্রী যাদৃগ্-গুণ-বিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয় ॥ ৩ ॥

স্বামীর গুণে পত্নীও গুণবতী হয়, এবং স্বামীর দোষে পত্নীরও দো[illegible] জন্মিতে পারে; অতএব কন্যার জন্য গুণবান্ পাত্র অন্বেষণ করিবেক [illegible] যিনি জ্ঞানবান্, ঈশ্বর-পরায়ণ, আচার ব্যবহারে সাধু ও ভদ্র, যাঁহা[illegible] কুল ও শীল কন্যা অপেক্ষা হীনতর নহে এবং যাঁহার প্রতি কন্যা[illegible] বিরাগ ও বিদ্বেষ না থাকিবে, তাদৃশ সৎপাত্রে কন্যা দান করিবেক॥ ৩॥

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা [illegible] অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥ [illegible]

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ [illegible]
[illegible] নিবাহয়েৎ॥ ৪॥

কন্যা যত দিন পতি-মর্য্যাদা ও পতি-সেবা না জানে এবং ধর্ম্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না॥ ৪॥

[illegible] পতিব্রত কিরূপ গুরুতর, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কিরূপ অমুল্লঙ্ঘনীয় এবং ধর্ম্ম কেমন যত্নের ধন, এই সমস্ত বিষয় কন্যা যে বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হয়, তাদৃশ বয়সে কন্যার বিবাহ দিবেক না॥ ৪॥

৫

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোহপত্যবিক্রয়ী॥ [illegible]

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন ॥ ১ ॥

যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিবেক; তাহার প্রতি অবহেলা করিবে না। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু নির্ম্মল হয়। যে ভ্রম ঐহিক ও পারত্রি মঙ্গল লাভের বিঘ্নকারী, যে ভ্রম সত্যকে অসত্য রূপে ও অসত্যকে স রূপে প্রকাশ করে, যে ভ্রম কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য বলি প্রতিপন্ন করে, জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা হইতে মুক্তি লাভের অন্য উপা নাই। অতএব বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবেক। ভৌতিক বিদ অভ্যাস করিবেক; কেননা ভৌতিক জগতে ভূতাধিপতি পরমেশ্বরে জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাব ও আশ্চর্য্য মহিমা দীপ্যমান দেখিয়া তাঁহা প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সকলের কল্যাণকর কা অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মিবে। আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেক; আত্মা সে সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে। আত্মস্বরূপ অবগ হইতে পারিলে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপে আভাস প্রাপ্ত হইবে এবং স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচুর উপা অবগত হইতে পারিবে। এই রূপে উভয় বিদ্যা দ্বারা সর্ব্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠা পূর্ব্বক ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেক ॥ ১ ॥

৩৯

মৌনান্ন সমুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
স্বলক্ষণন্তু যোবেদ সমুনিঃ শ্রেষ্ঠউচ্যতে ॥ ২ ॥

'মৌনাৎ' বাক্যাভাবাৎ 'ন সঃ মুনিঃ ভবতি' 'ন' 'অরণ্যবসনাৎ' অরণ্যবাসাৎ 'মুনিঃ'। 'স্বলক্ষণং তু' আত্মস্বরূপং তু 'যঃ' 'বেদ' 'সঃ' 'শ্রেষ্ঠঃ' 'মুনিঃ' মননশীলঃ 'উচ্যতে' কথ্যতে ॥ ২ ॥

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য-বাস প্রযুক্তও
হ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন তিনিই
শ্রেষ্ঠ মুনি ॥ ২ ॥

বনে বাস বা বাক্য ত্যাগ মুনির লক্ষণ নহে। নিভৃত হইয়া আপনার
ষয় আলোচনা করিবেক। আমি কে, এই শরীরের সহিত আমার
সম্বন্ধ, এই জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, কোথা হইতে আই-
াম, কে আমাকে আনয়ন করিলেন, কিজন্য এখানে অবস্থান করি-
চছি, পরিশেষে কোথায় যাইব; কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ,
খন বিপদ, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আমাতে উপস্থিত হইতেছে, এই
কলের উদ্দেশ্য কি; এই শরীর, এই ইন্দ্রিয়, এই প্রবৃত্তি, এই বাসনা
কজন্য আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে সুখের সামগ্রী সুসজ্জিত
াছে, কেন তাহা চিরকাল তৃপ্তিকর হয় না; সকল কামনা ভেদ করিয়া
ঃ অমৃতত্বের কামনা উত্থিত হইতেছে, কোথায় তাহা পরিপূর্ণ হইবে;
কৃত মুনি আপনাতে প্রবেশ করিয়া এই সকল বিষয় মনন করিতে
াকেন এবং ঈশ্বর-প্রসাদে যে আলোক লাভ করেন, তাহাতে আপ-
ার গন্তব্য পথ দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হন ॥ ২ ॥

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্ ॥ ৩ ॥

'পূর্ব্বাভিঃ' পূর্ব্বকালবর্ত্তিভিঃ 'অসমৃদ্ধিভিঃ' ধনাদ্যসম্পত্তিভিঃ [illegible]
ভাগ্যোঽহমিতি 'আত্মানং' 'ন' 'অবমন্যেত' নাবজানীয়াৎ। কিন্তু
'আমৃত্যোঃ' মরণপর্য্যন্তং 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিং 'অন্বিচ্ছেৎ' তৎপ্রাপ্তি-
নিমিত্তম্ উদ্যমং কুর্য্যাৎ 'ন এনাং' 'দুর্লভাং' 'মন্যেত' বুধ্যেত ॥ ৩ ॥

পূর্ব্ব ধনসম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধন সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না ॥ ৩ ॥

ত্রিভুবন পালক পরমেশ্বর মনুষ্যকে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়া জীবিকা সংস্থানের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বতঃ ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে দুর্ভাগ্য বোধ করিবেক না এবং তাহা দুর্লভ ভাবিয়া নিরুদ্যম হইবেক না। দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হইয়াও আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। ন্যায় পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবেক এবং চিরজীবন আপনাকে ধনোপার্জ্জনের অধিকারী জানিবেক। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করা আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য জানিবেক ॥ ৩ ॥

[illegible]

[illegible]

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর করুণা করিয়া মনুষ্যকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবেক। আত্ম-চিন্তা ও আত্ম-নির্ভর অভ্যাস করিবেক। যত দূর সাধ্য আপনার কর্ম্ম আপনি করিবেক।

'যুবা এব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ' যতঃ 'জীবিতং' জীবনং 'খলু' নি[illegible] অনিত্যম্'। 'কঃ হি জানাতি' যৎ 'অদ্য' 'কস্য' 'মৃত্যুকালঃ' [illegible] [illegible]' ॥ ৬ ॥

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইবে ॥ ৬ ॥

যৌবন কাল সুখ ভোগের জন্য ও বার্দ্ধক্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ইহ অবিবেকীর বাক্য। অধর্ম্ম বৃদ্ধকেও কলঙ্কিত করে, যুবাকেও কলঙ্কিত করে। যৌবন কালে যাহা অভ্যাস হয়, প্রায় চিরজীবন তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। যৌবন কালেই পাপ-প্রলোভন তীব্র বেগে মনুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহা বিস্মৃত হইবেক না যে, মৃত্যু যুবাকেও পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দেয়। অতএব যৌবন কাল অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেক; সদাচরণ অভ্যাস করিবেক; পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নশীল হইবেক, কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধু সঙ্গের সেবা করিবেক এবং কঠোরতা সহকারে অহরহঃ আপনাকে পরীক্ষা করিতে থাকিবেক ॥ ৬ ॥

সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্ বুধঃ।
প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি ॥

'সুবৃত্তঃ' শোভনচরিত্রঃ 'শীলসম্পন্নঃ' সদ্গুণসম্পত্তিযুক্তঃ 'প্রসন্ন[illegible]' প্রসন্নচিত্তঃ 'আত্মবিৎ' ব্রহ্মবিৎ 'বুধঃ' পণ্ডিতঃ। 'ইহ' 'লো[illegible]' 'সম্মানং' পূজাং 'প্রাপ্য' 'প্রেত্য' ব্যাবৃত্তাস্মাৎ লোকাৎ 'সু[illegible]' সাধুগতিং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞানী; তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

সদসদ্ বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিবেক ও সুমার্জ্জিত শুভ বুদ্ধির আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সচ্চরিত্র ও সুশীল হইবেক; সচ্চরিত্র ও পবিত্র হইয়া মনকে প্রসন্ন রাখিবেক এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হইবেক। ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে সদ্গতি ইহার পুরস্কার ॥ ৭ ॥

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ স বৈ পরমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

[illegible] 'বাঙ্মনসী' বাক্ চ মনশ্চ 'সদা' সর্ব্বদা 'প্রণিহিতে' [illegible] 'স্যাতাং' [illegible] 'তপঃ' [illegible] 'পরং' পদং 'অবাপ্নুয়াৎ' প্রাপ্নোতি ॥ ৮ ॥

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে সংযত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা, দান ও সত্য-কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

বাক্য ও মন পরস্পর সংযত না হইলে মিথ্যা কথা ও প্রলাপ বাক্য এই দুই মহৎ দোষে পতিত হইতে হয়। মন যাহা জানিতেছে, বাক্য তাহার সঙ্গে মিল না রাখিয়া অন্যথা বলিলেই তাহা মিথ্যা হইল এবং বাক্য যাহা বলিতেছে, তাহার অনুযায়ী মনের চিন্তা না হইলেই তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইল। অতএব বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানধারণারূপ তপস্যা, সৎপাত্রে দান ও সত্য ব্যবহার করিবেক ॥ ৮ ॥

৩৬

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা।
নাধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

'ধর্ম্মনিত্যঃ' ধর্ম্মে নিত্যরাং রতঃ 'প্রশান্তাত্মা' সমাহিতচিত্তঃ 'কার্য্যযোগবহঃ' কার্য্যোপায়তৎপরঃ 'সদা'। 'ন অধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং' 'ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে' ॥ ৯ ॥

যে প্রশান্তাত্মা ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না ॥ ৯ ॥

শান্তচিত্ত ও ধর্ম্মের অনুগত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ও তাহার উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিবেক। অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে মন পাপের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে ও তাহা হইতে কর্ম্মও পাপময় হইয়া উঠিবে। আলস্য সকল দোষের আকর ॥ ৯ ॥

৩৭

ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ।
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে ॥ ১০ ॥

'যঃ' ধর্ম্মঞ্চ অর্থঞ্চ 'ধর্ম্মার্থৌ' তৌ 'পরিত্যজ্য' 'ইন্দ্রিয়বশানুগঃ' ইন্দ্রিয়াণাং বশানুগামী 'স্যাৎ' 'সঃ' 'ক্ষিপ্রং' শীঘ্রং 'শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ' 'পরিহীয়তে' প্রহীণো ভবতি ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয় ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরের আরাধনা ও সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিকর আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেক না। বিষয়সুখ মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য বিষয়-সুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহান্। তাহার প্রতি অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি মূঢ়তা-বশতঃ ইন্দ্রিয়গণের দাস ও বিষয়সুখে আসক্ত হইয়া থাকে, মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে চেতনা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত দণ্ড দান করেন, সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়॥ ১০ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
স এব নিয়তো বন্ধুঃ স এব নিয়তো রিপুঃ॥ ১১ ॥

[illegible]

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু॥ ১১ ॥

আত্মাতে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে; সকল প্রবৃত্তিই আপনার আপনার বিষয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। আত্মা যদি কেবল এই সকল প্রবৃত্তিস্রোতে অবগাহন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। এই জন্য ঈশ্বর তাহাকে কর্ত্তৃত্ব-শক্তি দিয়াছেন; তাহা দ্বারা আত্মা আপনার প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইতে পারে। মনুষ্য এইরূপে আপনাকে দমন করিতে না পারিলে আপনিই

আপনার যে রূপ অনিষ্ট করে, অন্য লোকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে এবং আপনি আপনার প্রভু হইয়া যেরূপ আপনার হিত সাধন করিতে পারে, অন্য লোকে সেরূপ কিছুই করিতে পারে না। অতএব আপনাকে শাসনে রাখিয়া আপনার মঙ্গল করিয়া আপনার সহিত বন্ধুতা করিবেক; আপনি আপনার শত্রু হইবেক না। কর্ত্তৃত্ব সহকারে আপনি আপনার প্রভু হইয়া থাকিবেক; মঙ্গলের পথে বলপূর্ব্বক আপনাকে চালনা করিবেক। যদি কোন আন্তরিক রিপু প্রবল হইয়া তাহাতে বিঘ্ন দেয়, বলপূর্ব্বক তাহার বাধা অতিক্রম করিবেক। কখনই আত্মশাসনে আলস্য ও ঔদাস্য করিয়া আপনাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবেক না। সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলিলেই আপনার সহিত বন্ধুতা করা হইবেক ॥ ১১ ॥

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ ॥

'যস্তু' 'উত্তমং' মানবং 'জন্ম' 'প্রাপ্য' চ অপি [illegible] ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং 'লব্ধ্বা চ'। 'আত্মহিতং' [illegible] 'ন বেত্তি' [illegible] 'আত্মঘাতকঃ' আত্মঘাতী 'ভবেৎ' [illegible] ॥ ১২ ॥

উত্তম মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে, সে আত্ম-ঘাতী হয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বদা আত্মার হিত চিন্তা করিবেক। কি প্রকারে আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হয়, কি প্রকারে ঈশ্বর-প্রেম ও পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়,

।৫ কি প্রকারে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা মুক্তি লাভ করিতে
র্থ হয়, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিবেক; আত্মার অনন্ত
বনের অপরিমেয় দীর্ঘতা স্মরণ করিয়া তাহার সম্বল আহরণ করি-
ক। ক্ষুদ্রতা ও মলিনতাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবেক। যাহা অনন্ত
লের জন্য আত্মার হিতকর হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। পাপাচরণ
রলেই আপনার অনিষ্ট করা হয়। অতএব আপনি আপনার অনিষ্ট
রয়া আত্মাকে বিনাশ করিবেক না; এমন উৎকৃষ্ট মানব জন্ম পাপা-
দ্বারা মলিন করিয়া রাখিবেক না॥ ১২ ॥

৪১

পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ ॥১৩॥

[illegible] 'সুখং' যথা স্যাৎ তথা 'বসেৎ' [illegible] 'কুর্য্যাৎ'। 'যেন' 'অমুত্র' পরত্র লোকে 'সুখং' [illegible] যাবজ্জীবনেন 'কুর্য্যাৎ' ॥ ১৩ ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা বৃদ্ধ কালে সুখে
কিতে পারে; আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা
। লোকে সুখী হইতে পারে॥ ১৩॥

কেবল বর্ত্তমান সুখের লোভে মুগ্ধ ও মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা পরি-
া করিবেক না। যাহা কেবল অদ্যকার জন্য সুখকর, তাহার অনু-
ধ চিরস্থায়ী মঙ্গলে অবহেলা করিবেক না। কেবল ক্রীড়া কৌতুক
া বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিবেক না; ধর্ম্ম শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা
রিশ্রম অভ্যাস প্রভৃতি বাল্য ও যৌবনের কার্য্য সকল যত্ন পূর্ব্বক
ঠান করিবেক, নতুবা বৃদ্ধকাল কেবল দুঃখ ও বিরক্তি ভোগের

আধার হইয়া থাকিবেক। এবং চিরজীবন ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া তাঁহাতে প্রীতি-বৃদ্ধি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে পর লোকে সদ্‌গতি লাভ হইবেক। যদি ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়াই প্রথম বয়স অতিবাহিত কর, মনে করিয়া দেখ, যখন বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইবে, যখন শরীর বলহীন হইয়া পড়িবে, যখন ইন্দ্রিয়গণ জীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন শান্তি ও আরামের কোন ভরসা থাকিবে না। আলোচনা করিয়া দেখ, যদি পৃথিবীর সুখই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া নির্বিচারচিত্তে চিরজীবন তাহারই সেবাতে আসক্ত হইয়া থাক, যদি জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে না পার, তাহা হইলে যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে যাইবে যে, সেখানে পৃথিবীর কোন বস্তু সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে; কেন না, সেখানে যাহা আবশ্যক, তাহা তোমার নিকটে কিছুই নাই॥ ১৩॥

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

[illegible]

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক, যেমন কর্ম্মচারী ভৃতিলাভের কালকে প্রতীক্ষা করে॥ ১৪॥

আপনার অনিত্য জীবন বিস্মৃত হইয়া পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেক না এবং পর লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐহিক জীবনে উপেক্ষা ও অবহেলা করিবেক না। ঈশ্বর আমাদের সমস্ত জীবনে

ভু; তিনি যত দিন পৃথিবীতে রাখেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আজ্ঞা
ন কর; তিনি যখন লোকান্তরে লইয়া যাইতে মৃত্যুকে প্রেরণ করি-
ন, শোকশূন্য হইয়া তাঁহার আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইবে। আপনার
শা ভুলোকেও বদ্ধ করিও না, দ্যুলোকেও বদ্ধ করিও না; সেই পরম
াক পরমেশ্বরে তাহা সংস্থাপিত করিয়া রাখ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[illegible] স্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
[illegible] মূলং হি সুখং [illegible] বিপর্যয়ঃ ॥ ১ ॥

[illegible]

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবে;
হেতু সন্তোষই সুখের মুল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই
খের মুল ॥ ১ ॥

য ব্যক্তি যেমন যোগ্য, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন।
এব আপনার যোগ্যতার অনুরূপ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক।
্যক্তি যোগ্যতার অতীত সুখ প্রার্থনা করে, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ
। দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া অনর্থক অসন্তুষ্ট হইবেক না;
তে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার নিমিত্ত অকারণ কষ্ট ভোগ
, এবং উপস্থিত সুখেও আস্বাদন পাইবে না। অতএব সুখ-

দাতা ঈশ্বর তোমার সাধ্য ও চেষ্টানুযায়ী যে সুখ প্রদান করিবেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ধন মান পদমর্য্যাদা প্রভৃতি কোন বিষয়ের নিমিত্তই দুরাকাঙ্ক্ষ হইবে না ॥ ১ ॥

৪৩

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্।

'মূঢ়াঃ' মূর্খাঃ 'অসন্তোষপরাঃ' 'পণ্ডিতাঃ' 'সন্তোষং যান্তি' [illegible] ভবন্তি। যতঃ 'পিপাসায়াঃ' বিষয়তৃষ্ণায়াঃ 'অন্তঃ ন অস্তি' [illegible] সন্তোষং পরমং সুখম্' ॥ ২ ॥

মূর্খেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তো অবলম্বন করেন। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই প সুখ ॥ ২ ॥

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়ান্তরে মন প্রধাবিত হইবে এবং তা লাভ করিলে পুনর্ব্বার অন্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবে। প তেরা বিষয়-তৃষ্ণার এইরূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সন্তোষ অবলম্বন পূ সুখী হন এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসা আসক্তি পরিত্যাগ করেন। স্থূলদর্শীরা তাহা না জানিয়া বাহ্য আড়ম্ব সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে, এবং যে খানে যত অধিক বাহ্য বি দর্শন করে, সেখানে তত অধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থা কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে বাহ্য বিষয়ের ন্যূনাধিক্য থাকিলে সুখ ও দুঃখ ভোগের পরিমাণ সর্ব্বত্রই সমান। এই জন্য তাহা সুখরত্নের স্পর্শমণি-স্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদ অসুখিত থাকে। অতএব বিষয়-তৃষ্ণা জয় করিয়া সন্তোষ অভ্যা করিবেক ॥ ২ ॥

[illegible] পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে ।
[illegible] দুঃখমাপতিতং [illegible] ॥ ৩ ॥

[illegible]

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক ॥ ৩ ॥

মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর নিরন্তর আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্ব্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন, তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যটন করিতেছে; দুর্ব্বল মনুষ্যকে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অতএব সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্তচিত্তে তাহা বহন করিবেক সর্ব্বদা তাঁহার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিবেক ॥ ৩ ॥

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ।

শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৪ ॥

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং। [illegible] [illegible] দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৪ ॥

চির কাল দুঃখ থাকে না এবং চির কালও সুখ লাভ হয় না। শরীর, সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আয়তন ॥ ৪ ॥

সুখও চিরস্থায়ী নহে, দুঃখও চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র মঙ্গলই চিরস্থায়ী। যখন সুখ-সম্পদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন; যখন দুঃখ-বিপদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রেরণ করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই অপূর্ণপ্রকৃতি মনুষ্যকে মঙ্গল রাজ্যের সন্নিহিত করিতেছে। অতএব সুখ ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। কখন বা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সুখ-সম্পত্তি বিসর্জন করিতে হইবে ও দুঃখ বিপদ্ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তখনকার সেই দুঃখ বিপদ্ আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ্ ॥ ৪ ॥

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ং।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা অপ্রিয়ং। [illegible] [illegible] অপরাজিতেন হৃদয়েন [illegible] [illegible] ॥ ৫ ॥

সুখই হউক কিংবা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক ॥ ৫ ॥

সুখই হউক, আর দুঃখই হউক; প্রিয় ঘটনাই হউক, আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও অবস্থাস্রোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদের বলকে পরাজয় করিবে। নিশ্চয় জানিবে, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর জীবিত, জাগরিত ও আমাদের সন্নিহিত আছেন; অদ্ভুত সুখ-সম্পত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না; ঘোরতর দুঃখ বিপত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ সকলেরই পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহাকে বর্ত্তমান জানিবে এবং সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে; তাহা হইলে হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না ॥ ৫ ॥

[illegible] ন [illegible] হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সং[illegible]।
ন [illegible] ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ [illegible] ॥

[illegible] "অতিভূশম্" [illegible] 'ন' [illegible] 'ন' "সংজ্বরেৎ" ন [illegible]। "অর্থকৃচ্ছ্রেষু" [illegible] 'ন মুহ্যেৎ' [illegible]। [illegible] ॥ ৬ ॥

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও ম্রিয়মাণ হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না ॥ ৬ ॥

প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে নিমগ্ন হইবেক না। অতিমাত্র হর্ষ ও অতিমাত্র বিষাদ উভয়ই বিবেক-

শক্তিকে অপহরণ করে; অবিবেকী মনুষ্য কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় হইয়া নানা অনর্থে নিপতিত হয়। ঈশ্বরকে সকলের মূলাধার জানিয়া সম্পৎকালে নম্র হইয়া থাকিবেক এবং বিপৎকালে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবেক। যে সকল অপ্রিয় ঘটনা অপ্রতিবিধেয়, তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহন করিবেক। ইহাও বিচার করিয়া দেখিবেক, আমরা যাহা প্রিয় ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর না হইতে পারে এবং যাহা অপ্রিয় ভাবিয়া ভীত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর হইতে পারে। দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইলে দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্য ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া জীবিকা লাভের চেষ্টা পায়; কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইয়া যায় যে, এক্ষণে যাহা দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মনে হইতেছে, পরিণামে তাহাই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত করিয়া দিবে। অতএব যদি দুঃখের ভরে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবেক না॥ ৬॥

[illegible]

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়॥ ৭॥

যাহাতে মনস্তাপ ও হৃদয়বেদনা ভোগ করিতে হয়, এমন ঘটনা সংসারে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে। লঘুচিত্ত মনুষ্যগণ তাদৃশ ঘটনায় মনস্তাপে অভিভূত হওয়াতে শ্রীভ্রষ্ট, বলভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও রোগা-

ক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ও বিবেচনা পুর্ব্বক আপনাকে রক্ষা করিবেক। সকল ঘটনাই কোন না কোন বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষাদান করে; অতএব মনস্তাপে অধীর হইয়া সেই মঙ্গল-জনক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিবেক না। অনেক সন্তাপ আমাদের নিজ দোষে উৎপন্ন হয়; অতএব তাহাতে হতচেন না হইয়া আপনার দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হইবেক। হৃদয়মন্দিরে অনবরত বিরাজিত আনন্দময় ঈশ্বরের সহবাস সর্ব্বপ্রকার সন্তাপের মহৌষধ জানিবে; তাঁহাকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া এবং তাঁহার নিকট শান্তি প্রার্থনা করিয়া সমুদায় হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাণ করিবেক এবং প্রফুল্ল চিত্তে সংসারে অবস্থান করিবেক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[illegible]

[illegible] পৌরুষস্য গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ [illegible]।
[illegible] ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ১ ॥

[illegible] 'পৌরুষস্য চ' পুরুষকারস্য 'গুপ্তয়ে' গোপ[illegible] 'কথিতং' [illegible] 'উপকারায়' উপকারার্থং [illegible] 'ধর্ম্মজ্ঞঃ ন প্রকাশয়েৎ' ॥ ১ ॥

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না ॥ ১ ॥

কেবল যশোলাভ লক্ষ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য নহে। যশঃস্পৃহাকে সংযত করিয়া ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। তাহাতে লোকে যদি যশোগান করে, স্ফীত ও গর্ব্বিত না হইয়া বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিবেক। কদাপি আপনার সুখ্যাতি আপনি করিবেক না। যদি আপনাকে সুখ্যাতির পাত্র বোধ হয়, অথচ লোকে সুখ্যাতি না করে, তাহাতে বিস্মিত হইবেক না ও চঞ্চল হইয়া আপনার যশোগান করিতে উদ্যত হইবেক না; সকল কার্য্যে আপনার ধর্ম্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত হইলেই স্বয়ং পরিতৃপ্ত থাকিবেক। যেখানে আপনার কথা আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইবেক, সেখানে যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত কহিবেক না।

পরমেশ্বর যাঁহাকে যেপ্রকার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু সেই শক্তি লইয়া আত্মশ্লাঘা করিবেক না। মূঢ়েরা পৌরুষের কার্য্য অপেক্ষা আত্মশ্লাঘা করিতেই অধিক ভাল বাসে; ধীরেরা মৌনী থাকিয়া আপনার সমস্ত প্রভাব ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করেন।

গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হইবে, তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবেক না; করিলে বিশ্বাস-ঘাতক হইবেক। কেহ যদি বন্ধুতা কালে গোপনে রাখিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিয়া থাকে, পশ্চাৎ তাহার সহিত বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয়, তথাপি সেই গুপ্ত কথা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেক।

আত্মকৃত পরোপকার ক্রিয়া আপনার মুখে ব্যক্ত করিবেক না, তাহা হইলে তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব বিলুপ্ত হয় ও তাহা ধর্ম্মের রূপ পরিত্যাগ করে॥ ১॥

মৃদু প্রিয়ং বাক্যং ধীরো হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।

[illegible]

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয়, ও হিতকর বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২ ॥

মন যাহা জানিতেছে, বাক্যে তাহার অন্যথা করিবেক না; যাহাতে লোকে তাঁহার মনোগত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সংশয়যুক্ত হয়, রূপ কঠিন বাক্য কহিবেক না; এবং আমার মনোগত অর্থ না বুঝিয়া াকে অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করুক, এরূপ অভিপ্রায়ে কোন বাক্য চ্চারণ করিবেক না; যাহা সত্য বলিয়া জানিবে, বলিবার সময়ে তাহা বিকল ব্যক্ত করিয়া বলিবেক। লোকের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিয়া ঠোর বাক্যেও সম্ভাষণ করা যাইতে পারে, হৃদয়গ্রাহী কোমল ভাবেও াহা সম্পন্ন হইতে পারে; যাহাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, তাহারা কঠোর বাক্য বহার করে; তাহা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুদ্রতা ও কঠোর বাক্য পরিত্যাগ রিয়া সহৃদয় হইয়া কোমল বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবে। াহারও হৃদয়ে আঘাত দিবার নিমিত্ত অপ্রিয় বাক্য কহিবেক না এবং কলের হিত লক্ষ্য করিয়া হিত বাক্য কহিবেক। আত্মশ্লাঘা করিবেক । এবং আত্মশ্লাঘা লক্ষ্য করিয়া আপনার কথা অধিক করিয়া কহিবেক । পরনিন্দা করিবেক না: অন্যায় করিয়া পরের ধনসম্পত্তি গ্রহণ ও ন্যায় করিয়া পরের খ্যাতি সম্পত্তি হরণ উভয়ই সমান। কাহাকেও ংশোধনের জন্য অথবা জগতের হিত সাধনের জন্য যদি কাহারও াষ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা সদয় হৃদয়ে উচ্চারণ রিবেক ॥ ২ ॥

[illegible]

[illegible]ক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্

[illegible] 'সত্যং' তথা 'দীনেষু সর্ব্বদা' 'দয়া' [illegible] [illegible] 'কামক্রোধৌ' 'যস্য' 'বশে' অধীনতয়া [illegible] [illegible] 'জিতং' বশীকৃতম্ [illegible]

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদা সত্যব্রত থাকিবেক, মনকে সত্যের অনুগত করিবেক, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবেক এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবেক। দীনের প্রতি সর্ব্বদা দয়াবান্ থাকিবেক; যে ব্যক্তি ধর্ম্মেতে দীন, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেক; যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে দীন, তাহাকে জ্ঞান দান করিবেক; যে ব্যক্তি ধনেতে দীন, তাহাকে ধন দান করিবেক। কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিবেক; এই দুই রিপু প্রবল হইলে মনুষ্য অনেকবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়। কামকে জয় করিবার নিমিত্ত তাহার বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক্ করিবেক এবং ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্ষমা অভ্যাস করিবেক ॥ ৩ ॥

বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু ।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥

[illegible] 'পরদারেষু' পরপত্নীবিষয়েষু 'বিরক্তঃ' বিগত[illegible] [illegible] 'নিস্পৃহঃ' স্পৃহারহিতঃ 'দম্ভমাৎসর্য্যহীনঃ' দম্ভো [illegible] [illegible] মাৎসর্য্যম্ অন্যশুভদ্বেষঃ তাভ্যাং রহিতঃ 'তেন' [illegible] 'লোকত্রয়ং জিতম্' ॥ ৪ ॥

যিনি পরস্ত্রীতে বিরত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভ-মাৎসর্য্য-বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

আসক্তচিত্তে পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চিন্তা করিবেক না, স্পর্শ করিবেক না। সমুদায় পরকীয় বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া আপনার ন্যায়োপার্জ্জিত বিষয়ে পরিতৃপ্ত থাকিবেক। দম্ভ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিবেক। ছলনা পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণের নাম দম্ভ ও অন্যের মঙ্গলে দ্বেষ করা মাৎসর্য্য। লোককে ভুলাইবার কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক হইবেক। ঈশ্বরের ন্যায় সকলকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিবেক, তাহাতে মানসিক ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন মাৎসর্য্য অন্তর্হিত হইবেক ॥ ৪ ॥

[illegible] সংগ্রামেষ্বপরাঙ্মুখাঃ।
[illegible] জিতম্ ॥ ৫ ॥

[illegible]

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম-যুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যুদ্ধ দুই প্রকার। যাহাতে স্বত্ব নাই, তাহা অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুরাত্মারা যুদ্ধ করিয়া থাকে; ইহাতে ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ হয়; ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। অন্যায়াচরণ নিবারণ

করিয়া ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিকারযুদ্ধ ও ধর্ম্মযুদ্ধ কহে; ইহা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়কে রক্ষা করা হয়। কিন্তু ইহাও প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে সামান্য শোচনীয় নহে। যে মনুষ্য পরস্পর প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিবেন, যাঁহারা সকলেই এক মঙ্গলস্বরূপ পিতার সমান স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছেন, তাঁহারা আপনাদের হস্ত পরস্পরের রক্তে দূষিত করিবেন—এক ভ্রাতা আর এক ভ্রাতার শরীরে সাংঘাতিক আঘাত প্রদান করিবেন, ইহা মনে করিলেও হৃদয় শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন হয়; অতএব শান্তি ও ক্ষমা দ্বারা ন্যায় রক্ষা হইলে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মযুদ্ধের ভাণ করিয়া আত্মম্ভরিতাকে তৃপ্ত করিতে যাইবেক না। কিন্তু অকল্যাণ নিবারণের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভীত ও পরাঙ্মুখ হইবেক না ॥ ৫ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না; ইহা সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৬ ॥

যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না, অথচ লোকের প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাদৃশ বাক্যই কহিবেক এবং যত্ন পূর্ব্বক তাদৃশ বাক্য কহিতে শিক্ষা করিবেক। যাহা সত্য, কিন্তু কহিলে কাহারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়

তাহা সংযত করিয়া রাখিবেক; ধর্ম্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবেক না; যদি একান্ত আবশ্যক হয়, দয়ার সহিত তাহা উচ্চারণ করিবেক; তাহা লইয়া কদাপি আমোদ আহ্লাদ করিবেক না এবং মনকেও আনন্দিত হইতে দিবেক না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একবারে পরিত্যাগ করিবেক। এইরূপ বাক্‌সংযম নিত্যকর্ম্ম জানিবেক ॥ ৬ ॥

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৭ ॥

[illegible]

জল দ্বারা গাত্র-শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ-শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় ॥ ৭ ॥

বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবেক, তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় প্রসাদ লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সমুজ্জ্বল করিবেক ও ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপশ্চর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহাতে আত্মা মোহ ও পাপতাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক এবং জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ রাখিবেক। আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধসত্ত্ব করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেক ॥ ৭ ॥

৮

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ॥ ৮ ॥

যঃ ব্যক্তিঃ 'অন্যথা' অন্যপ্রকারেণ 'সন্তং' বিদ্যমানম্ 'আত্মানং' অন্যথা 'প্রতিপদ্যতে' জ্ঞাপয়তি 'তেন' আত্মাপহারিণা 'চৌরেণ' 'কিং পাপং ন কৃতং' অপি তু সর্ব্বং পাপং বিহিতমেব ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি একপ্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চোর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয় ॥ ৮ ॥

সর্ব্বদা অকপট আচরণ করিবেক। একপ্রকার হইয়া লোকের নিকট আপনাকে অন্যপ্রকার প্রদর্শন করিবেক না। যাহা অসাধু বলিয়া জানিবে, লজ্জিত হইয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক, যাহা সাধু বলিয়া জানিবে, তাহা বাক্য ও কার্য্যে প্রদর্শন করিবেক ॥ ৮ ॥

৯

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

'সত্যসমঃ' সত্যেন তুল্যঃ 'ধর্ম্মঃ' 'নাস্তি' 'ন' অপি 'সত্যাৎ' অন্যৎ 'পরং' প্রকৃষ্টং 'বিদ্যতে' কিঞ্চ 'অনৃতাৎ' অসত্যাৎ 'তীব্রতরং' তীব্রতরং 'কিঞ্চিৎ' কিঞ্চিন্মাত্রং 'ন হি' 'ইহ বিদ্যতে' ॥ ৯ ॥

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই ॥ ৯ ॥

সত্যই ঈশ্বরের ভাব, তাহাতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব [illegible]ানদ্বারা সত্য উপার্জ্জন করিবেক, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেক [illegible]বং আচরণে সত্যপরায়ণ হইবেক। মিথ্যা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ [illegible]রিবেক—মিথ্যা অপেক্ষা অসহ্য, কঠোর ও ঘৃণাকর বস্তু আর কিছুই [illegible]াই। মিথ্যা দ্বারা জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয় এবং বাক্য ও আচরণ অপবিত্র [illegible]য় ॥ ৯ ॥

[illegible]

[illegible] ১০ ॥

[illegible] ১০ ॥

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় [illegible]য়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ ॥১০॥

হিতকর বাক্য সর্ব্বদা প্রীতিকর হয় না এবং প্রিয় বাক্যও অনেক [illegible]ায়ে অহিতকর হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি শ্রোতার অসন্তোষ-ভয়ে [illegible]ত বাক্য না বলেন, তিনি যথার্থ হিতৈষী নহেন এবং যিনি অপ্রিয় [illegible]লয়া হিত বাক্য না শুনেন, তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব

সকলের হিতৈষী হইয়া হিত বাক্য কহিবেক এবং কেহ হিতোপ
প্রদান করিলে অপ্রিয় হইলেও শান্ত হইয়া গ্রহণ করিবেক॥ ১০॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[illegible]

[illegible]

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য
বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না॥ ১॥

ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়, ন্যায় ও সত্য জয়যুক্ত হউক; সাধুগণেরও
এই কামনা, ন্যায় ও সত্যের জয় হউক। কিন্তু অসাধু মনুষ্য ঈশ্বরের
অভিপ্রায় লঙ্ঘন করিয়া অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে। তাহার
নিবারণ না করিলে লোকস্থিতির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই জন্য
বিচারপতি ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া ন্যায়ের জয় দান করেন, ইহাতে
ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়। সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বিবাদাস্পদ বিষয় বিচার-
পতিকে অবগত করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার সহকারিতা করেন। অতএব ধর্ম্মাধি-
করণে সাক্ষ্যদান ধর্ম্মার্থের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিবেক না॥ ১॥

যে সাক্ষীর সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি এমত সন্দেহ করেন না, দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না ॥ ৩ ॥

মনের অগোচর পাপ নাই; অতএব যে সাক্ষী সাক্ষ্যদান কালে মনে মনে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, আমি যাহা কহিতেছি তাহা মিথ্যা নহে; তিনিই সত্যবাদী সাক্ষী, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন ॥ ৩ ॥

[illegible]

[illegible]

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; এই পুণ্য-পাপ-দর্শী সর্ব পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন ॥ ৪ ॥

হে সাক্ষী, তুমি বাহিরেও যেমন একাকী নও, অন্তরেও সেইরূপ একাকী নও, পুণ্য-পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন; তিনি পুণ্যের পুরস্কারক ও পাপের দণ্ডদাতা। হে ভদ্র ইহা বুঝিয়া সাক্ষ্যদান কর। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আপনার মস্তকের উপরে পরমেশ্বরের বজ্র আকর্ষণ করিও না ॥ ৪ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥ ১ ॥

যৎ যৎ 'কল্যাণং' মঙ্গলম্ 'অভিধ্যায়েৎ' অনুভবেৎ তত্র আত্মানং নিয়োজয়েৎ'। 'ন' 'পাপে' পাপিনি জনে 'প্রতিপাপঃ' পাপপ্রতিবিধায়ক 'স্যাৎ'। কিন্তু সদা' 'সাধুঃ এব' 'ভবেৎ' ॥ ১ ॥

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক ॥ ১ ॥

যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা এক জনের পক্ষে মঙ্গল ও আর এক জনের পক্ষে অমঙ্গল, তাহা বাস্তবিক মঙ্গল নহে; যাহা কেবল অদ্য মঙ্গল, পরদিনে অমঙ্গল, তাহাও বাস্তবিক মঙ্গল নহে; সমুদায় মনুষ্যের পক্ষে যাহা মঙ্গল ও অনন্ত কালের জন্য যাহা মঙ্গল, তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবেক না; কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবেক না। সর্ব্বদা সাধু থাকিবেক, সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবেক; ন্যায়পথে থাকিয়া অন্যায়াচারের প্রতিবিধান করিবেক। কেবল নিজ ক্রোধের শান্তি করা অসাধুগণের কার্য্য, কিন্তু অসাধুকে সাধুতা দ্বারা শিক্ষা দান করিয়া জগতে শান্তি বিস্তার করা সাধুগণের লক্ষ্য ॥ ১ ॥

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥ ২ ॥

[illegible]

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক ; সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক ; এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক ॥ ২ ॥

স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রুদ্ধকে জয় করিবেক ; ক্রোধের বশীভূত হইবেক না, কিন্তু বিবিধ উপায়ে ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবেক এবং যে সকল কারণে অনর্থক অন্যের ক্রোধ উদ্দীপন করা হয়, তাহা দূরীকৃত করিবেক। অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক ; কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক ; কেহ অসদ্ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক। যে অহিতাচরণ করিবে, তাহারও হিত চিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। অসত্যকে সত্য দ্বারা পরাজয় করিবেক ; প্রাণপণে সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেক ; সত্যই জয় ॥ ২ ॥

কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধুস্ত্যাগমুপসেবতে ।
সত্যসাধুসমাচারাৎ বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু রাজতে ॥ ৩ ॥

'সুখদুঃখেষু' সুখেষু চ দুঃখেষু চ 'কুশলঃ' কুশল-স্বভাবঃ 'সাধূন্ পি উপসেবতে'; 'সত্যসাধুসমারম্ভাৎ' সত্যসাধুলক্ষণকর্ম্মণঃ সমারম্ভাৎ তস্য 'বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু' দীপ্যতে' দিশ্যতি ॥ ৩ ॥

সুখ-দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু-সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম-পথে দীপ্তি পায় ॥ ৩ ॥

সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন দুঃখভোগের উৎ-কণ্ঠা অপেক্ষা সুখভোগের মত্ততা ধর্ম্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপা-দন করে। অতএব চলচিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক। যত্ন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করি-বেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃ-করণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে; এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান্ করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করি-বেন না।

যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই সৎকর্ম্ম ও সাধু কর্ম্ম জানিবে; তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবুদ্ধি দীপ্তি লাভ করে।

যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয়বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদে
ধর্ম্ম-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়; পরিশেষে তাহারা আ
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট
হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥ ৪॥

[illegible]

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়,
এবং প্রতিদিন সাধু-সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়॥ ৪॥

সাধুসঙ্গে ধর্ম্মলাভ হয়, অসাধুসঙ্গ কেবল মোহ উৎপন্ন করে; সাধু
সঙ্গ উন্নতির হেতু, অসাধুসঙ্গ অধঃপাতের কারণ, সাধুসঙ্গে জীবন লা
হয়, অসাধুসঙ্গ মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে; সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের প্র
শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়, অসাধু সংসর্গে সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হই
মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। অসাধুগণের আলাপ
আচরণ সঙ্গীদিগের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। অসাধুস
পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব ধর্ম্মার্থ
ব্যক্তি অসাধুসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক অহরহঃ সাধুসঙ্গ করিবেক। যাহা
সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়; তাহ
হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেক। কিন্তু কদাপি কোন মনুষ্যকে ঘৃণ
করিবেক না। সাধুতারূপ নির্ম্মল নদীর প্রস্রবণস্বরূপ সেই মঙ্গলম

পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবেক ॥ ৪ ॥

যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রো হীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

[illegible] 'নিঃশ্রেয়সং' শ্রেয়োবিধায়কং 'বাক্যং' 'মোহাৎ' [illegible] 'ন প্রতিপদ্যতে' ন গৃহ্লাতি। 'সঃ' 'দীর্ঘসূত্রঃ' কর্ম্মজড়ঃ [illegible] 'হীনার্থঃ' [illegible] 'পশ্চাৎ' 'তাপেন' 'যুজ্যতে' [illegible]

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘ-ত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে তিত হয় ॥ ৫ ॥

যাহার নিকটে হউক, কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিলেই গ্রহণ করিবে, ভিমান-বশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিবে না। যাহা কর্ত্তব্য, সত্বর হইয়া হা সম্পাদন করিবে, দীর্ঘসূত্র হইয়া কাল বিলম্ব করিবে না। হিত ক্যে অবহেলা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রতা কেবল অনুতাপের কারণ ॥ ৫ ॥

সতাং মতমতিক্রম্য যোঽসতাং বর্ত্ততে মতে।
শোচন্তে ব্যসনে তস্য সুহৃদো ন চিরাদিব ॥ ৬ ॥

যঃ 'সতাং' 'মতং' অভিপ্রেতং 'অতিক্রম্য' অসতাং 'মতে' 'বর্ত্ততে'। 'তস্য' 'ব্যসনে' বিপদি 'সুহৃদঃ' তন্মিত্রাণি 'ন চিরাদিব' অচিরেণৈব কালেন 'শোচন্তে' ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন ॥ ৬ ॥

সাধুগণের বাক্য গ্রহণ করিবে ও অসাধুগণের বাক্য পরিত্যাগ করিবে। যাঁহাদিগের বাক্যে ও কার্য্যে অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ পায়, তাঁহারাই সাধু। সাধুগণের উপদেশে অবহেলা করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সুহৃদ্গণকে শোকাকুল করিবে না। যাঁহারা কেবল তোমার দুঃখ দেখিয়া দুঃখী হন না, কিন্তু তোমাকে সুখী দেখিলে সুখী হন, তাঁহারাই তোমার সুহৃৎ, তাঁহাদিগের শোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না ॥ ৬ ॥

৭

অবিসংবাদকো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে ন চানর্থৈঃ প্রযুজ্যতে ॥ [illegible]

যঃ 'অবিসংবাদকঃ' অবিবাদী 'দক্ষঃ' কর্ম্মসু 'কৃতজ্ঞঃ' [illegible]
স্মরণবান্ 'মতিমান্' জ্ঞানবান্ 'ঋজুঃ' শাঠ্যরহিতঃ। [illegible]
কীর্ত্তিং চ লভতে 'ন চ' 'অনর্থৈঃ' 'অনর্থযোগং' প্রযুজ্যতে ॥ [illegible]

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও ঋজু; তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থ-সাধন কার্য্যে যুক্ত হয়েন না ॥ ৭ ॥

কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না; ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে আদর্শ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিবে, মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়। যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, নৈপুণ্য সহকারে তাহা সম্পাদন করিবে এবং সকল কার্য্য হইতেই নৈপুণ্য শিক্ষা

করিতে থাকিবে; তাহাতে কার্য্যের উৎকর্ষ ও আপনার উন্নতি উপার্জ্জিত হইবে। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে; কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না; ঈশ্বর কার্য্যের পরিমাণ করেন না; সাধু ইচ্ছার পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার দেন, অতএব তোমার হিতসাধনের নিমিত্ত কাহারও ইচ্ছা দেখিলেই কৃতজ্ঞ হইবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে এবং বাক্য ও ব্যবহারে সরল হইবে ॥ ৭ ॥

[illegible] যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্ ।
[illegible] কৃতঘ্নোহি কৃত[illegible] নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮ ॥

[illegible] 'কুতঃ' কুত্র যশঃ তথা 'কুতঃ স্থানং' [illegible] 'কৃতঘ্ন' [illegible] শ্রদ্ধানর্হঃ 'হি' যস্মাৎ 'কৃতঘ্নে' [illegible]

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই ॥ ৮ ॥

কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা। যে ব্যক্তি অন্যকৃত উপকার গ্রহণ করিয়াও তাহার নিমিত্ত নিজ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না; উপকৃত হইয়াও সেই উপকার মনের সহিত মান্য করে না, অন্যকৃত মহৎ উপকারও লঘু বলিয়া ভাবে, অথবা উপকারীর সমুদায় উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অপকারের কামনা করে, সাধুগণ তাহাকে নরাধম ও পামর বলিয়া পরিগণিত করেন ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে ॥ ১ ॥

[illegible]

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান্ ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন ॥ ১ ॥

সকলের প্রতিপালক পরমেশ্বর ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি যে সকল ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব ও দাস দাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া তাহা যথাযোগ্যরূপে সকলের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেক; অশন বশন প্রভৃতি কোন বিষয়ে আত্মম্ভরি হইবেক না। সমুদায়ই যে কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেক না; প্রত্যুত অবশ্য-পোষ্য ও আশ্রিতগণের অভাব সকল ন্যায়ানুসারে পরিপূর্ণ করিয়া দুঃখভারে আক্রান্ত দীন দুঃখীদিগকে দান করিবেক। আপনাকেও ভোগসুখে বঞ্চিত করিবেক না; কৃপণতা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশে আপনার শরীর ও মনকে ধর্ম্মানুমোদিত ভোগ ও সুখ দ্বারা পোষণ করিতে থাকিবেক। কাহাকেও হিংসা করিবেক না ॥ ১ ॥

৭২

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্ধধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্ ॥২॥

'পাত্রস্য হি' 'বিশেষেণ' [illegible] দাতুঃ 'শ্রদ্ধধানতয়া' [illegible] 'এব চ'। 'দানস্য' 'অল্পং বা বহু বা' 'ফলং' 'প্রেত্য' [illegible] 'অবাপ্যতে' প্রাপ্যতে ॥ ২ ॥

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা
সারে দান ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত
॥ ২ ॥

অল্পই হউক, আর অনল্পই হউক, যাহা দান করিতে সাধ্য হই-
, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবেক। দাতার শ্রদ্ধা ও পাত্রের
যুক্ততা অনুসারে দানজনিত পুণ্যের তারতম্য হয়। যাচকগণ উত্ত্যক্ত
তেছে বলিয়া বিরক্তচিত্তে যে দান করা হয়, কেবল যাচকের উত্ত্যক্তি
ত মুক্তি লাভ মাত্রই তাহার ফল, তাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়
যাহাকে দান করিলে আলস্য বা অসৎকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হইবে,
শ অসৎপাত্রে দানও ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক
বে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র
া, সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহ-
। যথাসাধ্য দান করিবেক ॥ ২ ॥

৭৩

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা সচ দুঃখেন লভ্যতে ॥ ৩ ॥

[illegible]ত ইতি স্নেহসম্বোধনং হে 'তাত' 'দানাৎ' দানমপেক্ষ্য 'দুষ্কর' কর্ম্ম 'পৃথিব্যাং ন অস্তি' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি। 'চ' শব্দো হেতৌ [illegible] অর্থে' লোকানাং 'মহতী' অতীব 'তৃষ্ণা' 'সঃ চ' অর্থশ্চ [illegible] [illegible]॥ ৩॥

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছু নাই; যে হেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সে অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়॥ ৩॥

এই পৃথিবীতে লোকে ধনতৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়া আছে; ধন সম্পদ্‌ও অনায়াস লভ্য নহে। বহু আয়াসে ও বহু ক্লেশে ধন উপার্জ্জন হয়; সুতরাং যে স্থলে কোন প্রকার বাধ্যতা নাই ও স্বার্থ নাই; সে স্থলে অর্থদান কেবল ধর্ম্মার্থী ব্যতিরেকে আর কাহার সাধ্য হয় না; এই জন্য দান দুষ্কর কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি পরম বন্ধু পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনের উদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করেন, যিনি কেবল অর্থের জন্যই অর্থেতে প্রণয়বন্ধন করেন না, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃতপুণ্য হন॥ ৩॥

অন্যায়োপা[illegible] সমুপার্জ্জেন দানধর্ম্মো [illegible]

[illegible] ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো [illegible]

[illegible] অন্যায়েন সমুপার্জ্জেন [illegible]

[illegible] 'ক্রিয়তে' 'স' 'সঃ' [illegible]

[illegible] 'ত্রায়তে' রক্ষতি॥ ৪॥

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না॥ ৪॥

দানের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক না, তাদৃশ দানে পুণ্য লাভ হয় না; প্রত্যুত তাহাতে অন্যায়জনিত মহৎপাপে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব যদি ধনদানে সামর্থ্য া থাকে, আর আর নানা উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবেক; দাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবেক না ॥ ৪ ॥

১৫

ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

[illegible] 'ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন' ন্যায়প্রাপ্তধনেন 'জ্ঞানরক্ষণং' কর্ত্তব্যং [illegible]। 'অন্যায়েন তু যঃ' 'জীবেৎ' বর্ত্তেত সঃ 'সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ' সর্ব্বধর্ম্ম [illegible] ॥ ৫ ॥

কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম ইতে বহিষ্কৃত হয় ॥ ৫ ॥

আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের ন্যও অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক না। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা রিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহার আদেশ তিপালন করা এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্। দি অন্যায়পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন স্তবিক মৃত্যু, এবং যদি ন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত , তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন ॥ ৫ ॥

১৬

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।

যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা ॥ ৬ ॥

'শক্ত্যা' আত্মনোযথাশক্ত্যা 'অন্নদানং সততং' 'তিতিক্ষা' [illegible]
'ধর্ম্মনিত্যতা' ধর্ম্মে নিত্যানুষ্ঠানং ভবেৎ। 'যথার্হং' [illegible]
'সর্ব্বভূতেষু' 'সদা' 'প্রতিপূজা চ'। এতৎ সর্ব্বং কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যথাশক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক ॥ ৬ ॥

ক্ষুধার ক্লেশে মনুষ্য আশু অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। সংসারের নানা-বিধ জ্বালা সহ্য করিয়াও মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্না-ভাবে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; অতএব অগ্রে ক্ষুধার্ত্তগণকে অন্নদান করিবেক। ঈশ্বর যে উদ্দেশে পরস্পরবিরুদ্ধ শীত ও গ্রীষ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশেই সুখ ও দুঃখ, সম্পাদ্ ও বিপদ্ প্রেরণ করিতেছেন; অতএব তিতিক্ষা অভ্যাস করিবেক; সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে যাহা সেব্য ও যাহা ত্যাজ্য, তাহা পৃথক্ করিতে পারিবে; যাহা প্রতিবিধেয়, তাহার প্রতিবিধানে সামর্থ্য জন্মিবে; যাহা অপ্রতিবিধেয় তাহাতে অতিক্লেশ উৎপন্ন হইবে না। অহরহঃ ঈশ্বরের আরাধনা করিবে ও কল্যাণকর ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। গুরুজনদিগকে স্নেহের বিনিময়ে ভক্তি করিবে, বন্ধুজনদিগকে প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি প্রদর্শন করিবে, স্নেহাস্পদদিগকে ভক্তির বিনিময়ে স্নেহদান করিবে। কি আত্মীয় কি উদাসীন, সকলকেই ভদ্রতা সহকারে যথাযোগ্য প্রতিপূজা করিবে ॥ ৬ ॥

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্ ॥ ৭ ॥

পাত্রবিশেষমাহ। 'আর্ত্তস্য' পীড়িতস্য 'শয়নং' শয্যা দেয়ং তথা পরিশ্রান্তস্য চ আসনং' 'তৃষিতস্য চ' পানীয়ং' জলং 'ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্' ॥ ৭ ॥

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক ॥ ৭ ॥

যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাকে তাহাই দান করিবেক। এই-রূপ সময়োচিত দানেই গৃহীতা যথার্থ উপকৃত হয় এবং দাতা দ্বিগুণ ফল লাভ করেন। অতএব যাহার যেরূপ অভাব তাহাকে সেইরূপ দান করিবেক। ঈশ্বর আমাদিগকে এইরূপ দান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৮

অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তুদঃ।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্ ॥৮॥

[illegible] 'অন্নদঃ' অন্নদাতা [illegible] 'সুতৃপ্তঃ' সন্ 'সুখম্ আপ্নোতি' [illegible] 'ভূমিদানাৎ পরং ন অস্তি' 'বিদ্যাদানং' তু ততঃ অধিকম্ ॥ ৮ ॥

যিনি অন্নদান করেন, তিনি অন্য বস্তুসকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ॥ ৮ ॥

কেবল অর্থই যে দানের বস্তু এরূপ মনে করিবেক না। অন্নদান দাতাকে তৎক্ষণাৎ সুতৃপ্ত করে; ভূমিদান অতি মহৎ, কেন না চিরকাল সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে; বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে গৃহীতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় ॥ ৮ ॥

৭৯

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্।
দানান্যেতানি দেয়ানি হ্যন্যানি চ বিশেষতঃ।
দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা ॥ ৯ ॥

'ঔষধং পথ্যং আহারং' স্নেহাভ্যঙ্গং' তৈলাভ্যঙ্গং 'প্রতি-শ্রয়ং' 'দানানি এতানি' 'হি অন্যানি চ বিশেষতঃ' 'শ্রেয়স্কামেন' শ্রেয়োভিলাষিণা 'ধীমতা' 'দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ' 'দেয়ানি' ॥ ৯ ॥

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান্ দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপা-পাত্র-দিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার অভ্যঞ্জনীয় স্নেহ দ্রব্য, ও স্থান, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেন ॥ ৯ ॥

অসৎপাত্রে দান করিবেক না। যাহারা দান লইয়া অসৎ কর্ম্মে ব্যয় করে, তাহাদিগকে দান করিবেক না। যাহারা পরিশ্রমে অসমর্থ, দান গ্রহণ ব্যতীত যাহাদিগের অন্য উপায় নাই, যাহারা আপনার শক্তিতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না; তাহাদিগকে যথাযোগ্য দান করিয়া দানের সার্থকতা করিবেক ॥ ৯ ॥

৮০

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতোবিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ ॥ ১০ ॥

'স্বজনে' অবশ্যপোষ্যপিতৃমাত্রাদিজনে 'দুঃখজীবিনি' দুঃখেন জীবনধারিণি সত্যপি যঃ 'শক্তঃ' দানক্ষমঃ 'পরজনে' ইতরস্মিন্ অসম্বন্ধে জনে 'দাতা' দদাতি। তস্য 'সঃ' দানবিশেষঃ 'ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ' ন তু ধর্ম্মঃ যতঃ 'মধ্বাপাতঃ' মধুরোপক্রমঃ প্রথমং যশস্করত্বাৎ বিষাস্বাদঃ বিষোপমফলঃ তস্মাদেতন্ন কার্য্যম্ ॥ ১০ ॥

যে দান-ক্ষম ব্যক্তি দুঃখ-জীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পর জনকে দান করে, তাহার সে দান-ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাততঃ মধু-সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল-সমান আস্বাদ হয় ॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অবশ্য-পোষ্য ব্যক্তি সকলের অভাব ও দুঃখ অগ্রে দূর করিবেক। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া অথবা কষ্ট হইতে মুক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না ॥ ১০ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

৮১

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাঙ্গতিম্ ॥ ১ ॥

'প্রজ্ঞয়া' বুদ্ধ্যা 'মানসং' মনোভবং 'দুঃখং' 'হন্যাৎ' [illegible] 'শারীরম্' [illegible]। 'কৃতপ্রজ্ঞাঃ' কৃতবুদ্ধয়ঃ 'পরমাং গতিং' 'পশ্যন্তঃ' অনুভবন্তঃ [illegible] 'ন শোচন্তি' ॥ ১ ॥

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না ॥ ১ ॥

যেমন শারীরিক রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হয়, সেই রূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পরম গতি স্মরণ

করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেক। সর্ব্বদা বিবেক সহকারে বা
বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবেক। এই পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে
সুখ ও শান্তির আশা বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না। পৃথিবী আমাদিগের
শিক্ষা স্থান, নিত্য সুখ ভোগ করিবার আয়তন নহে। একমাত্র পরমে
শ্বর নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তির আলয়; তিনি আমাদিগের পরম লোক,
তিনিই আমাদিগের পরম গতি। তিনি আমাদিগের নিকটে থাকিয়া
আমাদিগের সমুদায় অবস্থা দেখিতেছেন; আমাদিগের মঙ্গল হউক,
ইহাই তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছা; কি উপায়ে আমাদিগের সদ্গতি হইবে,
তিনি তাহা জানিতেছেন; আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা বিধান
করিবেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই নাই; পুত্রগণকে দুঃখভাবে
আক্রান্ত দেখিয়া পিতা কি উদাসীন আছেন? এই বর্ত্তমান অবস্থা কি
তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপরে নিপতিত হইয়াছে? তাঁহার
অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলকামনা কি স্তব্ধ হইয়া আছে? তাহা কখনই নহে।
কেবল মোহাক্রান্ত হইয়াই আমারা শোক দুঃখে অভিভূত হই। অতএব
বর্ত্তমান অবস্থাতেই সমুদায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না, সেই পরম
গতি পর্য্যালোচনা করিয়া মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবেক॥ ১॥

৮২

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বাঽর্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ॥

'মানম্' অভিমানং 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা 'প্রিয়ঃ' সর্ব্বেষাং 'ভবতি'
'ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি'। 'কামং' বাসনাং 'হিত্বা অর্থবান্ ভবতি'
'লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ' ॥ ২ ॥

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরি
ত্যাগ করিয়য়া শোচনাশূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যা

করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেক; ঈশ্বরের অনুগ্রহই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব, তদ্ব্যতীত মনুষ্যের আর কিছুই নাই। কি ধন মান সৌন্দর্য্য, কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম কিছুর নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবেক না, মনকেও গর্ব্বিত হইতে দিবেক না। গর্ব্বের উপক্রম দেখিলেই নিজের পতন সন্নিকট জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেক। মঙ্গলময় ঈশ্বর গর্ব্বিত পুত্রকে বিনীত করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন এবং মনুষ্যেরাও তাহার প্রতি ঘৃণা করিতে থাকে।

ক্রোধে অধীর হইয়া অন্যের প্রতিহিংসাতে প্রবৃত্ত হইলে, পরে অনুশোচনাতে দগ্ধ হইতে হয়, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনা-শূন্য হইবেক।

বাসনা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয়। যিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্তই ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, তিনি চিরকালই দুঃখী, চিরকালই দরিদ্র। অতএব যিনি বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ঐশ্বর্য্য-বান্ এবং যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী ॥ ২ ॥

৮৩

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

'ক্রোধঃ' অতিকৃচ্ছ্রেণ জীয়তেঽসাবিতি 'সুদুর্জয়ঃ' 'শত্রুঃ'। 'লোভঃ' 'অনন্তকঃ' 'ব্যাধিঃ'। 'সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুঃ অসাধুঃ নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ' ॥৩॥

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্ব

জীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৩॥

ক্রোধের তুল্য অনিষ্টকারী শক্র আর কেহই নাই; এবং লোভের তুল্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিও আর কিছুই নাই। ক্রোধ ও লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠুরতা মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ক্রোধ কেবল অন্যকে যন্ত্রণা দানে উৎসাহিত করে; লোভ আত্মম্ভরিতার নিকট সমুদায় সাধুগুণকে বলিদান দিতে বলে। নরহত্যা ও চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকর্ম্ম সকল ক্রোধ ও লোভ হইতে অনুষ্ঠিত হয়। অতএব ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবেক এবং সকলের প্রতি দয়াবান্ থাকিবেক॥ ৩॥

৮৪

দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্॥ ৪॥

যোহি 'দান্তঃ' নিয়তেন্দ্রিয়ঃ 'শমপরঃ' সংযতান্তঃকরণঃ সঃ 'শশ্বৎ' বারংবারং 'পরিক্লেশং' 'ন বিন্দতি' ন লভতে। 'ন চ দান্তাত্মা' বশীকৃতাত্মা 'পরগতাং' 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিং 'দৃষ্ট্বা' 'তপ্যতি' পরিতপ্তো ভবতি॥ ৪॥

যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না। শান্ত-চিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হন না॥ ৪॥

অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে, আপনাকে শাসন করিবে ও আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দ্দি-

কেই যন্ত্রণা। তিনি যে কেবল নিজের বিপদেই যন্ত্রণা ভোগ করেন এমন নহে, অন্যের সৌভাগ্যও তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে ॥ ৪ ॥

৮৫

যঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ' 'ঈর্ষুঃ' মৎসরী 'পরবিত্তেষু' পরধনেষু তথা 'রূপে বীর্য্যে' 'কুলান্বয়ে' কুলসন্তত্যোঃ 'সুখসৌভাগ্যসৎকারে' সুখে সৌভাগ্যে সৎকারে চ 'তস্য ব্যাধিঃ' 'অনন্তকঃ' অনন্তঃ ॥ ৫ ॥

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই ॥ ৫ ॥

পরশ্রীকাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না—তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। সকল প্রকার উন্নত লোককে তাহার শত্রুতুল্য বোধ হয়। অতএব বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা মহানুভাবতা বৃদ্ধি করিয়া ঈর্ষাকে জয় করিবেক। সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

৮৬

মিত্রধ্রুক্ দুষ্টভাবশ্চ নাস্তিকোঽথানৃজুঃ শঠঃ।
গুণবন্তশ্চ যোদ্বেষ্টি তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ ৬ ॥

'মিত্রধক্' মিত্রং দ্রুহ্যতীতি 'দুষ্টভাবঃ চ' 'নাস্তিকঃ' নাস্তি জগতো-মূলমাত্মা নাস্তি পরলোকইত্যেবম্বাদী 'অথ' 'অনৃজুঃ' অসরলঃ 'শঠঃ' 'গুণবন্তং চ যঃ দ্বেষ্টি' 'তং' পণ্ডিতাঃ 'পুরুষাধমম্' 'আহুঃ' কথয়ন্তি ॥৬॥

মিত্র-দ্রোহী, দুষ্ট-স্বভাব, নাস্তিক, কুটিল, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী; তাহাকে জ্ঞানীরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

মিত্রের বিশ্বাসঘাতী হওয়া, তাঁহার মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরায় তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করা মিত্রদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়; মিত্রদ্রোহরূপ মহাপাতক হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

মনের মধ্যে যদি অসৎ অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহাই দুষ্টভাব। দুষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখনো সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি কদাপি শ্রদ্ধাশূন্য হইবেক না; তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় পাপ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। যিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া মুক্তির পথে আত্মার নেতা হইয়াছেন; তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয় সাংঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেক এবং বিনীত হইয়া গুরু ও সাধুগণের সাহায্যে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেক।

সর্ব্বদা সরল ভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটি অসামান্য সাধুতা। অধিকাংশ সাধু গুণ সরলতার নিত্য সহচর, সরলতা সুরক্ষিত হইলেই তৎসমুদায় সুরক্ষিত হয় এবং সরলতা বিনষ্ট হইলেই তৎসমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় ব্যবহার করে, কিন্তু গূঢ় রূপে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে সমুদায় সদ্গুণ উৎপন্ন হইয়াছে;

দ্গুণের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়। যাঁহারা দ্গুণসম্পন্ন হইয়া জগতের উপকার করিতেছেন; তাঁহাদিগের প্রতি মাদর করিবে এবং মনুষ্য নির্গুণ হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষ করি-বক না ॥ ৬ ॥

৮৭

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্নর্থঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখম্ ॥ ৭ ॥

'অনর্থম্' অকার্য্যম্ অর্থতঃ পশ্যন্ 'অর্থং চ এব অপি অনর্থতঃ'। 'ইন্দ্রিয়ৈঃ অজিতৈঃ' 'বালঃ' অল্পপ্রজ্ঞঃ 'সুদুঃখং মন্যতে সুখম্' ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযম-শূন্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে র্য্য এবং কার্য্যকে অকার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে অত্যন্ত ঃখকে সুখ বোধ করে ॥ ৭ ॥

যেমন বালকেরা তীক্ষ্ণবিষ কাল সর্পকেও ধরিবার নিমিত্ত উদ্যত হয়, ই রূপ অজিতেন্দ্রিয় অল্পপ্রজ্ঞ লোকে বিপদ্‌কে সম্পদ্ বলিয়া বোধ রে। তাহারা পরিণাম দর্শন করে না; যাহা আপাততঃ তাহাদের বৃত্তি সকলের তৃপ্তিকর, তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে আসক্ত হয়। অত-ব সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় ও কৃতপ্রজ্ঞ হইয়া পরিণাম দর্শন করিবেক। আমা-গের জীবনের শেষ নাই; অনন্ত কাল আমাদিগের ঈশ্বরের সহিত াগ। এই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেক ॥ ৭ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৮৮

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ১॥

'ধৃতির্' ধৈর্য্যম্। পরেণাপকারে কৃতেঽপি তস্য প্রত্যপ[illegible] 'ক্ষমা'। বিকারহেতুবিষয়সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসো 'দমঃ'। [illegible] যেন পরধনাদের গ্রহণম্ 'অস্তেয়ম্' 'শৌচং' [illegible] শোধনং জ্ঞানতপোভ্যাম্ [illegible] সংযমঃ। শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং 'ধীঃ'। পরমাত্মজ্ঞানং 'বিদ্যা'। যথার্থাভিধানং 'সত্যম্'। ক্রোধহেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎপত্তিঃ [illegible] এতৎ 'দশকং' দশবিধং 'ধর্ম্মলক্ষণম্'॥ ১॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ॥ ১॥

সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকারজনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয়, এই রূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক বাচনিক ও মানসিক দোষ সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্ব প্রকারে শুচি হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে। জ্ঞান অভ্যাস করিবে। সত্য কথা কহিবে। এবং ক্রোধ সংবরণ করিবে॥ ১॥

৮১

হ্রীমান্ হি পাপং প্রদ্বেষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্দ্ধতে।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মোহন্তি হতঃ শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

'হ্রীমান্' লজ্জাবান্ 'হি পাপং প্রদ্বেষ্টি' 'তস্য' হ্রীমতঃ 'শ্রীঃ অভিবর্দ্ধতে'। 'হ্রীঃ হতা' 'ধর্ম্মং' 'বাধতে' পীড়য়তি 'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' সন্ 'শ্রিয়ং' 'হন্তি' ॥ ২ ॥

হ্রী-বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে এবং ধর্ম্ম-হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয় ॥ ২ ॥

অন্যের মুখ হইতেও একটী অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করে এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করে—তাহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার হ্রী নষ্ট হয় তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্ম-পথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে, ভাবেতে, বেশ বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবেক ॥ ২ ॥

৮০

অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥ ৩ ॥

গুণেঽপি দোষাবিষ্কারবান্ অসূয়ুঃ ন অসূয়ুঃ 'অনসূয়ুঃ' 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকারস্মরণধর্ম্মা 'চ' 'কল্যাণানি চ' শ্রেয়স্করাণি চ কর্ম্মাণি যঃ 'সেবতে' করোতি। সঃ 'নরঃ' 'সুখানি ধর্ম্মম্ অর্থং চ স্বর্গং চ লভতে' ॥ ৩ ॥

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের [illegible]ষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন॥ [illegible]

কাহারও গুণের উপর দোষারোপ করিবে না এবং উপকারীর [illegible] হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ হইবে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকি[illegible] তাহা ব্যতিরেকে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না, হৃদয় পবিত্র হয় না এবং [illegible]রকে লাভ করা যায় না। মনের বিষয় সুখ, সংসারের উন্নতি, আত্মার ও অনন্ত কালের সদ্গতি এই চতুর্বর্গ মনুষ্যের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ॥৩

[illegible]

সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচি[illegible]

দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্প[illegible]

'সর্ব্বঃ' 'লোকঃ' 'দণ্ডজিতঃ' দণ্ডেন [illegible] ... 'শুচিঃ' [illegible] 'নরঃ' 'দুর্লভঃ'। 'হি' [illegible] ... ভয়াৎ, সর্ব্বং [illegible] 'ভোগায়' [illegible] 'কল্পতে' [illegible]

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হই[illegible]তেছে॥ ৪॥

যখন সকলে দণ্ডভয়ে নয়, কিন্তু সমবেত হইয়া হৃদয়ের প্রেমে, সাধু ভাবে, ধর্ম্মের আদেশে ঈশ্বরের উদ্দেশে সংসারের তাবৎ কার্য্য করিতে থাকিবে, তখন এই পৃথিবীতে মনুষ্যের উন্নতি পরাকাষ্ঠা ধারণ করিবে। সে দিন আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব, এখনো সাধু লোক অপেক্ষা অসাধু লোকই অধিক; সাধু ব্যবহার অপেক্ষা অন্যায় দণ্ড করিবেক না অসাধু ব্যবহারই বিস্তর, অতএব প্রজারা রাজদণ্ডেরই শাসনে অদ্যাপি এই পৃথিবীতে কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম অর্থ সুখভোগ করিতে পাইতেছে॥ ৪॥

১২

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥

যস্মাৎ 'লোকে' 'অধর্ম্মদণ্ডনং' 'যশোঘ্নং' যশোহন্তৃ 'কীর্ত্তিনাশনং' জীবতঃ খ্যাতির্যশঃ মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্ত্তিরিত্যেতয়োঃ পৃথগ্ নির্দ্দেশঃ। 'পরত্র অপি' পরলোকেঽপি 'অস্বর্গ্যং চ' স্বর্গপ্রতিবন্ধকঞ্চ 'তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ' ॥ ৫ ॥

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহ লোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয় এবং পর লোকে স্বর্গ-হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

অন্যায় দণ্ড করিবেক না। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের ন্যায় রাজ্য বিস্তার রা দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য; ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যথাচরণ রিবেক না ॥ ৫ ॥

১৩

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥ ৬ ॥

'লোকে' ভুবনে 'ক্ষমা' 'বশীকৃতিঃ' বশীকরণম্ অবশং বশং করোত্যনয়া। 'ক্ষমা হি পরমং ধনম্'। 'ক্ষমা' 'হি' 'অশক্তানাং' 'গুণঃ' 'শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা' ॥ ৬ ॥

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ থাকিবে ; বৈরনির্যাতনের সংকল্প একবারে পরি-ত্যাগ করিবে। প্রত্যপকার করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য্য। আমার অপকার হ হউক, কিন্তু যেন আমা দ্বারা অন্যের অপকার না হয়, এইরূপ কামনা স্বর্গীয় ক্ষমাগুণ হইতে উৎপন্ন হয়॥ ৬॥

১৪

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥ ৭ ॥

'শুভং ইচ্ছতা' জনেন 'যথা এব আত্মা' 'পরঃ' 'তদ্বৎ' তথা 'দ্রষ্টব্যঃ', তস্মাৎ আত্মনঃ পরস্য চ 'সুখদুঃখানি' সুখানি দুঃখানি চ 'তুল্যানি' 'যথাত্মনি তথা পরে' ॥ ৭ ॥

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখি-বেন ; কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান॥ ৭ ॥

আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যেরূপ, অন্যের পক্ষেও সুখ দুঃখ সেই-রূপ ; অতএব আপনি যাহা প্রার্থনা কর, তাহা অন্যের নিকট হইতে অপহরণ করিও না এবং যাহা আপনার নিকট হইতে দূর করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্যের উপর নিক্ষেপ করিও না। যেমন আপ-নাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী কর। তুমি যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে ; কেন না সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ অন্যেতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়॥ ৭॥

১৫

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি সপশ্যতি ॥ ৮ ॥

'পরদারান্' পরকলত্রাণি 'মাতৃবৎ' মাতেব 'পরদ্রব্যাণি' 'চ' 'লোষ্ট-
মৃৎপিণ্ডসমানি। 'আত্মবৎ' স্বোপমানি 'সর্ব্বভূতানি' সর্ব্বপ্রাণিনঃ
যঃ পশ্যতি' 'সঃ' এব 'পশ্যতি' যাথাতথ্যোনেতি যাবৎ ॥ ৮ ॥

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন; তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ৮ ॥

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং মূল্যহীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি চিত্ত যেমন নির্লোভ থাকে, সেইরূপ পরদ্রব্যে নির্লোভ হইয়া থাকিবে এবং আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেইরূপ আর সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে ॥ ৮ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

১৬

...ন্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
...। পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টোভবতি দুর্জ্জনঃ ॥ ১ ॥

'যথা হি' 'জনান্' 'পরিবদন্' পরীবাদেন অধিক্ষিপন্ 'সাধুঃ' 'পরি-
প্যতে' পরিতাপান্বিতোভবতি। 'তথা পরিবদন্ অন্যান্ তুষ্টঃ ভবতি
...নঃ' ॥ ১ ॥

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয় ॥ ১ ॥

যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না, কেন মনুষ্য তাঁহার প্রিয়। তিনি কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন এব প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যে মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করেন; এইজন্য তিনি কাহারও সদ্‌গুণ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন; তাঁহার সুখ দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি আহ্লাদের সহি কাহারও দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন, এইজন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী হন ও দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান; সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে; তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে ॥ ১ ॥

১৭

বিপত্তিষ্বব্যথো দক্ষো নিত্যমুত্থানবান্নরঃ।

অপ্রমত্তো বিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যতি

যঃ 'বিপত্তিষু' 'অব্যথঃ' ব্যথারহিতঃ 'দক্ষঃ' কুশলঃ 'নি... 'উত্থানবান্' উদ্যোগী 'নরঃ'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদরহিতঃ 'বিনীতা... বিনীতস্বভাবঃ সঃ 'নিত্যং' 'ভদ্রাণি' কুশলানি 'পশ্যতি' ॥ ২ ॥

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম-দক্ষ, সদা

দ্যোগী, প্রমাদ-রহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল
র্শন করেন ॥ ২ ॥

যাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই, সেই ব্যক্তি বিপৎকালে অত্যন্ত
থিত হইয়া পড়ে। অতএব যোদ্ধারা যেমন সংকটসংকুল যুদ্ধক্ষেত্রে
্যাকুল চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি শিক্ষা করে, সেই-
প ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে থাকিবে। তাহা হইলে যতই
বিপদ্ উপস্থিত হউক, একবারে হতবুদ্ধি করিতে পারিবে না। ঈশ্বর
য ক্ষমতা দিয়াছেন, দিন দিন তাহার বৃদ্ধি করিয়া অধিকাধিক দক্ষতা
 উপার্জ্জন করিতে থাকিবে। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিয়ত উদ্যম-
ীল থাকিবে। মত্ততা ও অন্যমনস্কতা পরিত্যাগ করিয়া অভিনিবিষ্ট-
চত্তে লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে
য, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তুমি একটী পদও নিক্ষেপ করিতে
ার না; শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহার অনুগ্রহের উপর
র্ভর করিতেছে; অতএব তাঁহাকে সকলের মূল জানিয়া অহঙ্কার ও
দ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হইবে ॥ ২ ॥

১৮

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥ ৩ ॥

'বহবঃ' 'রাজানঃ' 'অবিনয়াৎ' অবিনয়বশাৎ 'সপরিচ্ছদাঃ' হস্ত্যশ্ব-
রথপাদাতকোষাদিপরিচ্ছদযুক্তা অপি 'নষ্টাঃ' প্রাণেভ্যো বিযুক্তাঃ।
কিন্তু 'বনস্থাঃ অপি' সহায়মাত্রহীনা অপি বহবঃ 'বিনয়াৎ' 'রাজ্যানি'
সাঙ্গানি 'প্রতিপেদিরে' প্রাপ্তবন্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেণ বিনয়িনা ভাব্য-
মিত্যুপদেশরহস্যম্ ॥ ৩ ॥

অবিনয়-দোষে অশ্ব-রথাদি বহু পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক

রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয়-গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন॥ ৩॥

বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্গুণ প্রদান করিবেন, এবং বাহিরে যে সকল সৌভাগ্য প্রদান করিবেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহং-কার করিবে না॥ ৩॥

১১

যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥ ৪॥

'যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ' 'অস্য' কর্ত্তাঃ [illegible] 'অন্তরাত্মনঃ' [illegible] 'পরিতোষঃ' 'স্যাৎ'। 'তৎ' কর্ম্ম 'প্রযত্নেন' যত্নাতিশয়েন 'কুর্ব্বীত' [illegible] 'বিপরীতং তু' এতস্য 'বর্জ্জয়েৎ' [illegible] ॥ ৪॥

যে কর্ম্ম করিলে আত্ম-প্রসাদ হয়, অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহা করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক॥ ৪॥

অন্তরাত্মার পরিতোষ—আত্মপ্রসাদ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল। আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়; আত্মা প্রসন্ন থাকিলে আর সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয় সুখে মন সুখী হইতে পারে; কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে, তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্মপ্রসাদের হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে॥ ৪॥

১০০

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তোভবতি তৎ পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥ ৫ ॥

অপি চ 'ধর্ম্মকার্য্যং' সম্পাদয়িতুং 'শক্ত্যা' যতন্' প্রযত্নং কুর্ব্বন্ ...ৎ' যদি 'মানবঃ' 'নো' ন 'প্রাপ্নোতি'। তদা 'তৎ পুণ্যং' তস্য ধর্ম্মস্য ...ং 'প্রাপ্তং ভবতি'। 'অত্র' 'মে' মম 'সংশয়ঃ' 'ন অস্তি'॥ ৫ ॥

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও ...দি কৃতকার্য্য না হন, তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ ...রেন; ইহাতে আমার সংশয় নাই॥ ৫ ॥

ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদায় ...ক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও পুণ্যলাভ হইবে। ...রের অশেষ কার্য্য কে কতদূর সম্পন্ন করিল, ঈশ্বর তাহা গণনা করেন ... তিনি যাহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তাহা অকপটে ...য়োগ করুক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে ...কৃত্য করেন॥ ৫ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

১০১

...ন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
...ংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥ ১ ॥

ত করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবেক। যদি মন বশীভূত থাকে, তাহা ইলে অপবিত্র বিষয় সকল ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইলেও মনুষ্যকে বিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। যখন প্রলোভন সংকুল সংসারে বস্থান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে পারিলে পদে পদেই বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল লৈ মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপমোহে নিমগ্ন হয়॥ ২॥

১৮৩

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৩॥

নি মিন্দ্রিয়সংযমেন বিষযোপভোগাদেব লব্ধকামো নিবর্ৎস্যতি ইত্যা-
াহ। 'জাতু' কদাচিদপি 'কামানাং' বিষয়াণাম্ 'উপভোগেন' 'কামঃ'
 'ন' 'শাম্যতি' শমং নোপৈতি। কিন্তু 'ভূয়এব' অধিকাধিকমেব
ভিবর্দ্ধতে' বৃদ্ধিমেতি। 'হবিষা' ঘৃতেন 'কৃষ্ণবর্ত্মা' অগ্নিঃ 'ইব'। প্রাপ্ত-
াপি প্রতিদিনং অধিকভোগবাঞ্ছাদর্শনাৎ॥ ৩॥

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয়, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে কে॥ ৩॥

বিষয় ভোগে পরিতৃপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সংযত ইয়া আসিবে অতএব যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযমে প্রয়োজন নাই এরূপ ন করিবেক না; যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয় ভোগের কামনা তই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, অন্তঃকরণ ততই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে। তএব কদাপি ইন্দ্রিয়-দমনে ও মনঃসংযমে শৈথিল্য করিবেক না॥ ৩॥

যদা 'সংনিযন্তুং' 'তথা' 'ন' 'শক্যন্তে' 'যথা' 'জ্ঞানেন'। তস্মাদুক্তো-
গাযেন বিবেকিভিরিন্দ্রিয়মনসাং সংযমঃ কর্ত্তব্য ইতি বাক্যার্থঃ॥ ৫ ॥

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়া-
ক ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ
ত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না ॥ ৫ ॥

বিষয় সুখের আস্বাদন একবারে পরিত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ বশী-
হয় না। বিবেক সহকারে হেয়োপাদেয় পৃথক্ করিয়া হেয় বিষয়
ত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ
বেক ॥ ৫ ॥

১০৬

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদাহ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্ ॥ ৬ ॥

প্রমদাস্থি প্রক্রমান্ ইতি 'প্রমদাঃ' স্ত্রিয়স্তাঃ 'লোকে' 'অবিদ্বাংসং'
বা' 'বিদ্বাংসম্ অপি বা' 'কামক্রোধবশানুগং' কামক্রোধবশানুবর্ত্তিনং
নং 'উৎপথম্' উচ্ছৃঙ্খলতাং 'নেতুং' প্রাপয়িতুম্ 'অলং' সমর্থাঃ ॥ ৬ ॥

এ সংসারে কাম-ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক,
বিদ্বান্ই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথগামী করিতে
র্থ হয় ॥ ৬ ॥

কেবল বিদ্যা থাকিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। যিনি কাম
াধ প্রভৃতি রিপু সকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বানই হউন,
র্খ ই হউন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব
যত্নে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করিবেক ॥ ৬ ॥

১০৭

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।

সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥ ৭

অতএব 'ইন্দ্রিয়গ্রামং' বহিরিন্দ্রিয়গণং 'বশে কৃত্বা' 'এবং' 'চ' 'সংযম্য' 'সর্ব্বান্' 'অর্থান্' পুরুষার্থান্ 'সংসাধয়েৎ' 'যোগতঃ' যেন 'তনুং' স্বদেহঞ্চ 'অক্ষিণ্বন্' অপীড়য়ন্ সন্॥ ৭॥

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক॥ ৭।

উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ করা পুরুষার্থ সাধনের প্রকৃত উপায় নহে, তাহাতে মনুষ্য নিস্তেজ হইয়া যেমন পাপাচরণে নিবৃত্ত হয় সেইরূপ পুণ্যাচরণেও অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতএব মন ও ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে অপবিত্র বিষয়ভোগে উন্মুখ না হয় এইরূপে বশীভূত করিয়া উপযুক্ত উপায় দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লোক লোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর মনুষ্যকে দুইপ্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এমনি করুণা যে, তাহার সঙ্গে বিষয় সুখ আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপ বিষয় সুখের উপভোগেই নিরত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অবনতি প্রাপ্ত হয়॥ ৭॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

১০৮

যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে মনুষ্যঃ 'কর্ম্মণা মনসা বাচা' 'সর্ব্বভূতেষু' 'কর্হিচিৎ' কদাপি 'পাপং' 'ন কুরুতে' 'তদা' 'ব্রহ্ম' 'সম্পদ্যতে' প্রাপ্নোতি ॥১॥

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন; তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ১ ॥

কাহারও অনিষ্টাচরণ করিবেক না; কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবেক না; অন্যের অনিষ্টাচরণের বাক্যও পরিত্যাগ করিবেক। অন্যের প্রতি পাপাচরণ করিলে আপনাকেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন করা হয়। অতএব কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবেক। তাহাতে পুণ্যবান্ হইয়া পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক ॥ ১ ॥

১০৯

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি।
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে ॥ ২ ॥

'পুণ্যং কুর্ব্বন্' 'পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্ সঃ 'পুণ্যস্থানং' 'গচ্ছতি' 'স্ম'। যতঃ 'পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি' লোকানাম্ অতঃ 'পুণ্যং' 'প্রাণদং' প্রাণস্য দাতৃ 'উচ্যতে' ॥ ২ ॥

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন ; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণ-দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ২ ॥

অন্নপান যেমন দৈহিক জীবনকে পোষণ করে, সেইরূপ পুণ্য দ্বারা আত্মার জীবন রক্ষিত হয়। অতএব যে সকল কর্ম্মে পুণ্য লাভ হইবে, তাহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেক। যেমন নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পাপ হইবেক, সেইরূপ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিবেক। পুণ্যবান্ মনুষ্য ইহকালে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন ॥ ২ ॥

১১৩

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ ॥ ৩ ॥

যোহি 'পাপং' 'চ এব' 'চিন্তয়তে' সঙ্কল্পয়তি 'ব্রবীতি চ করোতি চ' 'তস্য অধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য' 'সাধবঃ' 'গুণাঃ' 'নশ্যন্তি' ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে ; তাহার সদ্‌গুণ-সকল নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

চিন্তাস্রোত কোন না কোন বিষয়ে প্রবাহিত না হইয়া নিরবলম্ব থাকে না। মনুষ্য যখন সদ্বিষয়ের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সদ্ভাব সকল স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া সৎকর্ম্ম সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি উৎপাদন করে; কিন্তু যখন তিনি অসদ্ বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার অসদ্ভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে পাপালাপ ও পাপ কর্ম্মে উৎসা-

হিত করে। অতএব পাপ চিন্তা উদিত হইবামাত্র তাহার উন্মূলন করিবেক। পাপচিন্তা প্রবল হইলে মনুষ্য ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাপেতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপাচরণ করিয়া পাপেতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার আর সমুদায় সাধুগুণ তিরোহিত হইয়া যায়। চিন্তাকে সর্ব্বদা সাধু বিষয়ে নিয়োগ করিয়া রাখিবেক এবং পাপালাপ ও পাপকর্ম্ম সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৩ ॥

১১১

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্ ॥ ৪ ॥

'যে' 'মহাত্মানঃ' অক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ 'মনোবাক্কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ' করণভূতৈঃ 'পাপানি ন কুর্ব্বন্তি'। 'তে' এব 'তপন্তি' তপঃ কুর্ব্বন্তি। অপি তু যে 'শরীরস্য শোষণং' কুর্ব্বন্তি তে 'ন' তপন্তি ॥ ৪ ॥

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না ॥ ৪ ॥

পাপকামনা, পাপবুদ্ধি, এবং পাপজনক বাক্য ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্ব প্রকারে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই তপস্যা। উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে পরিশুষ্ক করিলে তপশ্চর্য্যা হয় না ॥ ৪ ॥

১১২

প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি।
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি ॥ ৫ ॥

'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী 'ধর্ম্মেণ' সহ 'রমতে' বিহরতি 'ধর্ম্মং চ এব উপ-
জীবতি' ধর্ম্মেণৈব কৃতেন জীবনোপায়রূপেণ প্রাণান্ ধারযতি মনুষ্যঃ
'এবং' 'হি' ঈদৃশেনৈব প্রকারেণ 'ধর্ম্মাত্মা' ধর্ম্মস্বভাবঃ 'ভবতি'। 'চিত্তং
চ' 'অস্য' ধর্ম্মপরস্য 'প্রসীদতি' প্রসন্নো ভবতি॥ ৫ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্ম-পথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হন এবং ইহাঁর চিত্ত প্রসাদ লাভ করে॥ ৫ ॥

প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য বিবেক সহকারে পাপের মলিনতা ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকেন এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তিনি পাপাচার-জনিত পরিণামে ক্লেশজনক ক্ষণভঙ্গুর সুখ পরিত্যাগ করিয়া অমূল্য আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে প
ঙ্মুখ হইবেক না ও পাপ কর্ম্মে আপাততঃ সুখ লাভের সম্ভাবনা দে
লেও লুব্ধ হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক না। প্রত্যুত প্রজ্ঞা সহকা
পাপ ও পুণ্যের ভবিষ্যৎ ফলাফল সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবেক॥ ৫।

১১৩

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা॥ ৬॥

তথাহি 'যস্য আত্মা' 'পাপাৎ' 'বিরতঃ' নিবৃত্তঃ 'কল্যাণে' চ
'নিবেশিতঃ' প্রবেশিতঃ 'তেন' বিবেকিনা 'সর্ব্বং' নিখিলম্ 'ইদং' বুদ্ধং
জ্ঞাতম্। তৎ বোধনমাহ 'যা' 'প্রকৃতিঃ' যাথাত্ম্যরূপা যা 'চ' বিকৃতি
বিপরীতা॥ ৬॥

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে রত হইয়াছে ; তিনি জানেন যে কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ ॥ ৬ ॥

আত্মা যাবৎ পাপেতে প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ তাহার বুদ্ধি বিপরীত দর্শন করে। তখন পাপাচরণকেই সুখ লাভের হেতু বলিয়া বোধ হইতে থাকে ; ধর্ম্মের সুমধুর আস্বাদন তিক্ত বোধ হয় ; পাপাচারের প্রতিপোষক অসাধুগণই প্রণয়ভাজন হয় ; সাধুগণের সংসর্গ বিরক্তি উৎপাদন করে ; ঈশ্বর ছায়ার ন্যায় ও ধর্ম্ম শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে ; বর্ত্তমান সুখই সর্ব্বস্ব বোধ হয় ; অনন্ত-জীবনের প্রতি দৃষ্টি অল্প হইয়া উঠে। আত্মা এইরূপ বিকারগ্রস্ত হইলে কি স্বভাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণেতে আপনাকে নিয়োজিত করিবে, তাহা হইলে প্রজ্ঞা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সৎপথ ও অসৎপথ সহজে প্রদর্শন করিতে থাকিবে ॥ ৬ ॥

১১৪

প্রজ্ঞাচক্ষুর্নর ইহ দোষৈর্নৈবানুবধ্যতে।
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি ॥ ৭ ॥

'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ' জ্ঞাননেত্রঃ 'নরঃ' 'ইহ' লোকে 'দোষান্ ন এব অনুবধ্যতে' দোষানুবদ্ধো ন ভবতীত্যর্থঃ। 'যথাকামং' তথা 'বিরজ্যতে' বীতরাগো ভবতি ন চ ধর্ম্মং 'বিমুঞ্চতি' ত্যজতি ॥ ৭ ॥

যে মনুষ্য জ্ঞান-নেত্র লাভ করিয়াছেন ; তিনি আর ইহ লোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

অধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কল্যাণ লাভের উপায়। যিনি জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রকৃতি ও পরিণাম যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও অধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হন; সুতরাং তিনি আর কোন দোষে আবদ্ধ হন না। অতএব জ্ঞান দ্বারা পাপবিরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ পরিবর্দ্ধিত করিবেক। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম্মের অননুমোদিত বিষয়-রাগ ও বিষয়-সেবা স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাপি পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

বার্য্যমাণোঽপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি।
চোদ্যমানোঽপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিচ্ছতি ॥৮॥

যোহয়ং 'পাপাত্মা' পাপাচরণশীলঃ সঃ 'পাপেভ্যঃ' 'বার্য্যমাণঃ' [illegible] 'অপি' বহুভিঃ 'পাপম্' এব 'ইচ্ছতি' কর্ত্তুমিতি [illegible] 'শুভাত্মা' ধর্ম্মানুষ্ঠানশীলঃ সঃ 'পাপেন' [illegible] প্রেরয়মাণঃ [illegible] লোকৈঃ 'শুভম্ ইচ্ছতি' ॥ ৮ ॥

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্ম-শীল শুভাত্মাকে পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন ॥ ৮ ॥

পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া অনায়াস-সাধ্য নহে এবং পুণ্য কর্ম্ম করা যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, পাপকর্ম্মে সহসা তাহার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না; অতএব দিন দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস করাই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার উৎকৃষ্ট উপায়। প্রথমে যদি কষ্ট হয়, তাহা সহ্য করিয়াও ধর্ম্মাচরণ অভ্যাস করিবেক, পরিশেষে তাহা অতি সহজ হইয়া উঠিবে ॥ ৮ ॥

১৫

[illegible] এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥ ৯॥

[illegible] 'ধর্ম্মঃ' [illegible] অতিক্রমণীয়ঃ [illegible] 'মা বধীৎ' ন হন্তব্য ইত্যর্থঃ॥৯॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; ার যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। তএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমার- দগকে নষ্ট না করুন॥ ৯॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করে, সে ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, এবং ব্যক্তি ধর্ম্ম পালন করে; সেই উন্নতি লাভ করে; ঈশ্বর আমাদিগের ল্যাণের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ভ অভিপ্রায় ও অপরিহার্য্য নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রাণপণে কে প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রেত কল্যাণময় পথে অগ্রসর বেক। অধঃপথে নিপতিত হইবার জন্য ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করি- ক না॥ ৯॥

১৭

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥ ১০॥

[illegible] 'এক' 'সুহৃৎ' [illegible] 'অপি' মরণে ও 'অনুযাতি' অতোঽপ্যেকলাদানার্থমনুগচ্ছতি। 'হি' 'প্রসিদ্ধৌ' অন্যাৎ'

'সর্ব্বং' ভার্য্যাপুত্রধনাদি 'শরীরেণ সমং' শরীরেণ সহ [illegible]

[illegible]

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ-কালেও অনুগামী হয়েন ; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায় ॥ ১০ ॥

মৃত্যুর পর যে সকল বিষয়ের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মের অনুরোধে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেক না। এখানকার আর কিছুই সঙ্গে যাইবে না, কেবল আমাদের পুণ্য ও পাপ সহগামী হইবে। পুণ্য বন্ধুর ন্যায় সহায় হইয়া উন্নতিতে লইয়া যায়, পাপ শত্রুর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া দুঃখানলে দগ্ধ করে। অতএব চিরজীবন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক এবং আর সমুদায় অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইবেক ॥ ১০ ॥

[illegible]

[illegible] ॥ ১১ ॥

[illegible]

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায় ॥ ১১ ॥

কখন 'ধর্ম্ম নাই' এরূপ মনে করিবেক না এবং ধার্ম্মিকদিগের প্রতি উপহাস করিবেক না। যদি কখন ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়,

তাহা হইলে আপনাকে প্রকৃতিভ্রষ্ট ও বিপদের সন্নিহিত জানিয়া সাব-ধান হইবেক। যেমন জড়রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই-রূপ ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির নিয়ন্তা, সেইরূপ আত্মা সকলের নিয়ন্তা; ইহার কুত্রাপি অরাজকতা নাই। পাপী অবশ্যই দণ্ড পাইবে, পুণ্যবান্ অবশ্যই পুরস্কৃত হইবেন ॥ ১১ ॥

[illegible] শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
[illegible] লোকেঽস্মিন্ [illegible] বিনশ্যতি ॥১২॥

[illegible]

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রৎ হয় বং সুখেতে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু যে অপমান র, সেই বিনাশ পায় ॥ ১২ ॥

কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; যে ব্যক্তি অবজ্ঞাত হয়, তাহার ্যবিক কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি অবমাননা করে, সেই রাধী হয় ॥ ১২ ॥

[illegible] পাপমেবাশ্নুতে ফলম্।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে ॥ ১৩ ॥

‘পাপং কুর্ব্বন্’ ‘পাপকীর্ত্তিঃ’ সন্ ‘পাপম্’ এবং ‘ফলম্’ ‘অশ্নুতে’

তদুক্তং। 'পুণ্যং কুর্ব্বন্' 'পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্ 'অত্যন্তং' 'সুখম্' 'অশ্নুতে' ॥ ১৩ ॥

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে॥ ১৩ ॥

পাপ কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরাও অসন্তুষ্ট হইয়া পাপকারীর অপকীর্ত্তি ঘোষণা করে, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরও তাহাকে দণ্ড দান করেন এবং পুণ্য কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরা পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র কীর্ত্তি প্রচার করে ও ঈশ্বর তাঁহাকে পুরস্কার করেন; অতএব মনে করিও না যে, পাপ কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীতে সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারিবে এবং ইহাও মনে করিও না যে, ধর্ম্মপথে থাকিলে পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগই করিতে হয়। ঈশ্বর অধর্ম্মের প্রতি প্রতিকূল ও ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল, এবং তিনি মনুষ্যজাতিকেও স্বভাবতঃ পাপের বিপক্ষ ও পুণ্যের স্বপক্ষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ পাপাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে দণ্ড দান করেন ও মনুষ্য বাহির হইতে তাহাকে দণ্ডিত করিতে থাকে। এবং কেহ পুণ্যাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে পুরস্কৃত করেন, মনুষ্যেরা বাহির হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে থাকে। মনুষ্য জাতির বিচারদোষে সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ন্যায়-স্বরূপ ঈশ্বরপ্রসাদে ক্ষণকাল পরেই পুণ্য কর্ম্ম দ্বিগুণ তেজে দীপ্তি পাইতে থাকে, পাপকর্ম্ম দ্বিগুণ ঘৃণার সহিত পদতলে দলিত হইয়া যায়; কুজ্ঝটিকা কত ক্ষণ দিবাকরকে লুক্কায়িত রাখিতে পারে? অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ ও পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে দীপ্তি লাভ করিবেক॥ ১৩ ॥

১২১

তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ শংসিতব্রতঃ।

পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃপুনঃ ॥১৪॥

[illegible] পাপং ন কুর্বীত'। [illegible] বুদ্ধিং 'নাশ- [illegible]। অতএবোক্তং,প্রজ্ঞা পাপ- [illegible] ॥ ১৪ ॥

অতএব পুরুষ দৃঢ়-ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃ- নঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয় ॥ ১৪ ॥

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। প্রতিজ্ঞার ঢ়তা না থাকিলে পাপের উপর জয় লাভ করা দুঃসাধ্য হইবে। পাপের াহিনী শক্তি মনুষ্যকে সহসা বিমোহিত করে, পাপ ত্যাগের কঠোর তিজ্ঞাও শিথিল করিয়া দেয়, এবং বলপূর্ব্বক মনুষ্যের হৃদয়কে াকর্ষণ করে। পাপানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতে বুদ্ধি বিবেক কলই দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দৃঢ়ব্রত হই- ক, তদ্ব্যতীত পাপ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই পরিপূর্ণ হইবে না ॥১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

১৫২

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।

অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

[illegible] 'নিষেবতে' কলোক্তি [illegible] আস্তিক,রহিতঃ [illegible] পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন; তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিলে হৃদয় প্রশস্ত হয় এবং সৎকর্ম্মে স্পৃহা, অসৎকর্ম্মে ঘৃণা, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া জ্ঞানবান্ হইবেক ॥ ১ ॥

২

একো ধর্ম্মঃ পরমং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তি[illegible]

বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখা[illegible] ॥

[illegible]

ধর্ম্মই এক মঙ্গল-সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিবেক। বিদ্যাতে অনুরক্ত হইয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিবেক। কাহাকেও হিংসা না করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

১২৪

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্।

কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩ ॥

'শুভাশুভফলং' সুখদুঃখফলকং 'মনোবাগ্দেহসম্ভবং' মনোবাগ্দেহসম্ভূতং 'কর্ম্ম'। তথাহি 'নৃণাং' মনুষ্যাণাম্ 'উত্তমাধমমধ্যমাঃ' [illegible] 'গতয়ঃ' কর্ম্মজন্যা এব ভবন্তি ॥ ৩ ॥

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার র্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, ধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্ম-জনিত গতি হয় ॥ ৩ ॥

চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার, বাক্যোচ্চারণ ও শরীর দ্বারা অনু-ত কর্ম্ম সকল, এই তিন হইতেই শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। মন রাই হউক, বাক্য দ্বারাই হউক, আর শরীর দ্বারাই হউক, মনুষ্য যাহা ছু করিবে, তাহার এক বিন্দুও বিফল হইবে না; একটি চিন্তাও কল হয় না, একটি বাক্যোচ্চারণও বিফল হয় না, একটি কর্ম্মও কল হয় না; সকল হইতেই কিছু না কিছু শুভ বা অশুভ উৎপন্ন ইয়া আত্মাতে প্রবেশ করে, আত্মা তদনুসারে উত্তম বা মধ্যম বা অধম তি প্রাপ্ত হয়। চিন্তাতে, বাক্যেতে বা কর্ম্মেতে যে পরিমাণে পুণ্যাচরণ রিবে, সেই পরিমাণে আত্মাতে পবিত্রতা সঞ্চিত হইবে এবং যে পরি-াণে পাপ করিবে, সেই পরিমাণে মলিনতা উৎপন্ন হইবে। অতএব ায়মনোবাক্যে শুভ কর্ম্মে পরায়ণ থাকিবেক ॥ ৩ ॥

৯২৫

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥ ৪ ॥

'পরদ্রব্যেষু অভিধ্যানং' কথং [illegible] 'মনসা অনিষ্টচিন্তনং' [illegible] 'বিতথাভিনিবেশঃ' [illegible] নাস্তি পরলোকো নাস্তি জগতো মূলমাত্মা এবমসন্মননং 'চ' [illegible] এতদ্ত্রয়ং 'ত্রিবিধং' ত্রিপ্রকারং অশুভফলং 'মানসং' মনোভব 'কর্ম্ম' ॥ ৪ ॥

পর-দ্রব্যলাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট-চিন্তন এবং ঈশ্বরেতেও পর কালেতে অবিশ্বাস; এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণের কল্পনা করে, লোকের অনিষ্ট চিন্তা করে এবং 'ঈশ্বর নাই' 'পরলোক নাই' 'ধর্ম্ম নাই' এইরূপ মনন করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মনে মনে পাপকর্ম্ম করে। মনে মনে পাপের সংকল্প ও আলোচনা করিলে তাহা মানসিক কুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়; কেননা তাহা কার্য্যেতে প্রকাশিত না হইলেও আত্মাকে কলুষিত করিয়া থাকে। যিনি পাপের দণ্ড দাতা, তিনি বাহিরের কার্য্যও দেখেন, অন্তরের ভাবও দেখেন ॥ ৪ ॥

৫

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৫ ॥

'পারুষ্যং' অপ্রিয়াভিধানম্ 'অনৃতম্' অসত্যভাষণঃ 'চ এব' [illegible] চ অপি' পরোক্ষে পরদূষণকথনঞ্চাপি। 'অসম্বদ্ধপ্রলাপঃ চ' [illegible] অনর্থবিন্যাসশ্চ। 'সর্ব্বশঃ' এতদেতৎ সর্ব্বং 'চতুর্ব্বিধং' [illegible] বাচকম্ অশুভকর্ম্ম 'স্যাৎ' ॥ ৫ ॥

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পর-নিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্য; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম ॥ ৫ ॥

মানসিক দোষের ন্যায় বাক্যের দোষ হইতেও নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হয় এবং সেই অনিষ্ট মনুষ্যের আত্মাতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

১২৭

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ৬॥

'অদত্তানাম্ উপাদানম্' অন্যায়েন পরস্বগ্রহণং 'হিংসা চ এব' চ 'অবিধানতঃ' অবিধিনা। 'পরদারোপসেবা চ' পরপত্নীগমনঞ্চ ইত্যেতৎ 'ত্রিবিধং' 'শারীরং' শরীরভবম্ অশুভফলং কর্ম্ম 'স্মৃতং' ভুক্তম্ ॥ ৬॥

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পর-দার-সেবা; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম ॥ ৬॥

শারীরিক কুকর্ম্ম-সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট উৎপন্ন করে। মানসিক কুকর্ম্ম কেবল কুকর্ম্মীর যন্ত্রণার কারণ হয়, শারীরিক কুকর্ম্ম অন্যান্য ব্যক্তিরও ঘোরতর অপকার করিয়া থাকে ॥ ৬॥

১২৮

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৭॥

এতৎ 'ত্রিদণ্ডং' পূর্ব্বোক্তানামেতেষাং শরীরবাঙ্মনসাং দমনমেবং মানবঃ 'সর্ব্বভূতেষু' 'নিক্ষিপ্য' কৃত্বা আত্মনঃ 'কামক্রোধৌ তু সংযম্য'। ততঃ অনন্তরং 'সিদ্ধিং' মোক্ষপ্রাপ্তিলক্ষণাং 'নিযচ্ছতি' লভতে ॥ ৭॥

সকল প্রাণীর হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭॥

মন হইতে দোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য মনকে দমন করিবেক।

যে সকল চিন্তা, কল্পনা ও কামনা দ্বারা মন কলুষিত হয়, তাহা উদি[illegible] হইবামাত্রই ঈশ্বর-চিন্তা ও সাধু-সঙ্গ প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করি[illegible] যত্ন পূর্ব্বক উন্মূলিত করিবেক। বাক্যদোষ উৎপন্ন না হয়, এই জ[illegible] বাকসংযম অভ্যাস করিবেক এবং হস্তপদাদি অঙ্গ সকলকে মানসি[illegible] অসদ্ভাবের অনুসরণ করিতে দিবেক না ॥ ৭ ॥

[illegible]

[illegible]ত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্র[illegible]
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে [illegible]

[illegible]

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয় ॥ ৮ ॥

মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দণ্ড ভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন;

তাহাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়; অনুতপ্ত হইলেই দণ্ড দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করেন। তখন মনুষ্য যদি আর পাপাচরণ না করিয়া সৎপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহার আত্মাতে পবিত্রতা ও শান্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনুশোচনা, ও পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন, প্রায়শ্চিত্তের এই দুই অঙ্গ। অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্ব্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবেক এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা তাহার পরিহার করিবেক ॥ ৮ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে ॥ ১ ॥

[illegible] হি [illegible] 'অধার্ম্মিকঃ' অধর্ম্মের ব্যবহারোতি যস্য চ [illegible] অনৃতং মিথ্যাভিধানেন 'ধনং' [illegible]। [illegible] 'চ' 'নিত্যং' [illegible] পরবধম্। 'ন' 'অসৌ' 'ইহ' লোকে [illegible] 'এধতে' সুখং [illegible] বর্দ্ধতে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১ ॥

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক ও মিথ্যাকথন যাহার ধন-লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত, সে ব্যক্তি ইহলোকে সুখে বর্দ্ধিত হয় না ॥ ১ ॥

অধর্ম্ম দ্বারা ঐহিক সুখ সচ্ছন্দতাও লাভ করিবার কামনা করি-
বেক না। অধর্ম্ম করিয়া কেহ ইহ লোকেও সুখে থাকিতে পারে না।
ইহ লোকও ঈশ্বরের রাজ্য। তাঁহার ন্যায়-দণ্ড ইহ লোকেও সঞ্চরণ
করিতেছে॥ ১॥

১৩১

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।

অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ [illegible]।

[illegible] সীদন্ [illegible] অবসন্নোঽপি সন্ [illegible]
[illegible] ন [illegible]। অধার্ম্মিকাণাং [illegible]
[illegible] ॥ ২॥

ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক
পাপীদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করি-
বেক না॥ ২॥

ধর্ম্মপথে থাকিয়া কষ্ট ভোগ হইতেছে, শরীর ও মন অবসন্ন হই-
তেছে; এবং পাপকারী ব্যক্তি সহসা সুখসম্পদে স্ফীত হইয়া উঠি-
তেছে; ইহা দেখিয়া কদাপি ধর্ম্মকে নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করিবেক না
ও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক না। ধার্ম্মিকের দীনহীন অবস্থার মধ্যে
অমৃত ফল ও পাপকারীর স্ফীত ভাবের মধ্যে সাংঘাতিক অগ্নি প্রচ্ছন্ন
হইয়া থাকে; যথাযোগ্য কালে ধর্ম্মপরায়ণ আনন্দনীরে অভিষিক্ত
হইবেন ও পাপী হাহাকার করিবে। অতএব প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া
ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিবেক; এক পদও অধর্ম্মপথে নিম্নগামী হই-
বেক না॥ ২॥

১৩২

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ ৩ ॥

[illegible] কান্ত্যেন দৃশ্যতি। 'অধর্ম্মেণ' পরদ্রোহাদিনা 'তাবৎ' [illegible] 'এধতে' বর্দ্ধতে 'ততঃ' তেনৈব 'ভদ্রাণি' [illegible] 'পশ্যতি' লভতে। 'ততঃ' তেনৈব 'সপত্নান্' জয়তি [illegible] কিয়তা কালেনাধর্ম্মপরিপাকবশাৎ 'সমূলঃ' [illegible] 'বিনশ্যতি' ॥ ৩ ॥

অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, বং শত্রুদিগকে জয় করে ; পরে সমূলে বিনাশ পায় ॥ ৩ ॥

পাপীকে পাপের ফল এক দিন অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। পাপ দ্বারা মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করে, সেই পরিমাণে দুর্গতি ভোগ করিবে। সে যত উচ্চ স্থানে উত্থিত হইতেছে, পতনের সময়ে তাহাকে তত আঘাত সহ্য করিতে হইবে। যেমন স্থানবিশেষের বায়ু সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে চতুর্দ্দিকের বায়ু-রাশি আন্দোলিত হইয়া সেই স্থান পূর্ণ করিতে আইসে, সেইরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্য এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে যে, কেহ তাহার কোন স্থানে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেই চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য পাপী পাপাচার করিয়া চিরদিন জয় লাভ করিতে পারে না ; আপাততঃ তাহার যতই শ্রীবৃদ্ধি হউক, এক সময়ে তাহা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও তাহার ঐশ্বর্য্যই কালফণী হইয়া তাহাকে দংশন করিতে থাকে। অতএব কদাপি সাংসারিক সুখ লোভে পাপপথ আশ্রয় করিবেক না ; পরিপূর্ণ ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে প্রতি-পালন করিবেক ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।

যখন মৃত্যু আসিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিবে, তখন পৃথিবীর কোন বন্ধু আর কিছুমাত্র সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন কেবল ধর্ম্মই সান্ত্বনা ও আরামের পথ প্রদর্শন করিবে। অতএব পিতা মাতা প্রভৃতি সমুদায় বন্ধু বান্ধব অপেক্ষা ধর্ম্মকে অধিক বলিয়া জানিবেক ॥ ৫ ॥

১৩৮

এক[illegible] প্র[illegible] জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।

একো[illegible] সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ৬ ॥

[illegible] একোঽমৃত উৎপদ্যতে। ন বান্ধবৈঃ [illegible] 'একঃ' 'সুকৃতং' পুণ্য- [illegible] 'এক এব তু' দুষ্কৃতং। [illegible] হেতুনা ধর্ম্মো ন [illegible] ॥

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে ॥ ৬ ॥

কাহারও অনুরোধে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না। কোন কারণেই পাপাচরণ করিবেক না। যদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমুদায়ই পরিত্যাগ করিবেক। কেননা ধর্ম্ম-হীন হইলে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে আর কেহই থাকিবে না এবং তাহার সহভাগীও আর কেহই হইবে না! পাপপুণ্যের ফল মনুষ্য একাকীই ভোগ করিতে থাকিবেন ॥ ৬ ॥

অতএব আপনার সহায়ার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

ইহ লোকে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কে সুখী হইতে পারে? পরলোকে ধর্ম্ম ব্যতীরেকে আর কিসের দ্বারা জীব সান্ত্বনা লাভ করিবে? ধর্ম্ম ব্যতিরকে মনুষ্যদিগের মনুষ্যত্ব আর কি প্রকারে উপার্জ্জিত হইবে এবং দেবগণের দেবত্বই বা আর কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে? ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের বল। ধর্ম্মই পুরুষদিগের পৌরুষ, ধর্ম্মই নারীগণের অলঙ্কার। ধর্ম্মই সুখ লাভের উপায়, ধর্ম্মই আত্মপ্রসাদের আকর, ধর্ম্মই ব্রহ্মানন্দ লাভের হেতু। মনুষ্য কেবল ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর তিমিররাশি উত্তীর্ণ হইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত যোগগত হয়েন ॥ ৮ ॥

১১৮

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৯ ॥

[illegible]

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক ॥ ৯ ॥

মনের সহিত পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবেক এবং সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেক। ইহাই তাঁহার পূজা। ইহাই মনু-

ন্যের কৃতার্থ হইবার উপায়। ইহা দ্বারাই পারত্রিক ও ঐহিক মঙ্গল লাভ হইবেক। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুজ্ঞা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষাদান, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রমাণ। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে জীবের গত্যন্তর নাই॥ ৯॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ও।

[illegible]

[illegible]